গবেষণা প্রতিবেদন

সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি
সমাজসেবা অধিদপ্তর

গবেষণা প্রতিবেদন

সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন

গবেষণা পরিচালনায়

মোঃ হারুনুর রশীদ
সহকারী পরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বান্দরবান পার্বত্য জেলা

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি
সমাজসেবা অধিদপ্তর

জুন, ২০২৫

ঘোষণাপত্র (Declaration)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি কর্তৃক গৃহীত গবেষণার অংশ হিসেবে "সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন" শিরোনামে লিপিবদ্ধ এই গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা। এই গবেষণাটি বা এর কোন অংশ বিশেষ কোন ডিগ্রি বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে অন্য কোন অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপন করা হয়নি। এই গবেষণার সকল কার্যক্রম গবেষণা প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে।

এই প্রতিবেদনটিতে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তায় চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে কীরূপ ভূমিকা পালন করছে তা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে। একইসাথে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে চা-শ্রমিকদের সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করছি গবেষণাটি চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিটিকে যুগোপযোগী করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে আরো বেশি উদ্যোগী ও কার্যকর করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

মোঃ হারুনুর রশীদ
গবেষণা প্রকল্প পরিচালক
ও
সহকারী পরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement)

প্রথমেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ সাইদুর রহমান খান মহোদয়ের প্রতি যিনি গবেষণা প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ শাহী নেওয়াজ মহোদয়ের প্রতি যিনি প্রকল্পের শুরুর দিকেই প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করেছেন এবং গবেষণা প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির উপাধ্যক্ষ, সহকারী পরিচালকসহ অনুষদবৃন্দের প্রতি যাঁরা কাজটি সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেছেন। প্রত্যেকের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হতো না। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ৩ টি উপজেলা সমাজসেবা সমাজসেবা কার্যালয় যথাক্রমে ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম; শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার এবং সিলেট সদর, সিলেট এর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সহকারী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ফিল্ড সুপারভাইজার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী/কারিগরি প্রশিক্ষক এবং অন্যান্য স্টাফদের প্রতি যারা চা-বাগানের চা শ্রমিকদের থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি গবেষণার উত্তরদাতা, কেস স্টাডি, মুখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার এবং ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সদস্যদের প্রতি যারা সাক্ষাৎকার ও স্বীয় মতামত প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে যারা অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিয়ান, জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি'র লাইব্রেরিয়ানসহ সংশ্লিষ্ট স্টাফদের প্রতি যারা গবেষণার বিভিন্ন উৎস যোগাতে সহযোগিতা করেছেন।

কৃতজ্ঞতায়

মোঃ হারুনুর রশীদ
গবেষণা প্রকল্প পরিচালক
ও
সহকারী পরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

সূচিপত্র (Contents)

ঘোষণাপত্র (Declaration) iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Acknowledgement) iii

সারণি তালিকা ix

চিত্র তালিকা x

গবেষণার সারসংক্ষেপ xi

প্রথম অধ্যায় xvi

ভূমিকা xvi

১.১ গবেষণার শিরোনাম ১

১.২ পটভূমি ১

১.৩ গবেষণা সমস্যা ২

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা ৩

১.৫ গবেষণা প্রশ্ন ৩

১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য ৪

১.৭ গবেষণার ক্ষেত্র ৪

১.৮ গবেষণা পদ্ধতি ৪

১.৮.১ গবেষণা এলাকা ৫

১.৮.২ নমুনা ও নমুনায়ন ৫

১.৮.৩ তথ্য সংগ্রহ কৌশল ৬

১.৮.৪ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ ৭

১.৮.৫ গবেষণা সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যবহারিক সংজ্ঞায়ন ৮

১.৯ গবেষণার নৈতিক দিক ৮

১.১০ গবেষণা কাজের সময় ও কর্মপরিকল্পনা.....৯

১.১১ সামাজিক নীতি প্রণয়নের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা.....৯

১.১২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা.....৯

দ্বিতীয় অধ্যায়.....১১

সাহিত্য পর্যালোচনা.....১১

২. সাহিত্য পর্যালোচনা.....১২

তৃতীয় অধ্যায়.....১৮

পরিমাণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ.....১৮

৩. পরিমাণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ.....১৯

৩.১ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য ১৯

৩.২ শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি.....২১

৩.৩ পারিবারিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাবলি.....২৫

৩.৪ অর্থ সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যাবলি.....২৭

৩.৫ আপদকালীন অর্থ-সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যাবলি.....৩৫

৩.৬ আপদকালীন অর্থ সহায়তা সম্পর্কিত উত্তরদাতাদের সুপারিশ.....৩৯

চতুর্থ অধ্যায়.....৪০

গুণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ.....৪০

৪. গুণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ.....৪১

৪.১ কেস স্টাডি-১.....৪১

৪.২ কেস স্টাডি-২.....৪২

৪.৩ কেস স্টাডি-৩.....৪৪

৪.৪ ফোকাস দল আলোচনা-১.....৪৬

৪.৫ ফোকাস দল আলোচনা-২.....৪৭

৪.৬ ফোকাস দল আলোচনা-৩.....৪৯

মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার ৫২

৪.৭ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-১.....৫২

৪.৮ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-২.....৫৩

৪.৯ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৩.....৫৫

৪.১০ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৪.....৫৬

৪.১১ গুণগত গবেষণার প্রধান ফলাফল.....৫৯

পঞ্চম অধ্যায়.....৬২

প্রধান ফলাফল ও সার্বিক আলোচনা ৬২

প্রধান ফলাফল ও সার্বিক আলোচনা (Major Findings and Discussion)..... ৬৩

৫.১ গবেষণার প্রধান ফলাফল ৬৩

(ক) চা-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা..... ৬৩

(খ) মৌলিক চাহিদা পুরন ৬৪

(গ) চা-শ্রমিকদের খাদ্য চাহিদা পুরন ৬৪

(ঘ) শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি চাহিদা পুরন.....৬৫

(ঙ) বাসস্থানের চাহিদা পুরন.....৬৫

(চ) পোশাক চাহিদা পুরন..... ৬৬

(ছ) চিত্তবিনোদন চাহিদা পুরন ৬৬

(জ) সামাজিক সুরক্ষা ও পারিবারিক মর্যাদা..... ৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়.....৬৮

উপসংহার ও সুপারিশমালা.....৬৮

৬.১ উপসংহার ও সুপারিশমালা ৬৯

তথ্যসূত্র ৭২

পরিশিষ্ট সমূহ ৭৫

পরিশিষ্ট-১: সাক্ষাৎকার অনুসূচি (Interview Schedule).....৭৬

পরিশিষ্ট-২: কেস স্টাডি নির্দেশিকা (Case Study Guideline).....৮২

পরিশিষ্ট-৩: FGD নির্দেশিকা (FGD Guideline).....৯০

পরিশিষ্ট-৪: KIIs নির্দেশিকা (KIIs Guideline).....৯৬

সারণি তালিকা

ক্রমিক নং	সারণির বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	সারণি-০১: গবেষণা কাজের সময় ও কর্মপরিকল্পনা	৯
০২	সারণি-২: খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর তালিকা	১২
০৩	সারণি-৩: অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত চা-শ্রমিকদের বয়স	১৯
০৪	সারণি-৪: অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত চা-শ্রমিকদের ধর্ম	২০
০৫	সারণি-৫: অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত চা শ্রমিকদের পেশা	২১
০৬	সারণি-৬: চা শ্রমিকদের শারীরিক সুস্থতা/অসুস্থতা সংক্রান্ত	২২
০৭	সারণি-৭: চা শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থার উপযুক্ততা সংক্রান্ত	২৩
০৮	সারণি-৮: চা শ্রমিকদের কাজের ধরন সংক্রান্ত	২৪
০৯	সারণি-৯: চা শ্রমিকদের পরিবারের মধ্যে তাদের গুরুত্ব সংক্রান্ত	২৫
১০	সারণি-১০: চা-শ্রমিকদের পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্ক সংক্রান্ত	২৬
১১	সারণি-১১: প্রাপ্ত অর্থ সহায়তার পরিমাণ	২৭
১২	সারণি-১২: এ পর্যন্ত আপনি কত টাকা অর্থ সহায়তা পেয়েছেন এবং কতবার পেয়েছেন	২৮
১৩	সারণি-১৩: অন্যান্য উৎস থাকলে, উৎস গুলো কি কি?	২৯
১৪	সারণি-১৪: অর্থ সহায়তার কারণে কি আপনার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে?	৩০
১৫	সারণি-১৫: উত্তর হ্যাঁ হলে, কোথায় সঞ্চয় করেন?	৩১
১৬	সারণি-১৬: অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপনার মৌলিক চাহিদা পূরণ হতো কি?	৩২
১৭	সারণি-১৭: আপনার মৌলিক চাহিদা পুরণে এ অর্থ কতটুকু সহায়ক?	৩৩
১৮	সারণি-১৮: বর্তমানে এই অর্থ প্রাপ্তির ফলে আপনি কি কি সুবিধা পাচ্ছেন?	৩৪
১৯	সারণি-১৯: সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারিতা এবং অপকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি	৩৫
২০	সারণি-২০: আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তি আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে কি?	৩৬
২১	সারণি-২১: উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কি মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে?	৩৭
২২	সারণি-২২: এই সহায়তা আপনার জন্য আর কি কি সহায়ক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?	৩৮
২৩	সারণি-২৩: অর্থ সহায়তার পরিমাণ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?	৩৯

চিত্র তালিকা

ক্রমিক নং	সারণির বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
০১	চিত্র-১: তথ্য সংগ্রহের উৎস	৬
০২	চিত্র-২: গবেষণার মুখ্য কাজ	৭
০৩	চিত্র-৩: Process of triangulation	৮
০৪	চিত্র-৪: অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত চা শ্রমিকদের লিঙ্গ	১৯
০৫	চিত্র-৫: অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত চা-শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	২০
০৬	চিত্র-৬: চা শ্রমিকদের প্রতিদিনের ন্যূনতম আয়	২১
০৭	চিত্র-৭: চা শ্রমিকদের আবাসস্থলের ধরন সংক্রান্ত	২২
০৮	চিত্র-৮: চা শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থার মালিকানা সংক্রান্ত	২৩
০৯	চিত্র-৯: অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাহিরের কাজ কর্ম	২৪
১০	চিত্র-১০: চা-শ্রমিকদের পরিবারের সাথে বসবাস সংক্রান্ত	২৫
১১	চিত্র-১১: পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা	২৬
১২	চিত্র-১২: প্রথম অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির সময়/তারিখ	২৭
১৩	চিত্র-১৩: আপদকালীন অর্থ সহায়তা ব্যতীত অর্থ প্রাপ্তির অন্যান্য উৎস	২৮
১৪	চিত্র-১৪: প্রাপ্ত অর্থ আপনি প্রধানত কোন খাতে ব্যবহার করেছেন?	২৯
১৫	চিত্র-১৫: আপনি কি আয়ের কোনো অংশ সঞ্চয় করেন?	৩০
১৬	চিত্র-১৬: অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপনার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?	৩১
১৭	চিত্র-১৭: উত্তর না হলে, কোন কোন মৌলিক চাহিদা পূরণে আপনি ব্যর্থ হতেন?	৩২
১৮	চিত্র-১৮: আপদকালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপনার প্রাত্যহিক জীবনধারণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন কিনা?	৩৩
১৯	চিত্র-১৯: উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতেন?	৩৪
২০	চিত্র-২০: আপনার মৌলিক চাহিদা পূরণে এই অর্থ কতটুকু সহায়ক?	৩৫
২১	চিত্র-২১: এই অর্থ সহায়তা প্রদান কোন সময়ে অধিক উপযোগী বলে আপনি মনে করেন?	৩৮

গবেষণার সারসংক্ষেপ

আলোচ্য গবেষণার মৌলিক উদ্দেশ্য হলো সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চা-শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তায় কীরূপে প্রভাব রাখছে তা বিশ্লেষণ করা এবং কীভাবে আরও বেশি কার্যকর ফলাফল পাওয়া যায় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর আরও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা। এ গবেষণা করতে গিয়ে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি যেমন: পরিমাণ ও গুণগত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা হয়েছে। দেশের ২ বিভাগের ৩ টি জেলার ৩ টি উপজেলার ৩ টি চা-বাগানে এই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা হয়েছে। সিলেট বিভাগের অধীন সিলেট জেলার সদর উপজেলার খাদিম চা-বাগান (Khadim Tea Estate), মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার সাতগাঁও চা-বাগান (Satgao Tea Estate), এবং চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম জেলার অধীন ফটিকছড়ি উপজেলার নেপচুন চা-বাগান (Neptune Tea Estate)-এ এই গবেষণাকর্ম কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। নির্বাচিত ৩ টি উপজেলার ৩ টি চা-বাগানে চা-শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা, তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি কতটুকু ভূমিকা রেখেছে এবং এ কার্যক্রম আরো কীভাবে কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে ধারণা লাভের জন্য পরিমাণগত পদ্ধতি হিসাবে সামাজিক নমুনা জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে চা-শ্রমিকদের সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের উপায় সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য ফোকাস দল আলোচনা (FGD) এবং কেস স্টাডি (Case Study) পরিচালনা করা হয়েছে। তাছাড়া, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি জড়িত সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) গ্রহণ করা হয়েছে।

জরিপের মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, তাঁদের সেবা প্রাপ্তির পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান পরিস্থিতি, তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন, অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা, অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ কি কি এবং এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উত্তরদাতাদের সুপারিশ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত ৩টি চা-বাগান প্রতিটি চা-বাগান থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ৪০ জন উপকারভোগী নির্বাচন করে মোট ১২০ জনের কাছ থেকে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, ধর্ম, গোত্র ভেদাভেদ না করে নারী, পুরুষ সকল চা-শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় উত্তরদাতাদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, উত্তরদাতা উপকারভোগীদের ১২০ জনের মধ্যে পুরুষ উপকারভোগী ৫০.৮৩% এবং মহিলা উপকারভোগী ৪৯.১৭%। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩০.৮৩% উপকারভোগীর বয়স ২৬-৩৫ বছরের মধ্যে, ২৬.৬৭% এর বয়স ৪৬-৫৫ বছরের মধ্যে, অপর ২২.৫০% এর বয়স ৩৬-৪৫ বছরের মধ্যে, ৭.৫০% এর বয়স ১৮-২৫ বছরের মধ্যে এবং ১২.৫০% সদস্যের বয়স ৬০ বা তদূর্ধ্ব।

অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত চা-শ্রমিকদের ১২০ জনের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩২.৫০% উপকারভোগী নিরক্ষর, ২৯.১০% প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন, ২০.০০% মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন, ১৫.৮৩% সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, এবং ২.৫০% উপকারভোগী উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৮০.৮৩% উপকারভোগী হিন্দু, ১৫.০০% উপকারভোগী মুসলিম এবং ৪.১৭% খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী রয়েছেন। আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগী ১২০ জনের মধ্যে সকলেই চা-শ্রমিক পেশার সাথে যুক্ত আছেন। চা-শ্রমের পাশাপাশি কারো কারো পরিবারের সদস্যরা হাঁস-মুরগি গবাদি পশু পালনের সাথে যুক্ত। সকল শ্রমিকের প্রতিদিনের ন্যূনতম মজুরি ১৭৮.৫০ টাকা। সুবিধাভোগীর মধ্যে সকল শ্রমিকের কাজ স্থায়ী। যাদের কাজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এর আওতাভুক্ত।

উপকারভোগীদের শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৮৮.৩৩% উপকারভোগী সুস্থ এবং ১১.৬৭% উপকারভোগী শারীরিকভাবে সুস্থ নয়। অসুস্থদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, এবং কিডনি, থাইরয়েড রোগে আক্রান্ত রয়েছেন। তাদের আবাসস্থল বিশ্লেষণে দেখা যায়, তারা সবাই বাগান কর্তৃপক্ষের দেয়া ঘরে/বাড়িতে বসবাস করে। ১২০ জন সুবিধাভোগী মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৬৬.৬৭% উপকারভোগীর আবাসস্থল টিনের ঘর, ২৩.৩৩% এর আবাসস্থল সেমি পাকা (টিনশেড), ৮.৩৩% এর আবাস স্থল পাকা বাড়ি (ইটের তৈরি), এবং ১.৬৭% এর আবাস স্থল কাচা বাড়ি (মাটির তৈরি)। আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাহিরের তারা অন্যান্য কাজেও যুক্ত থাকে। সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৭০.০০% উপকারভোগী কোন না কোন বিনোদনের সাথে যুক্ত, ৩% গান বাজনা বিনোদনের সাথে যুক্ত, ০.৮৩% অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি রূপসজ্জা করেন, ৭.৫০% উপকারভোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাহিরের খেলাধুলার সাথে যুক্ত, এবং অপর ৫.৮৩% উপকারভোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাহিরের কোনো কাজ কর্মের সাথেই যুক্ত নন।

জরিপে অংশগ্রহণকারী ১২০ জন শ্রমিক সকলেই পরিবারের সাথে বসবাস করেন। তারা সকলেই পরিবারে গুরুত্ব পান। ৫৪.১৭% উপকারভোগী তার পরিবারের মধ্যে খুব গুরুত্ব পায়, ৪২.৫০% এর চা শ্রমিক তার পরিবারের মধ্যে গুরুত্ব পায়, এবং অপর ৩.৩৩% এর চা-শ্রমিক তার পরিবারের মধ্যে মোটামুটি গুরুত্ব পায়। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা রয়েছে। ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৫১.৬৭% উপকারভোগী তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ভালো, ৪৫.০০% উপকারভোগী তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা খুব ভালো, এবং অপর ৩.৩৩% উপকারভোগী তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা স্বাভাবিক।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীদের নির্বাচিত ১২০ জন সদস্যের মধ্যে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি হতে প্রাপ্ত অর্থ সহায়তা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সকলেই বাৎসরিক এককালীন ৫,০০০/- টাকা হারে আপদকালীন সময়ের অর্থ সহায়তা হিসাবে পান। ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩৬.৬৭% উপকারভোগী ২০২৩ সালে প্রথম অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, ১৭.৫০% অর্থ সহায়তার টাকা পেয়েছেন ২০২০ সালে, অপর ১০.৮৩% পেয়েছেন ২০২২ সালে, ১০.০০% পেয়েছেন ২০২৪ সালে, ৫.০০% পেয়েছেন ২০১৯ সালে, ১.৬৭% পেয়েছেন যথাক্রমে ২০১৫, ২০১৬, এবং ২০১৭ সালে, এবং ২.৫০% পেয়েছেন ২০১৩ সালে। সুবিধাভোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩৭.৫০% উপকারভোগী মোট ১০,০০০/- টাকা ২ বারে (প্রতিবার ৫০০০/- টাকা হারে) অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, ২৬.৬৭% উপকারভোগী মোট ৫,০০০/- টাকা হারে ১ বার অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, ১৫.০০% উপকারভোগী মোট ১৫,০০০/- টাকা ৩ বারে (প্রতিবার ৫০০০/- টাকা হারে) অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, ১৩.৩৩% উপকারভোগী মোট ২০,০০০/- টাকা ৪ বারে (প্রতিবার ৫০০০/- টাকা হারে) অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, ৪.১৭% উপকারভোগী মোট ২৫,০০০/- টাকা ৫ বারে (প্রতিবার ৫০০০/- টাকা হারে) অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, ১.৬৭% উপকারভোগী মোট ৩৫,০০০/- টাকা ৭ বারে (প্রতিবার ৫০০০/- টাকা হারে) অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, এবং ১.৬৭% উপকারভোগী মোট ৩০,০০০/- টাকা ৬ বারে (প্রতিবার ৫০০০/- টাকা হারে) অর্থ সহায়তা পেয়েছেন।

সুবিধাভোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৫.৮৩% উপকারভোগীর আপদকালীন সময়ে এই কর্মসূচির অর্থ সহায়তা ব্যতীত অর্থ প্রাপ্তির আপনার অন্য কোন উৎস নাই। অপর ৪.১৭% অর্থাৎ ৫ জন চা শ্রমিক আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তা ব্যতীত অন্য অর্থ প্রাপ্তির উৎস রয়েছে। ৫ জন সুবিধাভোগী যাদের অর্থ সহায়তা ব্যতীত অন্যান্য উৎস রয়েছে তন্মধ্যে ২.৫০% এর অন্য উৎস গবাদি পশু পালন, ১ জন

ইলেক্ট্রিকের কাজ করেন এবং অপর ১ জন উপকারভোগী মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পান। আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তা সাধারণত উপকারভোগীদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যয় হয়। এক্ষেত্রে একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৫.০০% উপকারভোগী খাদ্য দ্রব্য ক্রয় খাতে ব্যয় করেন, ৬৬.৬৭% উপকারভোগী শিক্ষা বাবদ ব্যয় করেন, ৪৯.১৭% উপকারভোগী চিকিৎসা বাবদ ব্যয় করেন, ৪৭.৫০% উপকারভোগী বাসস্থান মেরামত খাতে ব্যয় করেন, ১৩.৩৩% উপকারভোগী ছাগল ক্রয় খাতে ব্যয় করেন এবং ২.৫০%। উপকারভোগী হাস-মুরগী ক্রয় খাতে ব্যয় করেন, ১.৬৭% উপকারভোগী বৈদ্যুতিক বিল প্রদান খাতে ব্যয় করেন, এবং ০.৮৩% উপকারভোগী কৃষি কাজে ব্যয় করেন। আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত হয়ে ৯৩.৩৩% উপকারভোগীর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ৬.৬৭% সদস্যের কোন আয় বাড়েনি। ৭৪.১৭% উপকারভোগী তাদের আয়ের কোন অংশ সঞ্চয় করেন না, অপরদিকে ২৫.৮৩% উপকারভোগী তাদের আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করেন। ১৮.৩৩% অর্থাৎ ২২ জন চা-শ্রমিক এনজিওতে অর্থ সঞ্চয় করেন, ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয় করেন ৪.১৭% উপকারভোগী এবং ৩.৩৩% উপকারভোগী ব্যক্তিগত তহবিলে সঞ্চয় করেন।

আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্তির পূর্বে উপকারভোগীরদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না অর্থাৎ সচ্ছল ছিল না। সুবিধাভোগীদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৯.১৭% উপকারভোগীর আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল ছিল, এবং ০.৮৩% উপকারভোগীর অবস্থা সচ্ছল ছিল। ৯০.০০% উপকারভোগীর মৌলিক চাহিদা পূরণ হতো না, অপরদিকে ১০.০০% উপকারভোগীর মৌলিক চাহিদা পূরণ হতো। ৮৯.১৭% উপকারভোগীর খাদ্য চাহিদা পূরণ হতো না, ৬৬.৬৭% উপকারভোগীর বস্ত্রের চাহিদা পূরণ হতো না, ৬৩.৩৩% উপকারভোগীর শিক্ষার চাহিদা পূরণ হতো না, ৫৮.৩৩% উপকারভোগীর চিকিৎসার চাহিদা পূরণ হতো না, ১৪.১৭% উপকারভোগীর বাসস্থানের চাহিদা পূরণ হতো না, এবং ০৯.১৭% উপকারভোগীর চিত্তবিনোদন চাহিদা পুরন হতো না। অর্থ সহায়তা ৮৯.১৭% উপকারভোগীর নিকট মোটামুটি সহায়ক এবং ১০.৮৩% উপকারভোগীর নিকট অধিক সহায়ক।

১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে (একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে) সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৯.১৭% উপকারভোগী আপদকালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, এবং ৯৯.১৭% উপকারভোগী আপদকালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতেন না। ৯৫.৮৩% উপকারভোগী পুষ্টিহীনতার সম্মুখীন হয়েছেন, ৬৪.১৭% উপকারভোগী চিকিৎসা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, অপর ৬০.৮৩% উপকারভোগী বস্ত্রের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, ৩০.১৭% উপকারভোগী শিক্ষা সামগ্রীর অভাবের সম্মুখীন হয়েছেন, ১৫.০০% উপকারভোগী বাসস্থান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, এবং ১১.৬৭% উপকারভোগী বিনোদন সামগ্রীর অভাবের সম্মুখীন হয়েছেন। আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্তির ফলে উপকারভোগীরা নানা সুবিধা পাচ্ছেন। ৬৪.১৭% উপকারভোগী খাদ্য সুবিধা পেয়েছেন, ৪৫.০০% উপকারভোগী শিক্ষা সুবিধা পেয়েছেন, অপর ৩৯.১৭% উপকারভোগী চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন, ৩৪.১৭% উপকারভোগী বস্ত্র সুবিধা পেয়েছেন, ১১.৬৭% উপকারভোগী বাসস্থান মেরামতের সুযোগ পেয়েছেন, ৫.৮৩% উপকারভোগী চিত্তবিনোদন সুবিধা পেয়েছেন, ১.৬৭% উপকারভোগীর ঋণ পরিশোধে সহায়ক হয়েছে এবং ০.৮৩% উপকারভোগীর কৃষি কাজে সহায়ক হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির জরিপকৃত ১২০ জন উপকারভোগীর মধ্যে কতজন কীভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং অপকারের শিকার হয়েছেন সেসকল বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ১০০.০০% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা পেয়ে তারা স্বাভাবিকভাবে জীবন নির্বাহ করতে

পারছেন, তারা তাদের খাদ্য চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ করতে পারছেন, তাদের পুষ্টি চাহিদা পুরন করতে পারছেন, এবং বর্তমানে পরিবার ও সমাজ জীবনে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে। ৯৯.১৭% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ের এককালীন অর্থ সহায়তার মাধ্যমে তিনি তার চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে পারছেন, ০.৮৩% উপকারভোগী এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। ৯৬.৬৭% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তার মাধ্যমে তিনি তার শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করতে পারছেন, ২.০৫% উপকারভোগী এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। ৮২.৮৫% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তার মাধ্যমে তারা তাদের চিত্তবিনোদন ব্যয় নির্বাহ করতে পারছেন, ১৬.৬৭% উপকারভোগী এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন, একইসাথে ০.৮৭% উপকারভোগী এ বিষয়ে কোন মতামত ব্যক্ত করেননি। ৭৪.১৭% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তার প্রাপ্তির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হয়েছে, ২৫.৮৩% উপকারভোগী এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। ৪২.৫০% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তার প্রাপ্তির মাধ্যমে তাদের বাসস্থান মেরামতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ৫৬.৬৭% উপকারভোগী এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন।

১২০ জনই অর্থাৎ সকলেই মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। ৯৮.৩৩% উপকারভোগী মনে করেন পরিবারের সদস্য তার মতামতকে গুরুত্ব দেয়, এবং সম্মান করে; ৮৪.১৭% উপকারভোগী মনে করেন সকলের কাছে তার মর্যাদা বেড়েছে; এবং ১৮.৩৩% মনে করেন সকলে তার নেতৃত্ব মেনে নেয়। ৫২.৫০% উপকারভোগী মনে করেন এই অর্থ সহায়তা তাদের জীবন যাত্রার মান বাড়িয়েছে, ৩৮.৩৩% উপকারভোগী মনে করেন এই অর্থ সহায়তা তাদের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে, ৩৭.৫০% উপকারভোগী মনে করেন তাদের আয় বেড়েছে, ১৬.৬৭% উপকারভোগী মনে করেন তাদের বাসস্থান সমস্যার সমাধান হয়েছে, ২৭.৫০% উপকারভোগী মনে করেন তাদের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়েছে।

আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির উপযোগী সময় সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। ৯৫.৮৩% উপকারভোগী মনে করেন জানুয়ারি মাস অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সময়। এ সময়ে সহায়তার অর্থ পেলে তাদের বেশি উপকার হয়, ৩.৩৩% উপকারভোগী মনে করেন দুর্গা পুজার আগে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সময় এবং ০.৮৩% % উপকারভোগী মনে করেন ইদের আগে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সময়। আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তার পরিমাণ কত হওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়। ৫৩.৩৩% উপকারভোগী মনে করেন অর্থ সহায়তার পরিমাণ বাড়াতে হবে, ৪৩.৩৩% উপকারভোগী মনে করেন সকল চা-শ্রমিককে অর্থ সহায়তার আওতায় আনতে হবে, ২৭.৫০% উপকারভোগী মনে করেন অর্থ সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়ে ১০০০০/- টাকা করতে হবে, এবং ৩৫.০০% উপকারভোগী মনে করেন অর্থ সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়ে ১২,০০০/- টাকা করতে হবে, এবং ২২.৫০% উপকারভোগী মনে করেন তাদের সন্তানদের শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় আনতে হবে।

গুণগত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ফোকাস দল আলোচনা (FGDs), কেস স্টাডি (Case Study) ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) পরিচালনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গবেষণার উদ্দেশ্যমূলক গাইডলাইন ব্যবহার করে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য পর্যালোচনায় চা-শ্রমিকদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে এবং কেন তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদা গুলো পূরণ হয় না সে বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতার কারণে তারা নাগরিক অধিকার গুলো পায় না। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষা গ্রহণ না করে খুব অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়া হয় এবং ছেলেরা চা শ্রমে জড়িয়ে পড়ে। সমাজসেবা অধিদপ্তর এ সকল দরিদ্র, অসহায় অবহেলিত নাগরিক অধিকার বঞ্চিত চা শ্রমিকদের জন্য চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে

আপদকালীন সময়ে বাছাইকৃত স্থায়ী চা-শ্রমিকদের এককালীন অর্থ সহায়তা দেয়া হয় যাতে তারা আপদকালীন সময়ে খাদ্য চাহিদাসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। বাগান কর্তৃপক্ষ এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই সাধারণত আপদকালীন অর্থ সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারেন তারা। অধিকাংশের মতে জানুয়ারি মাসে এ অর্থ সহায়তা পেলে ভালো হয়। চা-শ্রমিকের কাজ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব নয়। তাই এই অর্থ সহায়তা পেলে একটু ভালোভাবে জীবিকা নির্বাহ করা যায়। এ অর্থ সহায়তার কারণে তারা অনেকেই সন্তানের লেখাপড়া করতে পারছেন। অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তাদেরকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সহায়তার পাওয়ার পূর্বে তারা অনেক কষ্টে ছিলেন। খাদ্য সমস্যার সাথে সাথে সন্তানের পড়াশোনা, ঘরের সমস্যা, NGO এর কিস্তির সমস্যাসহ নানা সমস্যায় তারা ছিলেন। কেউ ঘর মেরামতের কাজ করেন। কেহ ছাগল কিনে। তারা অনেকে অর্থ সহায়তা দিয়ে সাধারণত খাদ্যদ্রব্য ক্রয়, ঘর মেরামত, ছাগল ক্রয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যয়, মুরগী পালন, গরু পালন, কাপড় ক্রয়ে ব্যয় করে থাকে।

এই অর্থ সহায়তা দিয়ে তাদের খাদ্য, পোশাক ও সন্তানের শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বাগানের বাইরে স্কুল কলেজে তাদের সন্তানরা বেতন দিয়ে লেখাপড়া করে। অর্থ সহায়তা দিয়ে তারা সন্তানদের স্কুলের বেতন দেয়। একজন সদস্য বলেন অর্থ সহায়তা তাদের জন্য খুবই সহায়ক। আপদকালীন অর্থ সহায়তা তাদের বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। চা-শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম, স্বাস্থ্য সেবা অপ্রতুল, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা নাই বললেই চলে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের এবং স্যানিটেশন এর সমস্যা রয়েছে। এছাড়া, বাসস্থানের সমস্যাও রয়েছে। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে সকল শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত নয়। এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। তাদের সকলকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে এবং জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস এই সময়ে অর্থ সহায়তা দিলে তা অধিক কার্যকর হবে। যারা কাজের বাহিরে রয়েছেন তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে কম্পিউটার, ড্রাইভিং মেকানিকাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিলে ভালো হবে। তাছাড়া, চা বাগানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা যেতে পারে। যাতে করে পরিবারের কর্মহীন সদস্যগণ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। তাদের সবাইকে এই অর্থ সহায়তার আওতায় আনা প্রয়োজন। একই সাথে বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যাগুলির সমাধান করা জরুরি।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ গবেষণার শিরোনাম

সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন

১.২ পটভূমি

চা বাংলাদেশর অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। চা উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান ১০ম। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশে চা শিল্পের বয়স প্রায় ১৮৪ বছর। ব্রিটিশ শাসনামলে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৪০ সালে চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম চা ব্যবসা শুরু করে। ১৮৫৪ সালে সিলেট শহরের উপকণ্ঠে মালনিছড়া চা বাগানে চা উৎপাদনের মধ্য দিয়ে প্রথম বাণিজ্যিক আবাদ শুরু হয়। চট্টগ্রাম, সিলেট এবং রংপুর বিভাগে চা উৎপাদন হয়ে থাকে। উচ্চভূমি, উষ্ণ জলবায়ু, আর্দ্র এবং অতি বৃষ্টি প্রবণ এলাকাসমূহ উন্নতমানের চা উৎপাদনের মোক্ষম পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। চা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ১৬৮ টি চা বাগান রয়েছে (বাংলাদেশ চা বোর্ড, ২০২৩ সেপ্টেম্বর ২৭)। তার মধ্যে মৌলভীবাজারে ৯০টি, হবিগঞ্জে ২৫টি, সিলেটে ১৯টি, চট্টগ্রামে ২২টি, রাঙামাটিতে ২টি, খাগড়াছড়িতে ১ টি, পঞ্চগড়ে ৮টি এবং ঠাকুরগাঁওয়ে ১টি চা বাগান রয়েছে। বাংলাদেশে চায়ের মোট ভূমির পরিমাণ ২ লাখ ৮৭ হাজার ৪২২ দশমিক ৬৯ হেক্টর। জানা যায়, চা বাগানের মোট শ্রমিকের পরিমাণ ১ লাখ ৪৩ হাজার ৯৭ জন। এর মধ্যে অধিকাংশই নারী শ্রমিক। সরকার ১৯৫৭ সালে ১১১-১১৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় ০.৩৭১২ একর ভূমির উপর চা বোর্ডের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করে। ১৯৫৭ সালে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে টি রিসার্চ স্টেশনের গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল জাতের (ক্লোন) চা গাছ উদ্ভাবিত হয় এবং চায়ের উচ্চ ফলন নিশ্চিত করতে চট্টগ্রামের কর্ণফুলী ও শ্রীমঙ্গলের ভাড়াউড়া চা বাগানে উচ্চফলনশীল জাতের চারা রোপণের উদ্যোগ নেয়া হয়। 'টি অ্যাক্ট-১৯৫০' সংশোধনের মাধ্যমে চা বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড (সিপিএফ) চালু হয়, যা এখনো চালু রয়েছে। ২০১৬ সালের ১ আগস্ট এক গেজেট এর মাধ্যমে চা-অধ্যাদেশ রহিত করে চা-আইন, ২০১৬ জারি করা হয় (বাংলাদেশ চা বোর্ড, আগস্ট ২০২৪)।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত চা কারখানাগুলো পুনর্বাসনের জন্য 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া' থেকে ঋণ গ্রহণ করে চা শিল্পের যন্ত্রপাতি আমদানির ব্যবস্থা করা হয়। চা শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষায় সরকার চা উৎপাদনকারীদের নগদ ভর্তুকি দেওয়ার পাশাপাশি ভর্তুকি মূল্যে সার সরবরাহের ব্যবস্থা করে। সেই সার সরবরাহ কার্যক্রম এখনো অব্যাহত আছে। চা-শ্রমিকদের শ্রমকল্যাণে বিনামূল্যে বাসস্থান, সুপেয় পানি, বেবি কেয়ার সেন্টার, প্রাথমিক শিক্ষা, চিকিৎসা ও রেশন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হয়।

জাতীয় অর্থনীতিতে চা-শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। পাটের পর চা বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রপ্তানি পণ্য। এই শিল্প থেকে জাতীয় জিডিপির ১ শতাংশ আসে। জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় চা-শ্রমিকদের সম্পৃক্তকরণ ও সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, টেকসই উন্নয়নের একটি অপরিহার্য শর্ত। এ লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি যেন তাদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে, তাদের সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে পারে, পারিবারিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন করতে পারে সে বিষয়টি বিবেচনা করে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছর হতে সিলেট, চট্টগ্রাম ও রংপুর বিভাগের যে সব জেলায় চা বাগান আছে সে সকল জেলার স্থায়ী চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি কার্যক্রমটি গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs), জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (NSSS) এবং সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

১.৩ গবেষণা সমস্যা

চা-শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের চা উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় ৯৬.০৭ মিলিয়ন কেজি এবং এখান থেকে চা রপ্তানি করা হয় ২৫টি দেশে। এই চা উৎপাদনের যারা সরাসরি জড়িত তারাই চা-শ্রমিক। কিন্তু চা-শ্রমিকরা সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার। তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সকলের দায়িত্ব। অবহেলিত ও অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, তাদের সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় 'চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' গ্রহণ করেছে।

১৮৫৪ সালে সিলেট শহরের উপকণ্ঠে মালনিছড়া চা বাগানে চা উৎপাদনের মধ্য দিয়ে প্রথম বাণিজ্যিক আবাদ শুরু হয়। প্রায় পৌনে দু'শ বছর এই চা-শ্রমিক পেশার সাথে যারা যুক্ত আছেন, যারা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অবদান রাখছেন তারা আজও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। বঞ্চিত তারা সামাজিক ন্যায় বিচার থেকে। তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, আপদকালীন সময়ে চা-শ্রমিকদের অর্থ সহায়তা প্রদান, এবং পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করেছে।

বাংলাদেশে চা শিল্পের বয়স প্রায় ১৮৪ বছর। চা শিল্পের সাথে জড়িত বাংলাদেশে চা-শ্রমিকদের পেশা অনেক পুরনো হলেও তাদের জীবন যাপনের মানের কোন উন্নয়ন হয়নি। তাদের মজুরি হিসাবে যা দেওয়া হয় তাতে দু মুঠো ডাল ভাত ছাড়া তেমন কিছুই জোটে না। আবার তাদের এ পেশা ব্যতীত অন্য পেশার সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগও তেমন নেই বললেই চলে। চা যে-সকল জমিতে চাষ করা হয় সে জমিগুলি সাধারনত সমতল ভূমি থেকে বেশ উঁচু। তাদের পানীয় জলের সংকট যেমন স্বাভাবিক একটি বিষয়, ঠিক তেমনি স্যানিটেশন সমস্যাও যেন স্বাভাবিক বিষয় হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ, এ সমস্যাগুলি অধিকাংশ বাগানেই। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস তাদের তেমন কোন কাজ থাকে না। এ সময় তাদের আয় কমে যাওয়ায় প্রধানত খাদ্য সমস্যাসহ অন্যান্য সমস্যায় নিপতিত হয়। তাছাড়া, চা-বাগানের মহিলাদের চা-পাতা সংগ্রহের কাজ কিছু থাকলেও পুরুষদের তেমন কোন কাজই থাকেনা। সেকারনে, তাদের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত এ কর্মসূচি আরও কীভাবে কার্যকর করা যায়, সে বিষয়ক তথ্য উদঘাটন করা প্রয়োজন।

বর্তমানে সারাদেশের চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগে মোট ১৬৮ টি চা-বাগানে কর্মরত স্থায়ী ৬০ হাজার চ-শ্রমিককে তাদের আপদকালীন সময়ে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হারে এককালীন অর্থ সহায়তা প্রদান করছে। এই অর্থ সহায়তা প্রাচীন এই চা-শ্রমিক পেশার মানুষ ও তাদের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করছে কি না? তাদের পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে কি না? এ বিষয়ে জানার জন্য এবং তাদের সুপারিশসমূহ জানা, ও কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ আকারে উপস্থাপন করার জন্য গবেষণা প্রয়োজন।

১.৪ গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রথমত, মজুরি বৈষম্যসহ বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার কারণে চা-শ্রমিক দেশের অন্যান্য পেশার নাগরিকদের চেয়ে অনেক পেছনে পড়ে আছে। যেমন; বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ও ইউনিসেফের ২০১৮ সালের এক জরিপের ফলাফল অনুসারে, চা বাগানের ৭৪ শতাংশ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। অথচ, ২০১৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪ শতাংশ। চা-শ্রমিকদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং জীবনমান উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত এককালীন অর্থ সহায়তার ভূমিকা কেমন তা জানতে গবেষণা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, চা-শ্রমিকরা একুশ শতকে এসেও বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার অধিকার থেকে বঞ্চিত। যেমন; ২০১৯ সালে সিলেট অঞ্চলের চা-বাগানগুলোর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রথম বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, অপুষ্টির কারণে চা-বাগানের ৪৫ শতাংশ শিশুই খর্বাকার, ২৭ শতাংশ শীর্ণকায়; স্বল্প ওজনের শিশু ৪৭ দশমিক ৫ শতাংশ; এবং চা বাগানে শ্রমিকদের জন্য নামমাত্র একটি চিকিৎসাকেন্দ্র থাকলেও জটিল কোনো রোগ হলে নিজ খরচে বাইরে চিকিৎসা করাতে হয়। এক্ষেত্রে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অবদান কি তা জানতে গবেষণা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, স্বল্প মজুরির পাশাপাশি আরও নানা ক্ষেত্রে চা-শ্রমিকরা বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। যেমন; দেড়শ বছর একই জমিতে বসবাস করে এখন পর্যন্ত এক খণ্ড ভূমির অধিকার পায়নি এই চা-শ্রমিকরা। শিক্ষা ক্ষেত্রেও পিছিয়ে রয়েছে এখানকার শিশুরা। বেশির ভাগ বাগানেই বিদ্যালয় নেই। আবার প্রাথমিক শিক্ষার পর শিক্ষার দায়িত্বও নেয় না বাগান কর্তৃপক্ষ। এ সকল বিষয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর কি ভূমিকা রাখছে তা জানতে গবেষণা জরুরি।

চতুর্থত, সামাজিক বৈষম্যের কারণে চা-শ্রমিকরা স্বাভাবিক নাগরিক অধিকার, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্বাভাবিক অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত। সেকারণে, বর্তমান সরকার চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। চলমান এই কর্মসূচি চা-শ্রমিকদের জীবনে কি ভূমিকা পালন করছে সে বিষয়ে জানতে বিশদ গবেষণা প্রয়োজন এবং

পঞ্চমত, বাংলাদেশের চা-শ্রমিক ও তাদের পরিবার-পরিজন শুধু দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদই নয়; বরং বিভিন্ন ভাষা, জাতি-পরিচয়, ধর্ম, সংস্কৃতি ও একটি বিশেষ পেশা অবলম্বন করে বেঁচে থাকা মানুষ এরা। সামাজিক ন্যায়বিচার ও রাজনৈতিক সুরক্ষায় পেছনে পড়ে থাকা চা-শ্রমিক ও তাদের পরিবার-পরিজনকে আপদকালীন সময়ে চা শ্রমিকদের অর্থ সহায়তা প্রদানে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ভূমিকা জানা প্রয়োজন। তাছাড়া, এ বিষয়ে পূর্বের কোনো গবেষণাকর্ম পাওয়া যায়নি। সেকারণে এ বিষয়ে গবেষণা জরুরি।

১.৫ গবেষণার প্রশ্ন

ক. চা-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনমিতিক অবস্থান এর ধরন কেমন?
খ. আপদকালীন অর্থ সহায়তা চা-শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণে কতটুকু কার্যকর?
গ. এ কর্মসূচির অর্থ সহায়তা তাদের আপদকালীন সময়ের জন্য যথোপযুক্ত কি না? এবং
ঘ. চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে যথাযথ কি না? এ বিষয়ে উত্তরদাতাদের সুপারিশ কি?

১.৬ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৬.১ প্রধান উদ্দেশ্য

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত এককালীন অর্থ সহায়তা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে কি ভূমিকা পালন করছে তা মূল্যায়ন করা।

১.৬.২ বিশেষ উদ্দেশ্যসমূহ

১.৬.২.১ চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান হচ্ছে কি না;
১.৬.২.১ আপদকালীন সময়ে চা শ্রমিকদের অর্থ সহায়তা প্রদান যথাযথ কি না; এবং
১.৬.২.১ পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এ বিষয়ে তাদের মতামত ও সুপারিশসমূহ কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরা।

১.৭ গবেষণার ক্ষেত্র

বর্তমান গবেষণাটি মূলত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব কি, আরও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি আরও কার্যকর হবে সে বিষয়ে তথ্য উদ্‌ঘাটন করা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে শুরু করে ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রতিটি পরিকল্পনায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা প্রান্তিক দরিদ্র ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদে 'সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা বার্ধক্যজনিত কিংবা অন্যান্য অনুরূপ পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাধীন কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদে জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া, সংবিধানের ৩৪ ও ৪০ অনুচ্ছেদে জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ এবং পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা রক্ষার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সরকার SDGs বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ১ ও ২ অর্জনে, জাতীয় পর্যায়ে নীতি প্রণয়ন ও পরামর্শ প্রদানে সহায়ক হবে।

১.৮ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটিতে মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি যেমন: পরিমাণগত (Quantitative) ও গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মিশ্র পদ্ধতি ব্যবহারের মৌলিক যৌক্তিকতা হলো গুণগত গবেষণা ফলাফলকে যেমন সমৃদ্ধ ও যথার্থতা দান করে তেমনি গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়। আলোচ্য গবেষণায় চা-শ্রমিকদের জনমিতিক ও আর্থ-সামজিক অবস্থা, তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ জানা এবং এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুপারিশসমূহ উদঘাটনের জন্য পরিমাণগত পদ্ধতি হিসাবে সামাজিক জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে, চা-শ্রমিকদের সমস্যা, জীবনমানের উন্নয়ন এবং তাঁদের সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণের কৌশল প্রভৃতি গভীরভাবে অনুসন্ধানের জন্য ফোকাস দল আলোচনা (FGDs)

পদ্ধতি ও কেস স্টাডি (Case Study) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি জড়িত সেবা দাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) গ্রহণ করা হয়েছে। গবেষণায় উভয় পদ্ধতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য গবেষণা সমস্যাটি সম্পর্কে সমন্বিত ধারণা লাভ এবং জটিল সমস্যাবলি উদ্‌ঘাটন করা।

১.৮.১ গবেষণা এলাকা

দেশের ২ বিভাগের ৩ টি জেলার ৩ টি উপজেলার ৩ টি চা-বাগানে এই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা হয়েছে। সিলেট বিভাগের অধীন সিলেট জেলার সদর উপজেলার খাদিম চা-বাগান (Khadim Tea State), মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার সাতগাও চা-বাগান (Khadim Tea State), এবং চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম জেলার অধীন ফটিকছড়ি উপজেলার নেপচুন চা-বাগান (Khadim Tea State)-এ এই গবেষণাকর্ম কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। এখানে-

১. সারাদেশের চা-শ্রমিকদের তুলনামূলক ও গড় তথ্য উপস্থাপনের জন্য ২ টি বিভাগের ৩ টি জেলার ৩ টি উপজেলার ৩ টি চা-বাগান গবেষণার এলাকা বলে বিবেচনা করা হয়েছে; এবং

২. গবেষণার ক্ষেত্র এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে করে গবেষণার মাধ্যমে অঞ্চলভেদে চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় তাদের গড় উন্নয়নের মাত্রা অনুধাবন করা সম্ভব হয়।

১.৮.২ নমুনা ও নমুনায়ন

অবস্থান ও সংখ্যা বিবেচনায় সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩ টি জেলার ৩ টি চা বাগান (Tea State) কে নির্বাচন করা হয়। সময় ও বাজেট বিবেচনায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৩ টি চা বাগানের প্রতিটি থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৪০ জন নির্বাচন করে মোট ১২০ জনের কাছ থেকে সংখ্যাত্মক তথ্য সংগ্রহ করা হয় অর্থাৎ জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এক্ষেত্রে, দুঃস্থ, নারী শ্রমিক, তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা, নিঃস্ব, উদ্বাস্তু, বিপন্নীক, নিঃসন্তান এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের বাছাই করা হয়। প্রতিটি বাগান থেকে ১ টি করে মোট তিনটি ফোকাসদল পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি ফোকাস দল আলোচনা কমপক্ষে ১০ সদস্য বিশিষ্ট হয়। উপজেলা সমাজসেবা অফিসার-১, সমাজকর্মী-১, চা-বাগানের ম্যানেজার/প্রতিনিধি-১, চা বাগান পঞ্চায়েত প্রতিনিধি-১, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি-১ এবং চা- শ্রমিক -৫)। ৩ টি চা বাগানের প্রত্যেকটি চা বাগান থেকে ১টি করে ৩ টি কেস স্টাডি পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও, ৩ টি KIIs পরিচালনা করা হয়। গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল ও উত্তরদাতা নিম্নোক্ত টেবিলে দেখানো হলো:

টেবিল-১: পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহের কৌশল এবং উত্তরদাতার বিবরণ

বিশেষ উদ্দেশ্য	তথ্যের উৎস	নমুনার আকার	নমুনায়ন	গবেষণায় ব্যবহৃত উপকরণ
৩.২.১ চা- শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা	নির্বাচিত অর্থ সহায়তা প্রাপ্ত চা শ্রমিক	প্রতিটি বাগানে ৪০ জন করে ৩ টি বাগানে মোট=১২০ জন	দৈবচয়নের ভিত্তিতে	সাক্ষাৎকার অনুসূচি (Interview Schedule)

বিধান হচ্ছে কি না? ৩.২.২ আপদকালীন সময়ের অর্থ সহায়তা প্রদান যথাযথ কি না? ৩.২.৩ পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি নিশ্চিত হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং এ বিষয়ে তাদের মতামত ও সুপারিশ কর্তৃপক্ষের নিকট তুলে ধরা	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার (USSO) / ইউনিয়ন সমাজকর্মী (USW)	প্রতিটি চা বাগান কেন্দ্রিক ১ টি করে মোট= ৩ টি	উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে	মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs)
	USSO-১, USW- ১, চা বাগানের ম্যানেজার-১, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি-১, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি-১, চা শ্রমিক-৫	প্রতিটি চা বাগান কেন্দ্রিক ১ টি করে মোট= ৩ টি	উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে	ফোকাসদল আলোচনা (FGD)
	নির্বাচিত অর্থ সহায়তা প্রাপ্ত চা শ্রমিক	প্রতিটি চা বাগান কেন্দ্রিক ১ টি করে মোট= ৩ টি	উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের ভিত্তিতে	কেস স্টাডি (Case Study)

১.৮.৩ তথ্য সংগ্রহ কৌশল

পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য আধা কাঠামোবদ্ধ সাক্ষাৎকার অনুসূচি (Interview Schedule) এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য কেস স্টাডি (Case Study), ফোকাস দল আলোচনা (FGD) ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) গাইড লাইন ব্যবহার করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার অনুসূচি গবেষণা এলাকায় পূর্ব পরীক্ষণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে উত্তরদাতাদের উপযোগী ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জন করা হয়েছে যাতে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। সাক্ষাৎকার অনুসূচিতে উন্মুক্ত এবং আবদ্ধ এভাবে প্রশ্ন সন্নিবেশিত করা হয়। গুণগত গবেষণার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার এবং পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে ফোকাস দল আলোচনার ক্ষেত্রে দলীয় বৈঠক করা হয়েছে। উভয় ধরনের গবেষণার জন্য ইন্টারনেট এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান ও লাইব্রেরি থেকে ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণা এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শন করা হয়। মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পুস্তক, পত্রিকা, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট প্রভৃতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সমস্ত সাহিত্য পর্যালোচনা আলোচ্য গবেষণার ধারণাগত কাঠামো এবং গবেষণা সমস্যাটি বুঝতে সহায়ক হয়।

চিত্র-১: তথ্য সংগ্রহের উৎস

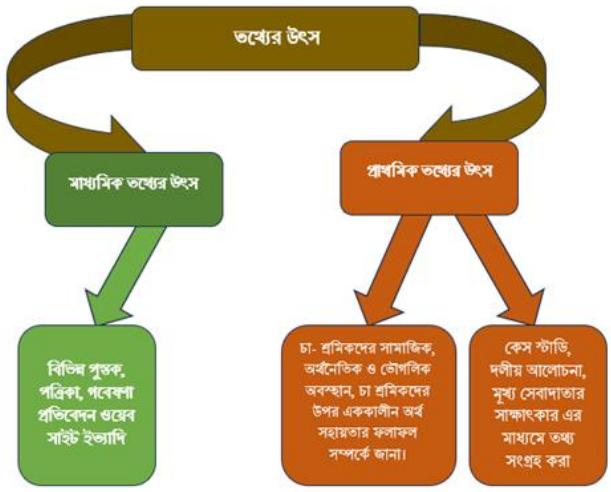

চিত্র নং-২: গবেষণার মুখ্য কাজ

১.৮.৪ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্য প্রতিদিন যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয়েছে এবং কোথাও কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মাঠ পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সংগৃহীত তথ্যাবলিতে যথাযথ কোডিং প্রদান করে তা নানা ধরনের সফটওয়্যার যেমন: Excel/SPSS এর মাধ্যমে তথ্যসমূহ শ্রেণীবিন্যাস করে বিভিন্ন সারণি ও চিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য Triangulation উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গুণগত তথ্য থিম্যাটিক ও ভারব্যাটিম প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের সাহায্য নেয়া হয়েছে এবং ফলাফল তুলনা করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন জাতীয় সমাজসেবা একাডেমিতে দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদন জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, সমাজসেবা অধিদপ্তরের গবেষণা বিশেষজ্ঞ সদস্যের মতামতের আলোকে চূড়ান্ত করা হয়।

চিত্র-৩: Process of triangulation

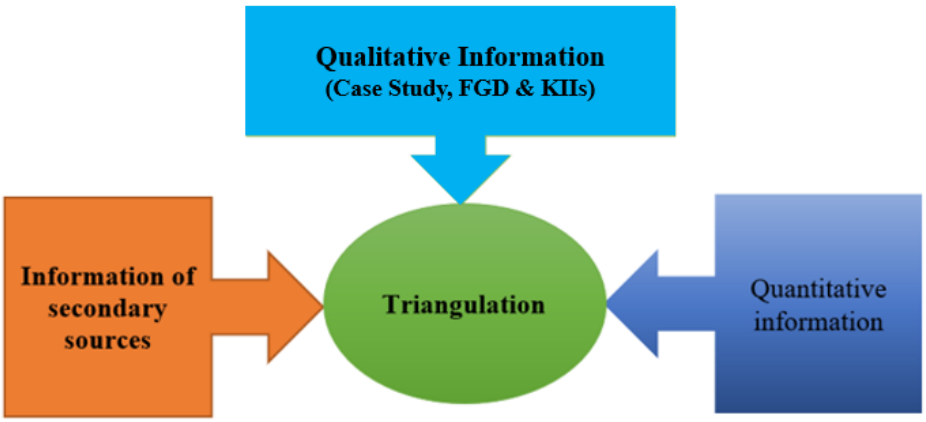

১.৮.৫ গবেষণা সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যবহারিক সংজ্ঞায়ন

চা: চা বলতে সচরাচর সুগন্ধযুক্ত ও স্বাদবিশিষ্ট এক ধরনের উষ্ণ পানীয়কে বোঝায় যা চাপাতা পানিতে ফুটিয়ে বা গরম পানিতে ভিজিয়ে তৈরি করা হয়। চা গাছ থেকে চা পাতা পাওয়া যায়। চা গাছের বৈজ্ঞানিক নাম ক্যামেলিয়া সিনেনসিস। চা পাতা কার্যত চা গাছের পাতা, পর্ব ও মুকুলের একটি কৃষিজাত পণ্য যা বিভিন্ন উপায়ে প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে ৫ (পাঁচ) ধরনের চা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৭০% ব্ল্যাক টি, ২৫% গ্রিন টি, ৫% উলং (Oolong) টি, বর্তমানে জনপ্রিয় চায়ের মধ্যে Instant Tea এবং White Tea বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

চা শ্রমিক: চা বাগানে চা-পাতা তোলার কাজ যারা করে মূলত তারাই চা শ্রমিক। এরা সাধারণত নারী। এছাড়া, পুরুষ শ্রমিকেরা পাতা তোলার কাজ করে না। তারা মূলত বাগান রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন চারা রোপণ, অফ-সিজনে গাছ ছাটা, পাহারা দেয়া ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত।

সমাজসেবা অধিদপ্তর: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর হলো সমাজসেবা অধিদপ্তর। ১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশক্রমে তা সমাজসেবা অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশে সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সমাজসেবা অধিদপ্তর চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

১.৯ গবেষণার নৈতিক দিক

সরকারি গবেষণার জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো নৈতিক নীতিমালা বা গাইড লাইন তৈরি হয়নি। তবে Miles and Huberman (1994) প্রদত্ত নৈতিক নীতিমালা এ গবেষণায় অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পূর্বে উত্তরদাতাদের গবেষণার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং মৌখিক অনুমতি নেয়া হয়েছে। উত্তরদাতাদের আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে।

১.১০ গবেষণা কাজের সময় ও কর্মপরিকল্পনা

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	শুরুর তারিখ	শেষ করার তারিখ
০১	Instruments/materials প্রস্তুতকরণ	১০ মার্চ, ২০২৫	১৫ মার্চ, ২০২৫
০২	উপাত্ত সংগ্রহ (পরিমাণগত)	১৬ মার্চ, ২০২৫	৩১ মার্চ, ২০২৫
০৩	উপাত্ত সংগ্রহ (গুণগত)	০১ এপ্রিল, ২০২৫	১০ এপ্রিল, ২০২৫
০৪	উপাত্ত বিশ্লেষণ	১১ এপ্রিল, ২০২৫	৩০ এপ্রিল, ২০২৫
০৫	প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ	০১ মে, ২০২৫	০৭ মে, ২০২৫
০৬	খসড়া প্রতিবেদন জমা প্রদান	০৮ মে, ২০২৫	১০ মে, ২০২৫
০৭	চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা প্রদান	১১ মে, ২০২৫	৩০ মে, ২০২৫

সারণি-০১: গবেষণা কাজের সময় ও কর্মপরিকল্পনা

১.১১ সামাজিক নীতি প্রণয়নের সাথে সম্পর্কবদ্ধতা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত প্রতিটি পরিকল্পনায় দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা প্রান্তিক দরিদ্র ও ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ (ঘ) অনুচ্ছেদ এবং ১৯ অনুচ্ছেদ মাথায় রেখে উক্ত গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে। জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমতা নিশ্চিতকরণে এবং সংবিধানের ৩৪ ও ৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ এবং পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা রক্ষার কথাও বিবেচনা করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে বা প্রণয়নেও এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)-১ সর্বত্র সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান, অভীষ্ট-২ ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার, অভীষ্ট- ৩ সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (NSSS) এবং সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গবেষণাটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

১.১২ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণার সকল সুনির্দিষ্ট দর্শন, নীতি এবং নিয়মাবলি অনুসরণ করে এই গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। এই গবেষণায় চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি তাদের জন্য কতটুকু যথার্থ তার সার্বিক চিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গবেষণার পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে, যেহেতু কোনো গবেষণাই সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়, তাই এই গবেষণারও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। নিম্নে সেগুলো তুলে ধরা হলো-

(ক) সময় ও বাজেট বিবেচনায় এই গবেষণাটি সমগ্র দেশব্যাপী তথা সারাদেশের সকল চা বাগানে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। গবেষণাটি দেশের ২ বিভাগের ৩ জেলার ৩ উপজেলার ৩ টি চা-বাগানে পরিচালিত হয়;

(খ) প্রতিটি চা বাগানের ৪০ জন শ্রমিকের উপর পরিচালনা করা হয়েছে। এখানে দেশের সকল চা বাগানের সকল শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। বিধায়, সারাদেশের চা-শ্রমিকদের গড় চিত্র প্রতিবেদনে উপস্থাপিত হয়েছে;

(গ) সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মান রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কিছু ক্ষেত্রে উত্তরদাতা মতামত দিতে সংকোচ বোধ করেছে;

(ঘ) অনেক ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহে প্রতিবন্ধকতা কাজ করেছে;

(ঙ) জরিপের ক্ষেত্রে প্রতিটি বাগানে ৪০ জন উপকারভোগী ব্যতীত কোন চা-শ্রমিককে অন্তর্ভুক্ত করে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি;

(চ) আপদকালীন সময়ের অর্থ সহায়তা সময়মতো না পাওয়ায় তারা তাৎক্ষণিক অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির আশা করেছিল; এবং

(ছ) নারী উত্তরদাতাদের কাজের ব্যস্ততা বেশি ছিল। কারণ, তারা সকলেই কর্মমুখী। তাদের নিকট তথ্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ছিল। যারা দীর্ঘদিন যাবৎ অর্থ সহায়তা পায় না তারা তাৎক্ষণিক অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাহিত্য পর্যালোচনা

২. সাহিত্য পর্যালোচনা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের ৩ টি বিভাগে অবস্থিত চা-বাগানে কর্মরত চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, আপদকালীন সময়ে চা শ্রমিকদের অর্থ সহায়তা প্রদান, এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচিটির মূল লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় চা-শ্রমিকদের সম্পৃক্তকরণ ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের পুষ্টি চাহিদা পুরন হচ্ছে, তাদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে, এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি দেশের চা-বাগানে কর্মরত স্থায়ী ৬০,০০০/- শ্রমিককে তাদের আপদকালীন সময়ের জন্য বছরে এককালীন ৫,০০০/- টাকা হারে অর্থ সহায়তা প্রদান করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, বিস্তৃত এলাকায় এ অর্থ সহায়তা ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে তুলনামূলক গরীব ও অসহায় চা-শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত সমন্বিত পরিসংখ্যান থেকে এ কর্মসূচি সম্বন্ধে আরও ভালো চিত্র পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যমতে, গত ১২ বছরে (২০১৩-২০২৫) চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২০০০ জন শ্রমিককে অর্থ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শুরু করে গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬০ হাজার চা-শ্রমিককে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হারে আপদকালীন সময়ের জন্য বছরে এককালীন ৫,০০০/- টাকা প্রদান করেছে। বর্তমান ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬০ হাজার চা-শ্রমিককে আপদকালীন সময়ের জন্য বছরে এককালীন ৬,০০০/- টাকা হারে প্রদানের জন্য ৩৬ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা বাজেটে অর্থ সংস্থান রেখেছে (সমাজসেবা অধিদপ্তর, ২০২৫)।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হলো চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, আপদকালীন সময়ে চা শ্রমিকদের অর্থ সহায়তা প্রদান, এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ। এ কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তর অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকৃত দুঃস্থ ও গরীব চা-শ্রমিককে নির্বাচন করে প্রতি চা-শ্রমিক পরিবারকে বার্ষিক ৫,০০০/- টাকা সমপরিমাণ খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নিম্নবর্ণিত আইটেম অনুযায়ী প্যাকেটজাত অবস্থায় মোট তিন বারে বিতরণ করে। যা নিম্নরূপ:

মাসের নাম	তারিখ	বিবরণ	পরিমাণ	দর	মোট মূল্য (প্রতি কিস্তিতে)	মোট মূল্য (তিন কিস্তিতে)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
		১. চাল	১৫ কেজি	৪০/-	৬০০/-	১৮০০/-
		২. ডাল (মশুর)	৩ কেজি	৯০/-	২৭০/-	৮১০/-
		৩. আটা	৫ কেজি	৪০/-	২০০/-	৬০০/-
		৪. তেল	২ লিটার	১৩৫/-	২৭০/-	৮১০/-
		৫. আলু	৫ কেজি	৪০/-	১০০/-	৩০০/-
		৬. সাবান	২ টি	২০/-	৪০/-	১২০/-
		৭. শাড়ী	১ টি	৩৬০/-	-	৩৬০/-
		৮. লুঙ্গি	১ টি	২০০/-	-	২০০/-
				সর্বমোট=	১৮৪০/-	৫,০০০/-
* একজন চা-শ্রমিককে প্রতিবছর ১ বার (শেষ কিস্তিতে) শাড়ী ও লুঙ্গি প্রদান করা হয়।						

সারণি-২: খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর তালিকা

পরবর্তীতে এ খাদ্যসামগ্রী না দিয়ে নির্বাচিত চা-শ্রমকিদেরকে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে এককালীন ৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছর হতে জিটুপি পদ্ধতিতে এককালীন ৫,০০০/- টাকা প্রদান করা হচ্ছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রত্যেক উপকারভোগীর জন্য ৬,০০০/- টাকা হারে প্রদানের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে (সমাজসেবা অধিদপ্তর, ২০২৫)।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুযায়ী চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা সমপরিমাণ খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী প্যাকেটজাত অবস্থায় মোট তিন বারে প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা চেকের মাধ্যমে এবং তৎপরবর্তীতে ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। বর্তমানে জিটুপি পদ্ধতিতে চা-শ্রমিকদেরকে আপদকালীন সময়ের জন্য বার্ষিক ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হারে প্রদান করা হয়। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রত্যেক উপকারভোগীর জন্য ৬,০০০/- টাকা হারে প্রদানের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। লক্ষাধিক স্থায়ী চা-শ্রমিকের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকৃত দুঃস্থ ও গরীব ৬০,০০০ (ষাট হাজার) চা-শ্রমিককে নির্বাচন করে সমাজসেবা অধিদপ্তর এককালীন অর্থ সহায়তা প্রদান করছে (সমাজসেবা অধিদপ্তর, ২০২৪)।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২০০০ জনের জন্য বরাদ্দ ছিল ১ কোটি টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১০০০০ জনের জন্য বরাদ্দ ছিল ৫ কোটি টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২০০০০ জনের জন্য বরাদ্দ ছিল ১০ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩০০০০ জনের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৫ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩০০০০ জনের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৫ কোটি টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪০০০০ জনের জন্য বরাদ্দ ছিল ২০ কোটি টাকা, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৯৯০০ জনের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৫ কোটি টাকা, ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫০০০০ জনের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৫ কোটি টাকা, ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০০০০ জনের জন্য বরাদ্দ ছিল ২৫ কোটি টাকা, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৬০০০০ জনের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩০ কোটি টাকা, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৬০০০০ জনের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩০ কোটি ২১ লক্ষ টাকা, এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬০০০০ জনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩০ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা (সমাজসেবা অধিদপ্তর, ২০২৪)।

এ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রদত্ত সমপরিমাণ খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর বর্তমান বাজার দর মোতাবেক যদি টাকায় বদল বা পরিবর্তন (convert) করা তাহলে এর পরিমাণ দাঁড়ায় কমপক্ষে ৬,৫০০/- টাকা (Dhaka Post, May 8, 2025) । কিন্তু চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আপদকালীন সহায়তার ৬,০০০/- টাকা হারে প্রদানের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে (সমাজসেবা অধিদপ্তর, ২০২৫)। যা বর্তমান বাজার দর মোতাবেক প্রয়োজনের তুলনায় কম।

নিউজ বাংলা টোয়েন্টি ফোর ডট কম-পত্রিকায় “যে জীবন চা শ্রমিকদের” শিরোনামে নিবন্ধিত হয়েছে যে, আজ থেকে ঠিক শতবর্ষ আগে এই শোষণের প্রতিবাদ করেছিলেন তারা। ‘মুল্লুকে চল’ ডাক দিয়ে চা-বাগান ছেড়ে সবাই মিলে রওনা দিয়েছিলেন বাড়ির পথে। এই যাত্রাপথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ব্রিটিশ সেনারা। তারা শ্রমিকদের ওপর গুলি চালায়। এতে মারা যান কয়েক শ শ্রমিক। ১৯২১ সালের ২০ মের এই রক্তাক্ত দিনটির আজ ১০০ বছর পূর্ণ হচ্ছে (News Bangla 24.com, ২০২১)। ‘সারা দিন চা তুলে ১২০ টাকা মজুরি পাই। কাজ না করলে আবার মজুরি মেলে না। ১২০ টাকায় তো এখন দুই কেজি চালও হয় না। এই

টাকায় কী করে সংসার চলবে? কথাগুলো সিলেটের কালাগুল চা-বাগানের শ্রমিক সীমা বাউরির। সীমা জন্মসূত্রেই এই বাগানের বাসিন্দা। তার মা-বাবাও কালাগুল বাগানের শ্রমিক ছিলেন। এখন তিনি ও তার স্বামী কাজ করেন।

সীমা আক্ষেপ করে বলেন, 'চা-বাগানের শ্রমিক হওয়ার জন্যই যেন আমাদের জন্ম। আমার মা-বাবা বাগানে কাজ করছেন। আমরা করছি। আমার সন্তানরাও করবে। সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়ে যে অন্য পেশায় পাঠাব, সেই ক্ষমতা তো আমাদের নেই।'

বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম-পত্রিকায় "মৌলভীবাজারের চা শ্রমিকদের বঞ্চনার জীবন শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লিখিত"-মৌলভীবাজার জেলার সাত উপজেলায় ৯৩টি চা বাগানে প্রায় নব্বই হাজার শ্রমিক কাজ করেন। চা বাগান প্রতিষ্ঠার প্রায় পৌনে দুইশ বছর তো বটেই দেশ স্বাধীন হওয়ার দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও এসব চা শ্রমিকদের ঘরে সচ্ছলতা ফেরেনি, হয়নি জীবনমানের তেমন উন্নতি (bdnews24.com, ২০২৫)। প্রতিবছর মে দিবস ঘিরে শ্রম অধিকার নিয়ে নানা আয়োজন হলেও মৌলভীবাজার জেলার চা শ্রমিকদের ভাগ্যের তেমন পরিবর্তন ঘটেনি।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ বুনাজী বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, ১৮৫৪ সালে বাংলাদেশে চা বাগানের যাত্রা শুরু হয়। তার আগে থেকেই ব্রিটিশরা ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে কাজের কথা বলে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির মানুষকে এই এলাকায় বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশে নিয়ে আসে। এখানে এনে এক প্রকার বন্দি করেই তাদের দিয়ে কাজ করানো হত।" তিনি বলেন, এরপর থেকে এসব জাতি-গোষ্ঠির নামের পাশে সংযুক্ত হয় এক নতুন পরিচয় 'চা শ্রমিক'। রাম সিং বলেন, বাগানে কাজের যে পারিশ্রমিক পেতেন তা দিয়ে খেয়ে না খেয়ে কোনো রকমে জীবনযাপন করেছেন। শতাধিক বছর বয়সী অবসরপ্রাপ্ত এই চা শ্রমিক বলেন, সারা জীবন বাগানে কাজ করে অবসরে এসে এখন ওষুধ কিনে খাওয়ার টাকাও তার কাছে নেই।

চা শ্রমিক নেতা পরিমল সিং বারাইক বলেন, চা বাগানে কাজ করতে যারা এখানে এসেছেন, তাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ এলাকায় কিছু না কিছু সহায়-সম্পত্তি ছিল। ওই সময় ব্রিটিশরা এই জনগোষ্ঠীকে বিশাল অর্থের লোভ দেখিয়ে এ এলাকায় নিয়ে আসে। এখানে এনে চাবুকের প্রহারে কাজ করানো হত। বিনিময়ে দেওয়া হত বিশেষ কয়েন। এই কয়েন দিয়ে শুধু বাগানের ভেতরে খরচ করা যেত। বাইরে এই কয়েন ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় কেউ আর নিজ এলাকায় ফিরে যেতে পারেননি।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন, বালিশিরা ভ্যালি সভাপতি বিজয় হাজরা বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, তাদের বর্তমান মজুরি দৈনিক মাত্র ১৭৮ টাকা। তা বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করার দাবি বহু দিনের। তবে এবারের মে দিবসে ভূমি অধিকারের পাশাপাশি তাদের দাবি, চা বাগান এলাকায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন এবং বাগানে শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের চাকরির ব্যবস্থা করা।

একই সংগঠনের সহ সভাপতি পঙ্কজ কন্দ বলেন, বর্তমানে চা বাগানে বেড়েছে জনসংখ্যা। প্রতি ঘরে অন্তত তিন থেকে চারজনের কাজ করার ক্ষমতা থাকলেও বাগানে মাত্র একজন করে কাজ করছেন।

কোনো কোনো পরিবারের কাজ আবার অস্থায়ী। তাদের দৈনিক বেতন মাত্র ১৭৮ টাকা। শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্যানিটেশনও অপ্রতুল। তিনি বলেন, এক জমিতে প্রায় দুইশ বছর বংশ পরম্পরায় বসবাস করে এলেও চা শ্রমিকরা এখনো জমির মালিক হতে পারেননি।

চা শ্রমিক উষার প্রশ্ন, আর কত বছর বসবাস করলে জমির মালিক হতে পারবেন তারা? শ্রী গোবিন্দপুর চা বাগানের মালিক ও ন্যাশনাল টি কোম্পানির পরিচালক মহসিন মিয়া মধু বলেন, চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি বাগান মালিকরাও কাজ করছেন (bdnews24.com, 2025)।

রাইজিং বিডি পত্রিকায় "চা শ্রমিকদের জীবন: সামান্য বেতনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম" শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়- চা বাগানে নারী শ্রমিকরাই বেশি কাজ করেন। সকাল থেকে ছাতা, চুপড়ি নিয়ে বের হন, রোদে পুড়ে আর বৃষ্টিতে ভিজে তারা টিলায় টিলায় কাজ করেন দিনভর। ১৬৮টি চা বাগানে রয়েছেন দেড় লাখ চা শ্রমিক। তারা পাচ্ছেন না ন্যায্য মজুরি। তাদের জীবনে রয়েছে নানা বঞ্চনার গল্প। জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। তাদের সংগ্রামী জীবনের বাঁকে বাঁকে সৃষ্টি হয় নতুন উপাখ্যান।

তবে বৈষম্য ছেড়ে দেয়নি তাদের। নতুন করে চা শিল্পে নানা সংকট দেখা দিয়েছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে উৎপাদন খরচ। এর মধ্যে বাজারে চায়ের দাম কমে যাওয়ায় বাগান চালাতে মালিকপক্ষ হিমশিম খাচ্ছেন।

চা শ্রমিকরা জানান, তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে কর্তৃপক্ষের নেই কোনো উদ্যোগ। উপযুক্ত মজুরি না পাওয়ায় দেড়শ বছর ধরে তারা বৈষম্যের শিকার। চা সংশ্লিষ্টরা বলছেন, চা উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাজারে চায়ের দাম কমে গেছে। বাজার দখল করে নিয়েছে চোরাই পথে আসা নিম্নমানের চা। ভোক্তারা না জেনেই নিম্নমানের চা কিনছেন।

মঙ্গলবার (৩০ এপ্রিল) মৌলভীবাজার কুলাউড়া লংলাভ্যালীর বিভিন্ন চা বাগান ঘুরে শ্রমিকদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, শ্রমিক দিবস নিয়ে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। কাজ করতে পারলেই ভালো থাকেন তারা।

কথা হয় করিমপুর চা বাগানে কর্মরত শ্রমিক শেফালী গোয়ালার সাথে। তিনি বলেন, "আমার স্বামী নেই। ১৭০ টাকা মজুরি পেয়ে কষ্টে চলে সংসার। দুই মেয়ে লেখাপড়া করে। তাদের খরচ জোগাতে অনেক কষ্ট হয়।"

ইটা চা বাগানের চা শ্রমিক রুবি মৃগধা বলেন, "বাজারে চায়ের দাম বৃদ্ধি পেলে আমাদেরও মজুরি বাড়বে। বর্তমান মজুরি দিয়ে চলতে কষ্ট হয়।" একই ভ্যালীর উত্তর ভাগ চা বাগানের শ্রমিক ভারতী গোড়াইত বলেন, "ম্যানেজার বলেন চা পাতার দাম নেই। বাজারে পাতার দাম বাড়লে আমাদেরও মজুরি বাড়বে। এই মজুরি দিয়ে সংসার চালানো কঠিন।"

লংলাভ্যালীর সভাপতি শ্রমিক নেতা শহিদুল ইসলাম বলেন, "চা শ্রমিকরা যুগ যুগ ধরে বৈষম্যের শিকার। নানা অজুহাত দেখিয়ে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করে না।"

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ঘোষ বলেন, “দেড়শ বছর ধরে চা শ্রমিকরা বৈষম্যের শিকার। ১৬৮টি চা বাগানে রয়েছেন দেড় লাখ চা শ্রমিক। ১৫ বছর পর ফ্যাসিবাদের অবসান ঘটলেও শ্রমিকদের ন্যূনতম একটা মজুরি বৃদ্ধি হয়নি। বাগান কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাত দেখিয়ে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করছে না।”

বাংলা ট্রিবিউন পত্রিকায় “চা শ্রমিকদের জীবন কাহিনি” শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়- হবিগঞ্জে ২৪টি চা বাগানের একটি কামাইছড়া চা বাগান। এটি বাহুবল উপজেলায়। ৬২ বছর বয়স্ক বিশ্বনাথ মিত্র একসময় এই কামাইছড়া বাগানে কাজ করতেন। ৩৫ বছর কাজের পর এখন অবসরে। সেখানকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পল্লিতে বসবাস করেন। দীর্ঘ জীবনে দেখেছেন অনেক কিছু। কিন্তু এখনকার পরিবর্তনগুলো তাঁর চোখে পড়ছে। গাঁয়ে এখন পাকা রাস্তা। এই পল্লির একশ’ পরিবার বছরে চারবার ত্রিশ কেজি করে চাল পান। একশ কর্মহীন মানুষ বছরে পান ছয় হাজার টাকা করে বয়স্ক ভাতা। কেবল এই কামাইছড়া চাবাগানেই নয়, প্রতিটি বাগানেই একই রকম দৃশ্য। এখানকার ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীই এই চা বাগানগুলোর প্রাণ। তাদের শ্রম আর ঘামে হবিগঞ্জ-মৌলভীবাজারের চা দেশের গন্ডি পেরিয়ে রপ্তানি হচ্ছে বিদেশে। এরাই অবদান রাখছে দেশের অর্থনীতিতে। কিন্তু এতগুলো বছর এই চা শ্রমিকদের ভালো-মন্দের দিকে কতটুকু নজর দিয়েছে সরকার? কতটুকু ঘটেছে তাদের জীবন-মানের উন্নতি?

দৈনিক আজাদী পত্রিকায় “বাংলাদেশে চা শ্রমিকদের বঞ্চনা: প্রাসঙ্গিক কথা” শিরোনামে লিখিত প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়- বাংলাদেশের চা বাগান শিল্পে কাজ করা শ্রমিকদের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। এই শ্রমিকরা মূলত ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে এসেছে, বিশেষ করে ভারতের বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে। ১৮৪০ সালের আশপাশে, ব্রিটিশ শাসনামলে চা বাগানগুলির উন্নয়নের জন্য এখানে শ্রমিকদের প্রয়োজন ছিল। তখন থেকেই চা শ্রমিকদের বাংলাদেশে আগমন শুরু হয়। তাদের আগমন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল না। বলা যায়, তাদেরকে চা বাগানে কাজ করার জন্য উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে এবং জোর করে আনা হয়। প্রথম দিকে, তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং কষ্টকর। ধীরে ধীরে এই শ্রমিকরা এখানকার সমাজের অঙ্গ হয়ে উঠলেও, তাদের অধিকার এবং জীবনমানের উন্নতি আজও হয়নি। এত দীর্ঘ সময়ে, চা শ্রমিকরা নানা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন। তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অসংখ্য সমস্যা রয়েছে –ভূমির অধিকার থেকে শুরু করে চিকিৎসা, শিক্ষা, এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কিত সমস্যাগুলি আজও অমীমাংসিত (দৈনিক আজাদী, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫)।

চা শ্রমিকদের একটি অন্যতম বড় সমস্যা হলো জমি ও বাসস্থানের অভাব। চা শ্রমিকদের নিজের কোনো জমি নেই, এবং অবসরে যাওয়ার পর যে এক টুকরো ভিটেতে তারা বাস করে, সেটিও চা বাগান মালিকদের দেওয়া। এই জমি রক্ষা করতে বংশ পরম্পরায় তাদের পরিবারের একজন সদস্যকে বাধ্যতামূলকভাবে চা বাগানে চাকরি করতে হয়। অন্যথায় তাদেরকে বাসস্থান ছেড়ে দিতে হয়। চা শ্রমিকেরা অভিযোগ করেছে, অবসরে যাওয়ার পর ভিটেতে অবস্থান করার অজুহাত দেখিয়ে অনেক চা শ্রমিককে শ্রম আইনে প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি থেকেও বঞ্চিত করা হয়। এই পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, চা শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারগুলির প্রতি মালিক পক্ষ চরম অবহেলা করছে।

এছাড়া, চা শ্রমিকেরা যদি মালিকের জমিতে চাষ করেন, তাহলে জমির আনুপাতিক হারে রেশন কর্তন করা হয়, যা শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি করে। এক চা শ্রমিক ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘মালিকরা সরকার থেকে শত শত বিঘা জমি লিজ নিতে পারে, অথচ আমরা যারা এই বাগান গড়েছি, এই বাগানের মাটি ও

বাতাসে আমাদের রক্ত–ঘাম মিশে আছে, আমাদের এক টুকরো জমি কেন থাকবে না?' চা শ্রমিকদের ভূমি ও বাসস্থান সমস্যা সমাধানের জন্য চা চাষের অনুপযুক্ত শ্রমিক সংখ্যা অনুযায়ী চা বাগানের নামে বরাদ্দ করা হাজার হাজার একর জমির ৫০/১০০ একর সরকারি উদ্যোগে চা শ্রমিকদের নামে মালিকানা দিয়ে ০.১০ (শতক) জমি বরাদ্দ করা উচিত বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করে।

বাংলাদেশের শ্রম আইনে ছুটির বিধান এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু চা শ্রমিকদের জন্য এসব আইনি অধিকার অনেক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে অন্য সব সেক্টরের শ্রমিকরা প্রতি ১৮ দিনে ১ দিনের অর্জিত ছুটির অধিকারী হন, সেখানে চা শ্রমিকদের জন্য এই সময়সীমা ২২ দিন করা হয়েছে, যা স্পষ্টতই বৈষম্য। একইভাবে, চা শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের নিয়ম যথাযথভাবে মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে।

চা শ্রমিকদের রেশন দেওয়ার সময় মালিক পক্ষ কম দেওয়ার জন্য সবসময় সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। বর্তমানে ১২ মাস আটা দেওয়া হয়, যা পূর্বের নিয়মের চেয়ে ভিন্ন। পূর্বে, বছরের অর্ধেক আটা এবং অর্ধেক চাল দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। আইন অনুযায়ী একবার দেওয়া সুবিধা আর প্রত্যাহার করা যায় না, কিন্তু এই নিয়মের পরিবর্তন চা শ্রমিকদের জন্য একটি অবিচার।

চা শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, তবে তারা যথাযথ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যদিও শ্রম আইনে ৩ মাস চাকরি করার পর শ্রমিককে স্থায়ী করার বিধান রয়েছে, ইদানীং চা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এটি অনেক বেশি সময় নেয়, ২০–২২ বছর পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ের পর তারা প্রভিডেন্ট ফান্ডের সদস্য হতে পারেন, কিন্তু এর ফলে তাদের অবসরের পর প্রকৃত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

অধিকাংশ চা বাগানে চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক। আইন অনুযায়ী, সপরিবারে সকল চা শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রদান করা বাধ্যতামূলক। কোন বাগানে ৭৫০ জন শ্রমিকের বেশি নিয়োজিত থাকলে, এমবিবিএস ডাক্তার, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ধাত্রী, নার্সসহ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কথা রয়েছে। তবে এই নিয়মগুলো বহু বাগানে কার্যকর হচ্ছে না। আরও একটি সমস্যা হলো, জটিল রোগে আক্রান্ত শ্রমিকরা যদি সরকারি হাসপাতালে সিট না পান, তবে ক্লিনিকে ভর্তি হওয়ার পর চিকিৎসা বাবদ যে খরচ করতে হয়, তা বাগান কর্তৃপক্ষ পরিশোধ করে না। ইউনিয়ন এবং মালিক পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে, চা শ্রমিকদের সন্তানেরা যদি শিক্ষিত হন, তবে তাদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু বাস্তবে, এই প্রতিশ্রুতি মানা হচ্ছে না ফলে চা শ্রমিকদের সন্তানেরা শিক্ষিত হলেও চাকরি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

চা শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের চা উৎপাদনের পরিমাণ বছরে প্রায় ৯৬.০৭ মিলিয়ন কেজি এবং এখান থেকে চা রপ্তানি করা হয় ২৫টি দেশে। এই চা উৎপাদনের যারা সরাসরি জড়িত তারাই চা-শ্রমিক। কিন্তু চা-শ্রমিকরা সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার বলে প্রতীয়মান। তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সকলের দায়িত্ব। অবহেলিত ও অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, তাদের সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় 'চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম' গ্রহণ করেছে (সমাজসেবা অধিদপ্তর, ২০২৪)।

তৃতীয় অধ্যায়

পরিমাণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৩. পরিমাণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৩.১ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীদের জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য

জরিপের মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, তাদের সেবা প্রাপ্তির পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান পরিস্থিতি, আপদকালীন সময়ে তাদের খাদ্য চাহিদা পুরন, এককালীন অর্থ সহায়তা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে কি ভূমিকা পালন করছে তা জানা, তাদের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানে তাঁদের মতামত জানা, এ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ জানা এবং এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উত্তরদাতাদের সুপারিশ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সারাদেশের চা-বাগান, চা-শ্রমিকদের অবস্থান এবং তাদের পরিস্থিতি বিবেচনায় ২ বিভাগের ৩ জেলার ৩ টি চা-বাগানকে নির্বাচন করা হয়েছে। সময় ও বাজেট বিবেচনায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ২টি বিভাগের ৩ টি জেলার নির্বাচিত ৩ টি চা-বাগানের প্রতিটি বাগান থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে ৪০ জন নির্বাচন করে মোট ১২০ জনের কাছ থেকে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা ও নির্যাতনের শিকার এবং দুঃস্থ সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নে জরিপের ফলাফল তুলে ধরা হলো-

সারণি-৩: অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত চা-শ্রমিকদের বয়স [নমুনার সংখ্যা-১২০]

উপকারভোগীদের বয়স	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
১৮-২৫ বছর	৯	৭.৫০
২৬-৩৫ বছর	৩৭	৩০.৮৩
৩৬-৪৫ বছর	২৭	২২.৫০
৪৬-৫৫ বছর	৩২	২৬.৬৭
৫৬-তদুর্ধ্ব বছর	১৫	১২.৫০
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৩ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের বয়স সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩০.৮৩% উপকারভোগীর বয়স ২৬-৩৫ বছরের মধ্যে, ২৬.৬৭% এর বয়স ৪৬-৫৫ বছরের মধ্যে, অপর ২২.৫০% এর বয়স ৩৬-৪৫ বছরের মধ্যে, ৭.৫০% এর বয়স ১৮-২৫ বছরের মধ্যে এবং ১২.৫০% সদস্যের বয়স ৬০ বা তদূর্ধ্ব।

চিত্র-৪: অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত চা শ্রমিকদের লিঙ্গ [নমুনার সংখ্যা-১২০]

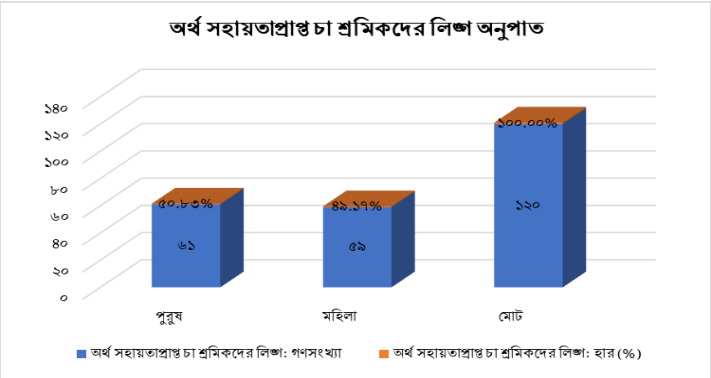

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-৪ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের লিঙ্গ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক পুরুষ উপকারভোগী ৫০.৮৩% এবং মহিলা উপকারভোগী ৪৯.১৭%।

চিত্র-৫: অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত চা-শ্রমিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা [নমুনার সংখ্যা-১২০]

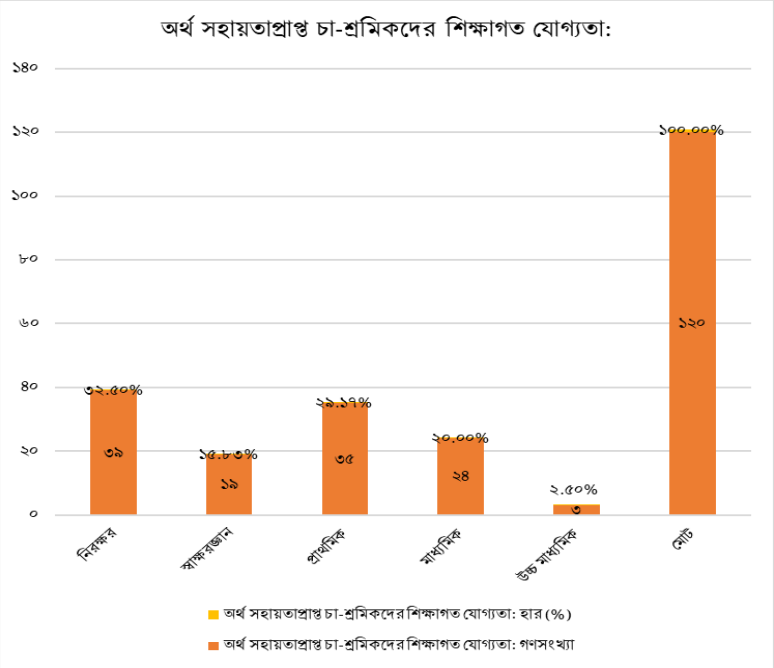

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-৫ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩২.৫০% উপকারভোগী নিরক্ষর, ২৯.১০% প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন, ২০.০০% মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন, ১৫.৮৩% সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন।

সারণি-৪: অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত চা শ্রমিকদের ধর্ম [নমুনার সংখ্যা-১২০]

চা শ্রমিকদের ধর্ম	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
মুসলিম	১৮	১৫.০০
হিন্দু	৯৭	৮০.৮৩
খ্রিষ্টান	৫	৪.১৭
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৪ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের ধর্মীয় বিশ্বাস সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগী মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৮০.৮৩% উপকারভোগী হিন্দু, ১৫.০০% উপকারভোগী মুসলিম এবং ৪.১৭% খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী রয়েছেন।

৩.২ শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

জরিপের মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানে উত্তরদাতাদের সুপারিশ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত ২ বিভাগের ৩ টি জেলার ৩ টি চা-বাগান হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত উপকারভোগী মোট ১২০ জনের কাছ থেকে এ বিষয়ে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, মহিলা এবং পুরুষ সকল প্রকার উপকারভোগীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদের কাছ থেকে উপাত্ত ও মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ-

সারণি-৫: অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত চা শ্রমিকদের পেশা [নমুনার সংখ্যা-১২০]

সহায়তাপ্রাপ্তদের পেশা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	১২০	১০০.০০
না	০	০.০০
মোট=	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৫ এ আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের পেশা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সকলেই চা-শ্রমিক পেশার সাথে যুক্ত আছেন।

চিত্র-৬: চা শ্রমিকদের প্রতিদিনের ন্যূনতম আয় [নমুনার সংখ্যা-১২০]

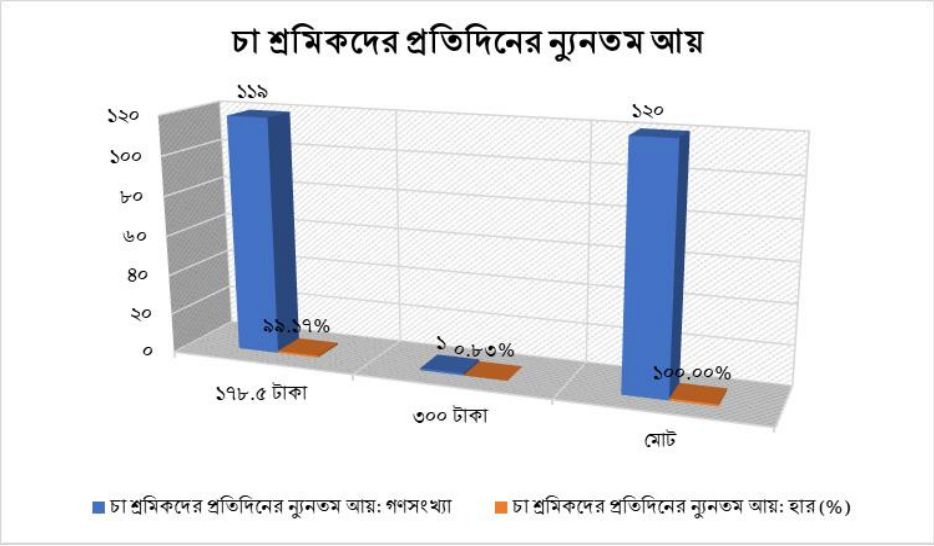

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-৬ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের প্রতিদিনের ন্যূনতম আয় সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। জরিপকৃত সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে ১১৯ জন অর্থাৎ ৯৯.১৭% শ্রমিকের প্রতিদিনের ন্যূনতম মজুরি ১৭৮.৫০ টাকা এবং ১ জন অর্থাৎ ০.৮৩% এর ন্যূনতম মজুরি ৩০০ টাকা, যিনি মেশিন অপারেটর এর কাজ করেন এবং মাসিক বেতন পান।

সারণি-৬: চা শ্রমিকদের শারীরিক সুস্থতা/অসুস্থতা সংক্রান্ত [নমুনার সংখ্যা-১২০]

শারীরিকভাবে সুস্থ	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	১০৬	৮৮.৩৩
না	১৪	১১.৬৭
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৬ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের শারীরিক সুস্থতা/অসুস্থতা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৮৮.৩৩% উপকারভোগী সুস্থ এবং ১১.৬৭% উপকারভোগী শারীরিকভাবে সুস্থ নয়। অসুস্থদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, এবং কিডনি, থাইরয়েড রোগে আক্রান্ত রয়েছেন।

চিত্র-৭: চা শ্রমিকদের আবাসস্থলের ধরন সংক্রান্ত [নমুনার সংখ্যা-১২০]

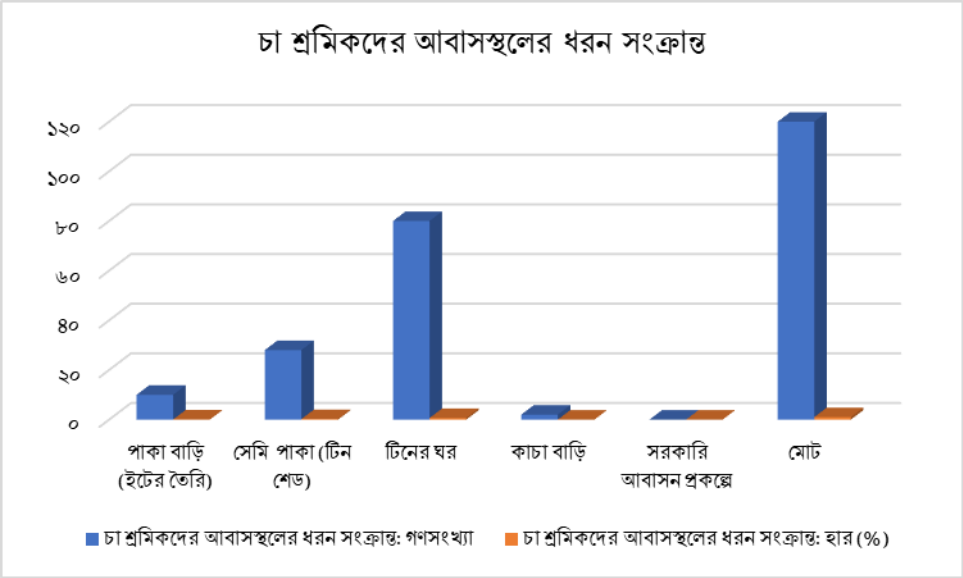

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-৭ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের আবাসস্থলের তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৬৬.৬৭% উপকারভোগীর আবাসস্থল টিনের ঘর, ২৩.৩৩% এর আবাসস্থল সেমি পাকা (টিনশেড), ৮.৩৩% এর আবাস স্থল পাকা বাড়ি (ইটের তৈরি), এবং ১.৬৭% এর আবাস স্থল কাচা বাড়ি (মাটির তৈরি)।

সারণি-৭: চা শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থার উপযুক্ততা সংক্রান্ত [নমুনার সংখ্যা-১২০]

বাসস্থানের উপযুক্ততা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
খুব বেশি	১৫	১২.৫০
বেশি	১০	৮.৩৩
স্বাভাবিক	৮২	৬৮.৩৩
কম	১৩	১০.৮৩
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৭ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের আবাসন ব্যবস্থার উপযুক্ততা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগী মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৬৮.৩৩% উপকারভোগীর আবাসন ব্যবস্থা তাদের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক, ১২.৫০% এর আবাসন ব্যবস্থা তাদের দৃষ্টিতে খুব বেশি উপযুক্ত, এবং ৮.৩৩% এর আবাসন ব্যবস্থা তাদের দৃষ্টিতে বেশি উপযুক্ত।

চিত্র-৮: চা শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থার মালিকানা সংক্রান্ত [নমুনার সংখ্যা-১২০]

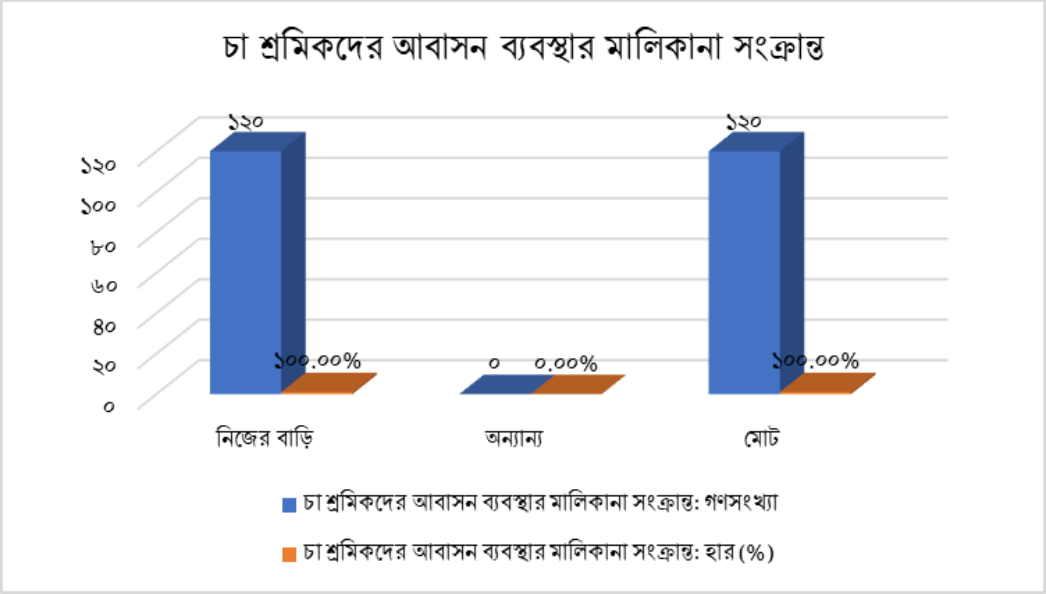

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-৮ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের আবাসন ব্যবস্থার মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। জরিপকৃত সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সকল শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থার মালিকানা সম্পূর্ণ নিজের (বাগান প্রদত্ত) বা তারা নিজ ঘরে বসবাস করে।

সারণি-৮: চা শ্রমিকদের কাজের ধরন সংক্রান্ত [নমুনার সংখ্যা-১২০]

কাজের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
স্থায়ী	১২০	১০০.০০
অস্থায়ী	০	০.০০
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৮ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের কাজের ধরন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সকল শ্রমিকের কাজ স্থায়ী। যাদের কাজ প্রভিডেন্ট ফান্ড এর আওতাভুক্ত।

চিত্র-৯: অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাহিরের কাজ কর্ম [নমুনার সংখ্যা-১২০]

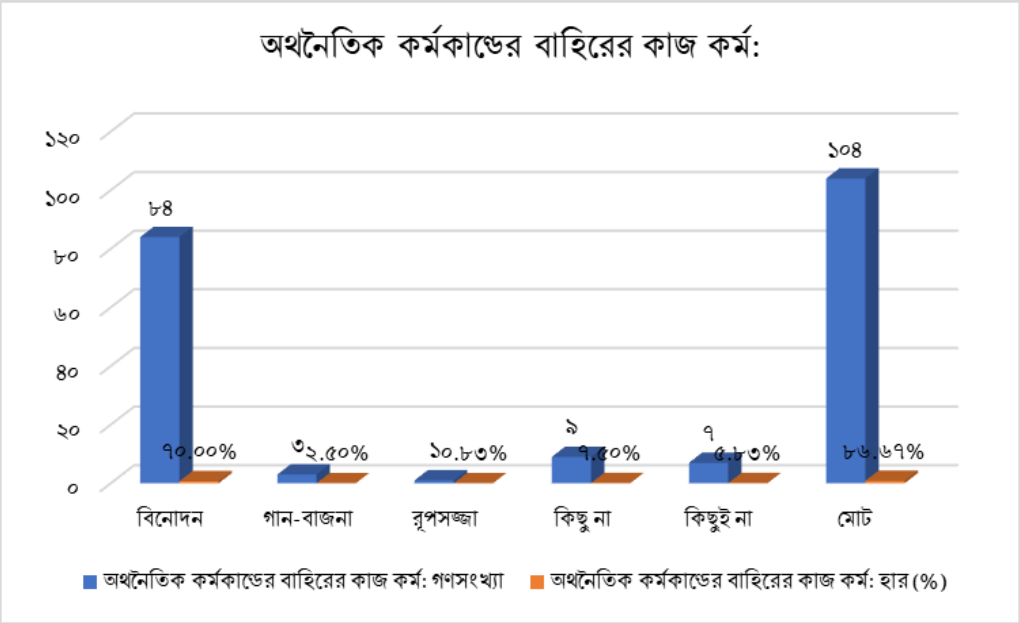

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-৯ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাহিরের কাজ কর্ম সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৭০.০০% উপকারভোগী কোন না কোন বিনোদনের সাথে যুক্ত, ৩% গান বাজনা বিনোদনের সাথে যুক্ত, ০.৮৩% অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি রূপসজ্জা করেন, ৭.৫০% উপকারভোগী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাহিরের খেলাধুলার সাথে যুক্ত, এবং অপর ৫.৮৩% উপকারভোগী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাহিরের কাজ কর্মের সাথেই যুক্ত নন।

সারণি-৯: চা শ্রমিকদের পরিবারের মধ্যে তাদের গুরুত্ব সংক্রান্ত [নমুনার সংখ্যা-১২০]

গুরুত্বের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
খুব গুরুত্ব দেয়	৬৫	৫৪.১৭
গুরুত্ব দেয়	৫১	৪২.৫০
মোটামুটি গুরুত্ব দেয়	৪	৩.৩৩
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-৯ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগী তাদের পরিবারের মধ্যে কেমন গুরুত্ব পায় সে সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৫৪.১৭% উপকারভোগী তার পরিবারের মধ্যে খুব গুরুত্ব পায়, ৪২.৫০% এর চা শ্রমিক তার পরিবারের মধ্যে গুরুত্ব পায়, এবং অপর ৩.৩৩% এর চা শ্রমিক তার পরিবারের মধ্যে মোটামুটি গুরুত্ব পায়।

৩.৩ পারিবারিক ও সামাজিক বিষয় সম্পর্কিত তথ্যাবলি

সামাজিক জরিপের মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীদের পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানে উত্তরদাতাদের সুপারিশ সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। নির্বাচিত ৩ টি চা-বাগানে নিয়োজিত চা শ্রমিকদের মধ্যে হতে দৈবচয়নের ভিত্তিতে নির্বাচিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীদের মধ্য হতে মোট ১২০ জনের কাছ থেকে এ বিষয়ে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এবং তাঁদের কাছ থেকে উপাত্ত ও মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ-

চিত্র-১০: চা-শ্রমিকদের পরিবারের সাথে বসবাস সংক্রান্ত [নমুনার সংখ্যা-১২০]

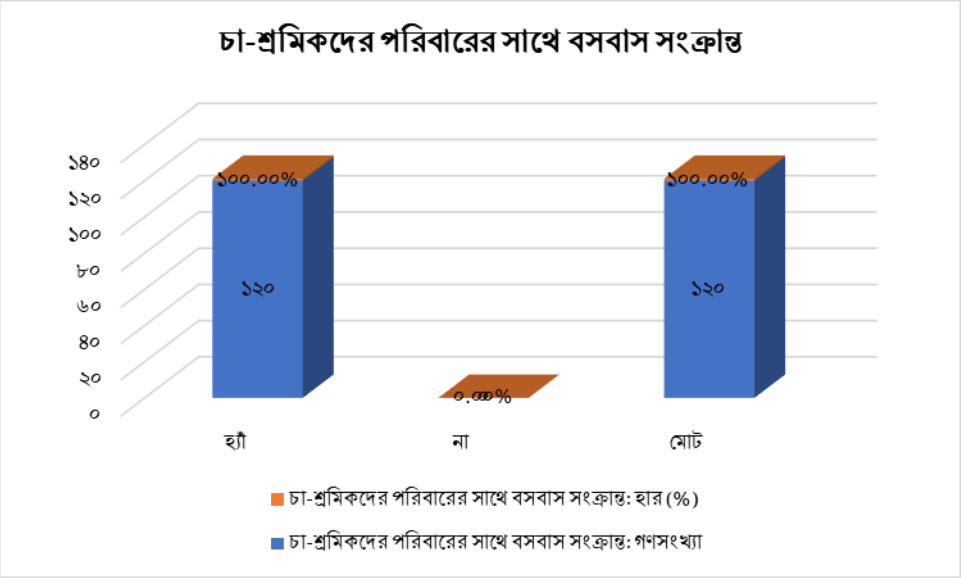

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-১০ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের পরিবারের সাথে বসবাস সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সকলেই তাদের পরিবারের সাথে বসবাস করেন।

সারণি-১০: চা-শ্রমিকদের পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্ক সংক্রান্ত [নমুনার সংখ্যা-১২০]

পরিবারের সাথে সম্পর্ক	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
খুব ভালো	৫৩	৪৪.১৭
ভালো	৬৪	৫৩.৩৩
স্বাভাবিক	৩	২.৫০
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১০ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্ক সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৫৩.৩৩% উপকারভোগীর পরিবারের সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো, ৪৪.১৭% উপকারভোগীর সম্পর্ক তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে খুব ভালো, অপর ২.৫০% উপকারভোগীর সম্পর্ক তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে স্বাভাবিক।

চিত্র-১১: পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা [নমুনার সংখ্যা-১২০]

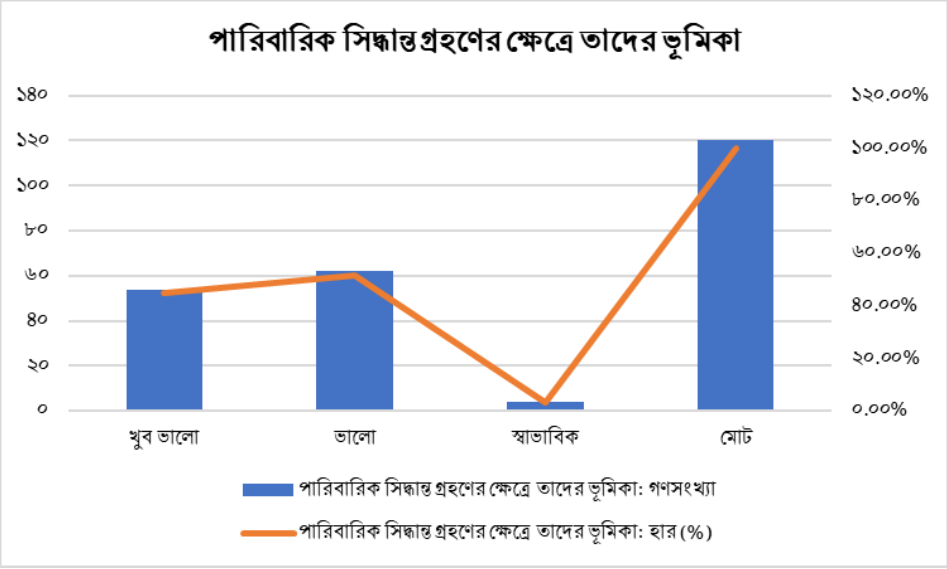

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-১১ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৫১.৬৭% উপকারভোগী তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ভালো, ৪৫.০০% উপকারভোগী তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা খুব ভালো, অপর ৩.৩৩% উপকারভোগী তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা স্বাভাবিক।

৩.৪ অর্থ সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীদের মধ্যে নির্বাচিত ১২০ জন সদস্যের মধ্যে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি হতে প্রাপ্ত অর্থ সহায়তা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত/সুপারিশ ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ-

সারণি-১১: প্রাপ্ত অর্থ সহায়তার পরিমাণ [নমুনার সংখ্যা-১২০]

প্রাপ্ত অর্থ সহায়তার বার্ষিক হার	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
৫,০০০/-	১২০	১০০.০০
অন্যান্য	০	০.০০
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১১ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের প্রাপ্ত অর্থ সহায়তার পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সকলেই বাৎসরিক এককালীন ৫,০০০/- টাকা হারে আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তা পান।

চিত্র-১২: প্রথম অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির সময়/তারিখ [নমুনার সংখ্যা-১২০]

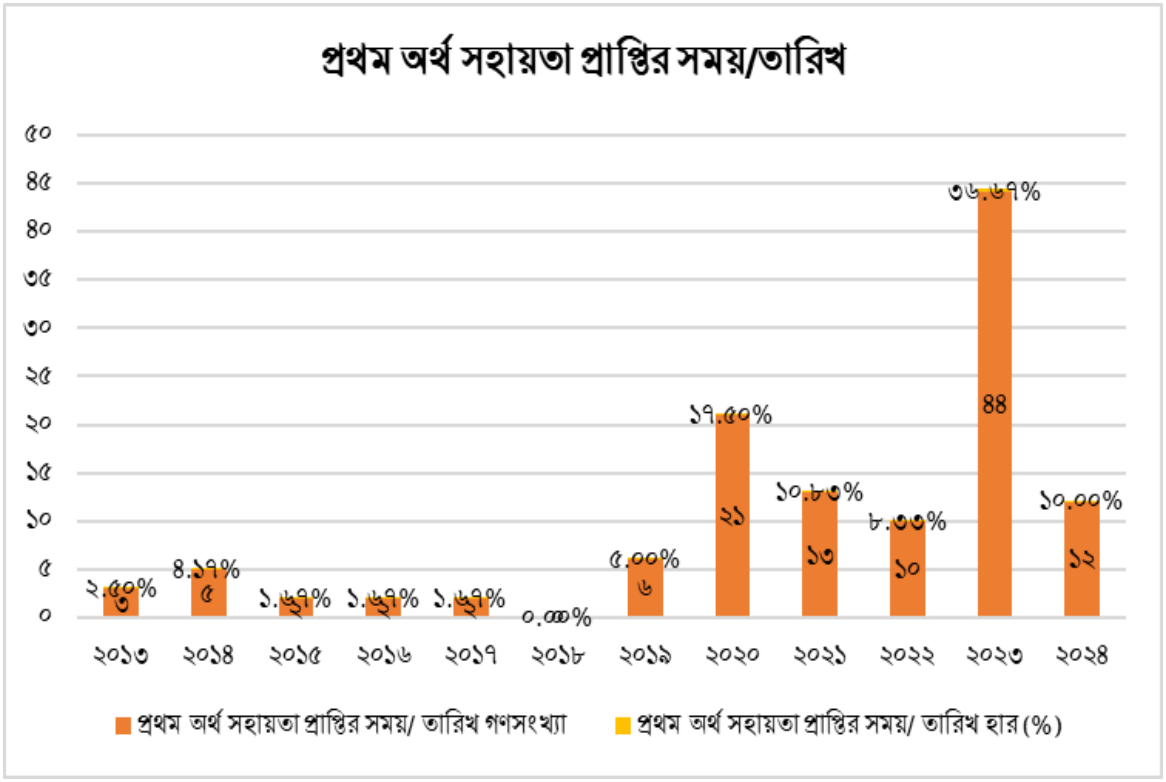

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-১২ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের প্রথম অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির সময় সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩৬.৬৭% উপকারভোগী ২০২৩ সালে প্রথম অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, ১৭.৫০% অর্থ সহায়তার টাকা পেয়েছেন ২০২০ সালে, অপর ১০.৮৩% পেয়েছেন ২০২২ সালে, ১০.০০% পেয়েছেন ২০২৪ সালে, ৫.০০% পেয়েছেন ২০১৯ সালে, ১.৬৭% পেয়েছেন যথাক্রমে ২০১৫, ২০১৬, এবং ২০১৭ সালে, এবং ২.৫০% পেয়েছেন ২০১৩ সালে।

সারণি-১২: এ পর্যন্ত আপনি কত টাকা অর্থ সহায়তা পেয়েছেন এবং কতবার পেয়েছেন?[নমুনার সংখ্যা-১২০]

অর্থ প্রাপ্তির সংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
১ বার, ৫০০০/- টাকা	৩২	২৬.৬৭
২ বার, ১০,০০০/- টাকা	৪৫	৩৭.৫০
৩ বার, ১৫,০০০/- টাকা	১৮	১৫.০০
৪ বার, ২০,০০০/- টাকা	১৬	১৩.৩৩
৫ বার, ২৫,০০০/- টাকা	৫	৪.১৭
৬ বার, ৩০,০০০/- টাকা	২	১.৬৭
৭ বার, ৩৫,০০০/- টাকা	২	১.৬৭
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১২ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের অর্থ সহায়তার পরিমাণ এবং এবং কতবার পেয়েছেন এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩৭.৫০% উপকারভোগী মোট ১০,০০০/- টাকা ২ বারে (প্রতিবার ৫০০০/- টাকা হারে) অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, ২৬.৬৭% উপকারভোগী মোট ৫,০০০/- টাকা হারে ১ বার অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, ১৫.০০% উপকারভোগী মোট ১৫,০০০/- টাকা ৩ বারে (প্রতিবার ৫০০০/- টাকা হারে) অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, ১৩.৩৩% উপকারভোগী মোট ২০,০০০/- টাকা ৪ বারে (প্রতিবার ৫০০০/- টাকা হারে) অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, ৪.১৭% উপকারভোগী মোট ২৫,০০০/- টাকা ৫ বারে (প্রতিবার ৫০০০/- টাকা হারে) অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, ১.৬৭% উপকারভোগী মোট ৩৫,০০০/- টাকা ৭ বারে (প্রতিবার ৫০০০/- টাকা হারে) অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, এবং ১.৬৭% উপকারভোগী মোট ৩০,০০০/- টাকা ৬ বারে (প্রতিবার ৫০০০/- টাকা হারে) অর্থ সহায়তা পেয়েছেন।

চিত্র-১৩: আপদকালীন অর্থ সহায়তা ব্যতিত অর্থ প্রাপ্তির অন্যান্য উৎস [নমুনার সংখ্যা-১২০]

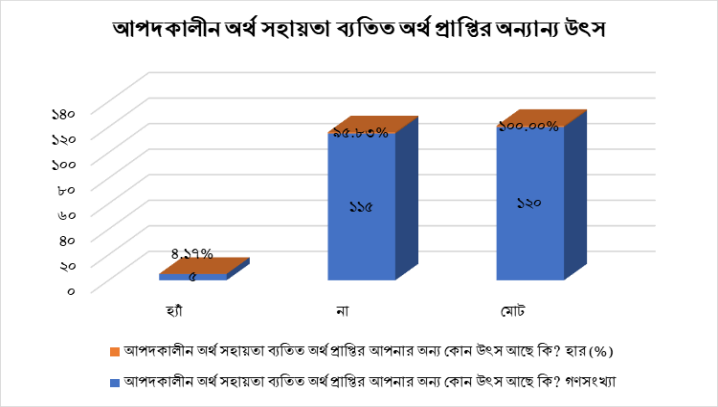

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-১৩ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের আপদকালীন অর্থ সহায়তা ব্যতীত অর্থ প্রাপ্তির আপনার অন্য কোন উৎস আছে কি না সে সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৫.৮৩% উপকারভোগীর আপদকালীন সময়ে এই কর্মসূচির অর্থ সহায়তা ব্যতীত অর্থ প্রাপ্তির আপনার অন্য কোন উৎস নাই। অপর ৪.১৭% অর্থাৎ ৫ জন চা শ্রমিক আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তা ব্যতীত অন্য অর্থ প্রাপ্তির উৎস রয়েছে।

সারণি-১৩: থাকলে, উৎস গুলো কি কি? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

থাকলে, উৎস গুলো কি কি?	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
গবাদি পশু পালন	৩	২.৫০
ইলেক্ট্রিকের কাজ	১	০.৮৩
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পায়	১	০.৮৩
মোট=	৫	৪.১৭

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১৩ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের আপদকালীন অর্থ সহায়তা ব্যতীত আরও যে-সকল আয়ের উৎস রয়েছে সেসকল উৎস সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ৫ জন সুবিধাভোগী যাদের অর্থ সহায়তা ব্যতীত অন্যান্য উৎস রয়েছে তন্মধ্যে ২.৫০% এর অন্য উৎস গবাদি পশু পালন, ১ জন ইলেক্ট্রিকের কাজ এবং অপর ১ জন উপকারভোগী মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা পায়।

চিত্র-১৪: প্রাপ্ত অর্থ আপনি প্রধানত কোন খাতে ব্যবহার করেছেন? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

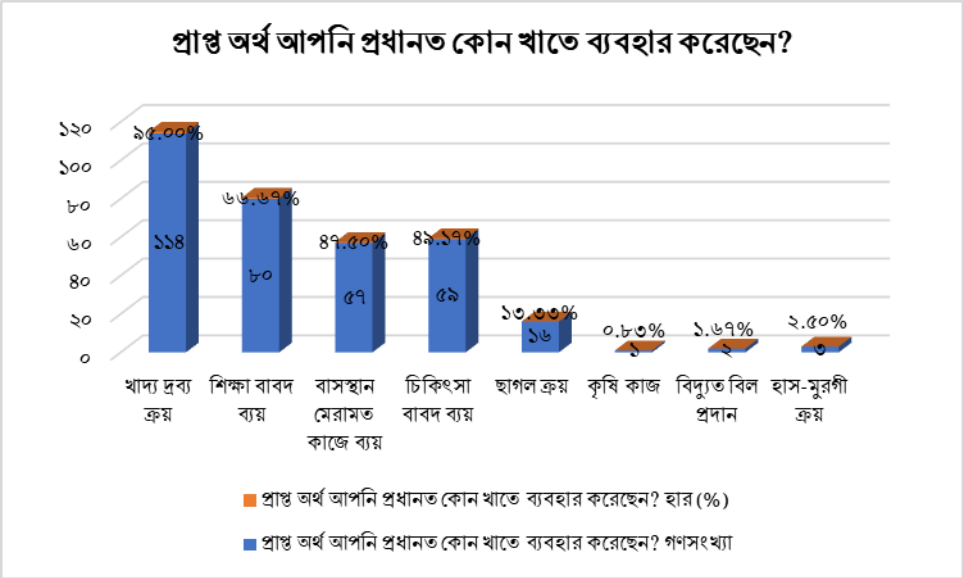

* একাধিক উত্তর গণনা করা হয়েছে উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-১৪ এ উপকারভোগীর নিকট হতে একাধিক উত্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের খাত সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৫.০০% উপকারভোগী খাদ্য দ্রব্য ক্রয় খাতে ব্যয় করেন, ৬৬.৬৭% উপকারভোগী শিক্ষা বাবদ ব্যয় করেন, ৪৯.১৭% উপকারভোগী

চিকিৎসা বাবদ ব্যয় করেন, ৪৭.৫০% উপকারভোগী বাসস্থান মেরামত খাতে ব্যয় করেন, ১৩.৩৩% উপকারভোগী ছাগল ক্রয় খাতে ব্যয় করেন এবং ২.৫০% উপকারভোগী হাস-মুরগী ক্রয় খাতে ব্যয় করেন, ১.৬৭% উপকারভোগী বৈদ্যুতিক বিল প্রদান খাতে ব্যয় করেন, এবং ০.৮৩% উপকারভোগী কৃষি কাজে ব্যয় করেন।

সারণি-১৪: অর্থ সহায়তার কারণে কি আপনার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

উপকারভোগীদের আয় বেড়েছে কিনা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	১১২	৯৩.৩৩
না	৮	৬.৬৭
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১৪ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কি না? এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৩.৩৩% উপকারভোগীর আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ৬.৬৭% সদস্যের কোন আয় বাড়েনি।

চিত্র-১৫: আপনি কি আয়ের কোন অংশ সঞ্চয় করেন? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

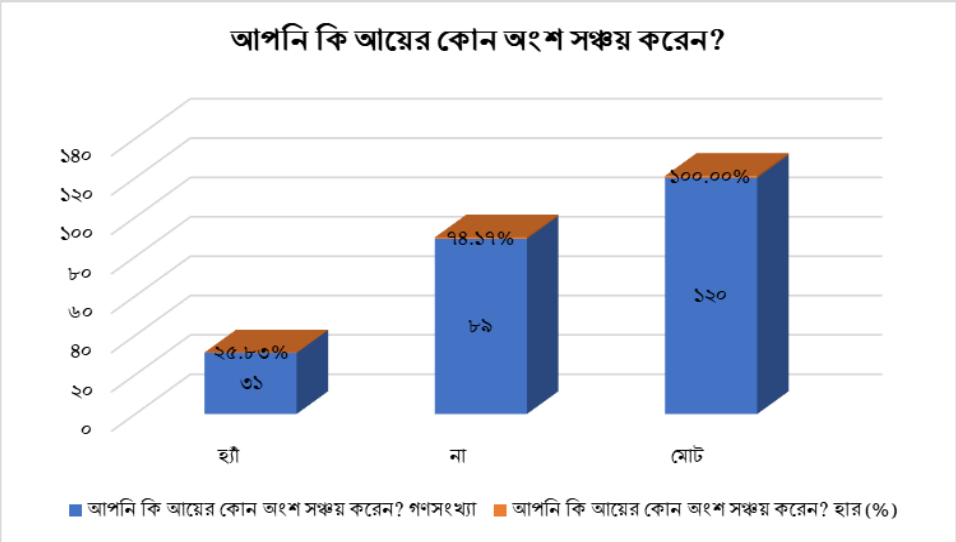

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-১৫ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৭৪.১৭% উপকারভোগী তাদের আয়ের কোন অংশ সঞ্চয় করেন না, অপরদিকে ২৫.৮৩% উপকারভোগী তাদের আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করেন।

সারণি-১৫: উত্তর হ্যাঁ হলে, কোথায় সঞ্চয় করেন? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

সঞ্চয়ের স্থান	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
ব্যাংক	৫	৪.১৭
ব্যক্তিগত তহবিল	৪	৩.৩৩
এনজিওতে সঞ্চয়	২২	১৮.৩৩
মোট	৩১	২৫.৮৩

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১৫ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের অর্থ সঞ্চয়ের স্থান সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জনের মধ্যে ১৮.৩৩% অর্থাৎ ২২ জন চা-শ্রমিক এনজিওতে অর্থ সঞ্চয় করেন, ব্যাংক হিসাবে সঞ্চয় করেন ৪.১৭% উপকারভোগী এবং ৩.৩৩% উপকারভোগী ব্যক্তিগত তহবিলে সঞ্চয় করেন।

চিত্র-১৬: অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপনার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

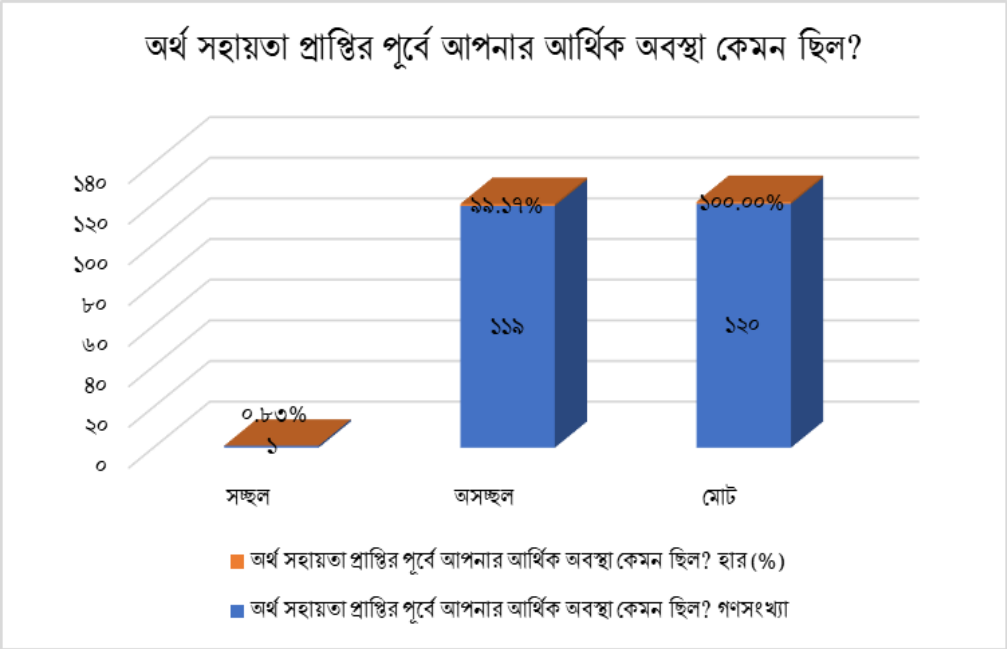

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-১৬ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীরদের অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৯.১৭% উপকারভোগীর আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল ছিল, এবং ০.৮৩% উপকারভোগীর অবস্থা সচ্ছল ছিল।

সারণি-১৬: অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপনার মৌলিক চাহিদা পূরণ হতো কি? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

মৌলিক/ অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো কি না?	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	১২	১০.০০
না	১০৮	৯০.০০
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১৬ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হতো কি না? এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯০.০০% উপকারভোগীর মৌলিক চাহিদা পূরণ হতো না, অপরদিকে ১০.০০% উপকারভোগীর মৌলিক চাহিদা পূরণ হতো।

চিত্র-১৭: উত্তর না হলে, কোন কোন মৌলিক চাহিদা পূরণে আপনি ব্যর্থ হতেন? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

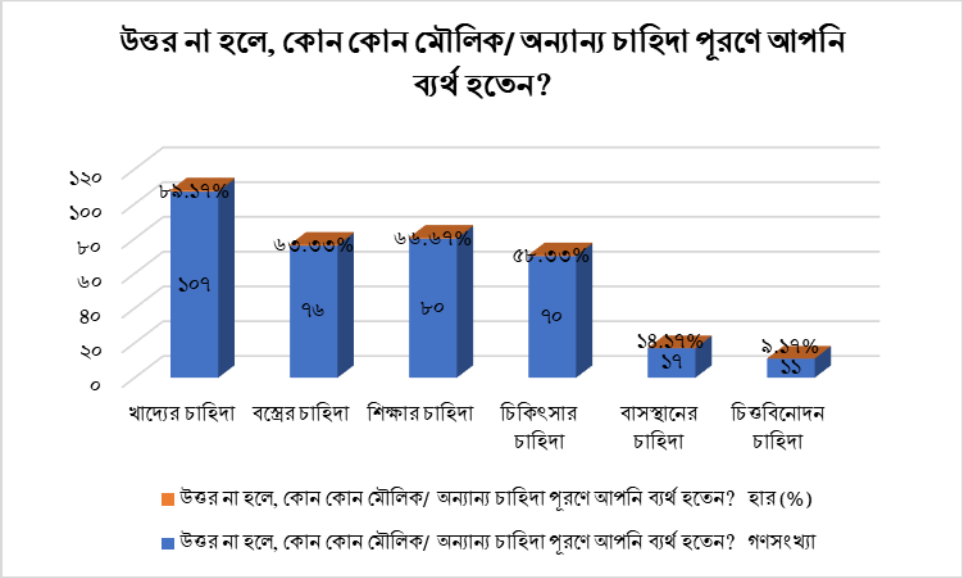

* একাধিক উত্তর গণনা করা হয়েছে উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-১৭ এ উপকারভোগীদের নিকট হতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বের যে-সকল চাহিদা অপূর্ণ থাকতো সে সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৮৯.১৭% উপকারভোগীর খাদ্য চাহিদা পুরন হতো না, ৬৬.৬৭% উপকারভোগীর বস্ত্রের চাহিদা পুরন হতো না, ৬৩.৩৩% উপকারভোগীর শিক্ষার চাহিদা পূরণ হতো না, ৫৮.৩৩% উপকারভোগীর চিকিৎসার চাহিদা পুরন হতো না, ১৪.১৭% উপকারভোগীর বাসস্থানের চাহিদা পুরন হতো না, এবং ০৯.১৭% উপকারভোগীর চিত্তবিনোদন চাহিদা পুরন হতো না।

সারণি-১৭: আপনার মৌলিক চাহিদা পূরণে এ অর্থ কতটুকু সহায়ক? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

কতটুকু সহায়ক?	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
অধিক	১৩	১০.৮৩
মোটামুটি	১০৭	৮৯.১৭
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১৭ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের মৌলিক চাহিদা পূরণে এ অর্থ কতটুকু সহায়ক এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৮৯.১৭% উপকারভোগীর নিকট মোটামুটি সহায়ক এবং ১০.৮৩% উপকারভোগীর নিকট অধিক সহায়ক।

চিত্র-১৮: আপদকালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপনার প্রাত্যহিক জীবনধারণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন কিনা? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

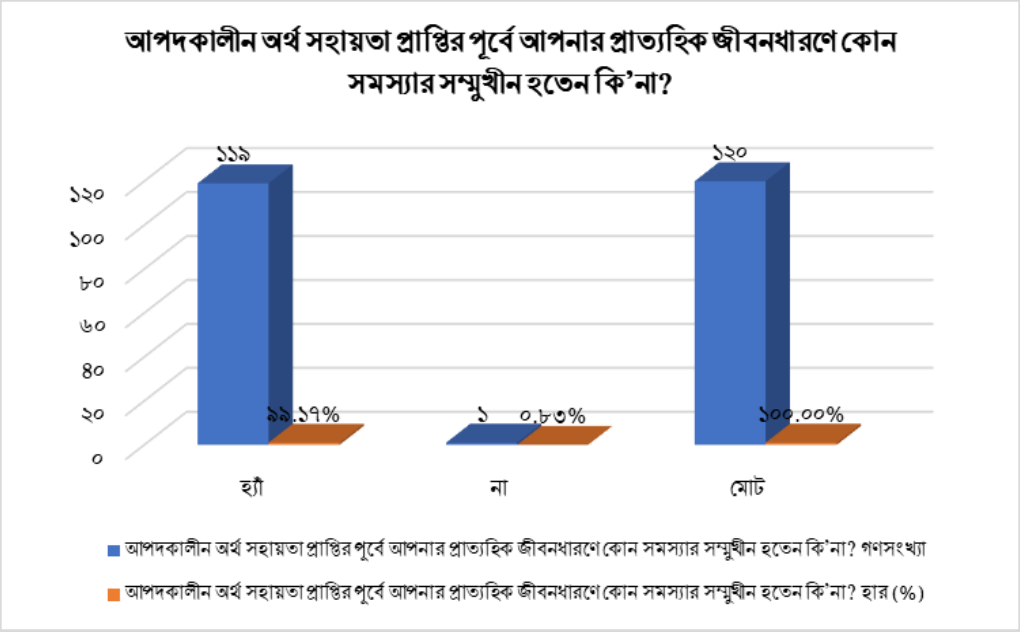

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-১৮ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের আপদকালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন কিনা? এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৯.১৭% উপকারভোগী আপদকালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, এবং ৯৯.১৭% উপকারভোগী আপদকালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তাদের প্রাত্যহিক জীবনধারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতেন না।

চিত্র-১৯: উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতেন? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

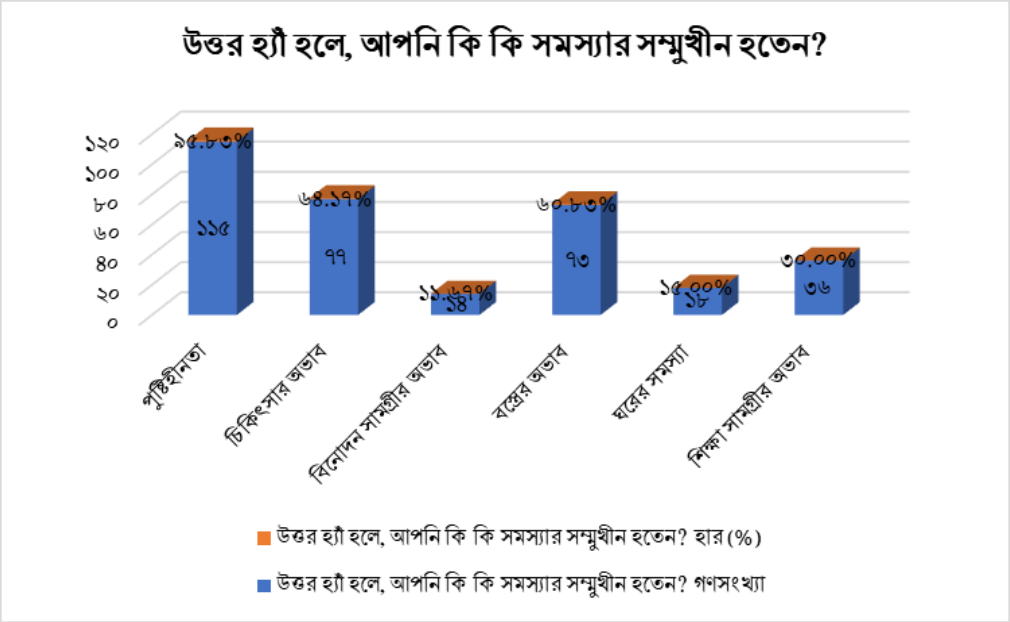

* একাধিক উত্তর গণনা করা হয়েছে উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-১৯ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীরা অর্থ সহায়তার পূর্বে যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হতেন সে সকল তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৫.৮৩% উপকারভোগী পুষ্টিহীনতার সম্মুখীন হয়েছেন, ৬৪.১৭% উপকারভোগী চিকিৎসা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, অপর ৬০৮৩% উপকারভোগী বস্ত্রের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, ৩০.১৭% উপকারভোগী শিক্ষা সামগ্রীর অভাবের সম্মুখীন হয়েছেন, ১২.৫০% উপকারভোগী শিক্ষা সামগ্রীর অভাবের সম্মুখীন হয়েছেন, ১৫.০০% উপকারভোগী বাসস্থান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, এবং ১১.৬৭% উপকারভোগী বিনোদন সামগ্রীর অভাবের সম্মুখীন হয়েছেন।

সারণি-১৮: বর্তমানে এই অর্থ প্রাপ্তির ফলে আপনি কি কি সুবিধা পাচ্ছেন? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

প্রাপ্ত সুবিধা	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
খাদ্য সুবিধা	৭৭	৬৪.১৭
বস্ত্র সুবিধা	৪১	৩৪.১৭
শিক্ষা সুবিধা	৫৪	৪৫.০০
চিকিৎসা সুবিধা	৪৭	৩৯.১৭
বাসস্থান মেরামত সুবিধা	১৪	১১.৬৭
চিত্তবিনোদন সুবিধা	৭	৫.৮৩
ঋণ পরিশোধে সহায়ক	২	১.৬৭
কৃষি কাজে সহায়ক	১	০.৮৩

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১৮ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীরা যে-সকল সুবিধা পাচ্ছেন সে সকল তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৬৪.১৭% উপকারভোগী খাদ্য সুবিধা পেয়েছেন, ৪৫.০০% উপকারভোগী শিক্ষা সুবিধা পেয়েছেন, অপর ৩৯.১৭% উপকারভোগী চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন, ৩৪.১৭% উপকারভোগী বস্ত্র সুবিধা পেয়েছেন, ১১.৬৭% উপকারভোগী বাসস্থান মেরামতের সুযোগ পেয়েছেন, ৫.৮৩% উপকারভোগী চিত্তবিনোদন সুবিধা পেয়েছেন, ১.৬৭% উপকারভোগীর ঋণ পরিশোধে সহায়ক হয়েছে এবং ০.৮৩% উপকারভোগীর কৃষি কাজে সহায়ক হয়েছে।

চিত্র-২০: আপনার মৌলিক চাহিদা পূরণে এই অর্থ কতটুকু সহায়ক? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

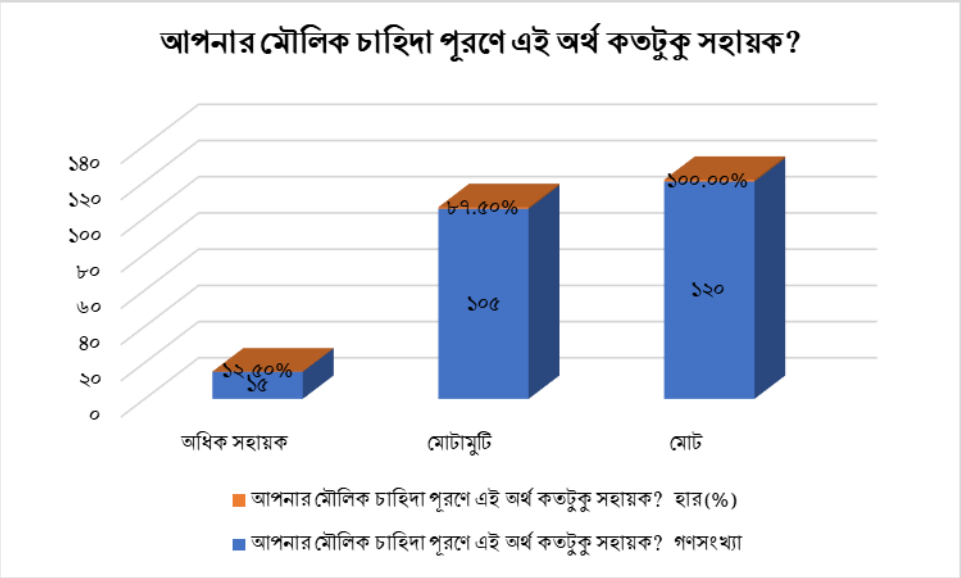

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-২০ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের মৌলিক চাহিদা পুরন সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৮৭.৫০% উপকারভোগী মনে করেন তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে এই অর্থ সহায়তা মোটামুটি সহায়ক। অপরদিকে ১২.৫০% উপকারভোগী মনে করেন তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে এই অর্থ সহায়তা অধিক সহায়ক।

৩.৫ আপদকালীন অর্থ-সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যাবলি

জরিপকৃত সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ১২০ জন উপকারভোগীর মধ্যে কতজন কীভাবে উপকৃত হয়েছেন এবং অপকারের শিকার হয়েছেন সেসকল বিষয়ে উত্তরদাতাদের মতামত/সুপারিশ ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নরূপ-

সারণি-১৯: সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারিতা এবং অপকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলি [নমুনার সংখ্যা-১২০]

কর্মসূচির উপকারিতা এবং অপকারিতা	হ্যাঁ		না		মন্তব্য নাই	
	গণসংখ্যা	শতকরা(%)	গণসংখ্যা	শতকরা(%)	গণসংখ্যা	শতকরা(%)
আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা পেয়ে আমি স্বাভাবিকভাবে জীবন নির্বাহ করতে পেরেছি।	১২০	১০০.০০	০	০.০০	০	০.০০

কর্মসূচির উপকারিতা এবং অপকারিতা	হ্যাঁ		না		মন্তব্য নাই	
	গণসংখ্যা	শতকরা(%)	গণসংখ্যা	শতকরা(%)	গণসংখ্যা	শতকরা(%)
আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা পেয়ে আমি আমার খাদ্য চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ করতে পেরেছি।	১২০	১০০.০০	০	০.০০	০	০.০০
আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা আমার সন্তানের শিক্ষা ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।	১১৬	৯৬.৬৭	৩	২.৫০	১	০.৮৩
আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা আমার বাসস্থান মেরামতের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।	৫১	৪২.৫০	৬৮	৫৬.৬৭	১	০.৮৩
আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে আমার অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হয়েছে।	৮৯	৭৪.১৭	৩১	২৫.৮৩	০	০.০০
আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির ফলে আমার নিত্য প্রয়োজনীয় পোশাকের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছি।	১০৯	৯০.৮৩	১১	৯.১৭	০	০.০০
আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে আমি আমার চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে পেরেছি।	১১৯	৯৯.১৭	০	০.০০	১	০.৮৩
আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত হয়ে আমি আমার চিত্তবিনোদন চাহিদা পূরণ করতে পেরেছি।	৯৯	৮২.৫০	২০	১৬.৬৭	১	০.৮৩
প্রাপ্ত আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তায় আমার পুষ্টি চাহিদা পুরন করতে পেরেছে।	১২০	১০০.০০	০	০.০০	০	০.০০
আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে পরিবার ও সমাজ জীবনে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১২০	১০০.০০	০	০.০০	০	০.০০
সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা পেয়ে আমার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে।	১২০	১০০.০০	০	০.০০	০	০.০০

* একাধিক উত্তর গণনা করা হয়েছে উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-১৯ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের অর্থ সহায়তার উপকারিতা ও অপকারিতা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ১০০.০০% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা পেয়ে তারা স্বাভাবিকভাবে জীবন নির্বাহ করতে পারছেন, তারা তাদের খাদ্য চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ করতে পারছেন, তাদের পুষ্টি চাহিদা পুরন করতে পারছেন, এবং বর্তমানে পরিবার ও সমাজ জীবনে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে। ৯৯.১৭% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তার মাধ্যমে তিনি তার চিকিৎসা ব্যয়

নির্বাহ করতে পারছেন, ০.৮৩% উপকারভোগী এ বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। ৯৬.৬৭% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তার মাধ্যমে তিনি তার শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করতে পারছেন, ২.০৫% উপকারভোগী এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। ৮২.৮৫% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তার মাধ্যমে তারা তাদের চিত্তবিনোদন ব্যয় নির্বাহ করতে পারছেন, ১৬.৬৭% উপকারভোগী এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন, একইসাথে ০.৮৭% উপকারভোগী এ বিষয়ে কোন মতামত ব্যক্ত করেননি। ৭৪.১৭% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তার প্রাপ্তির মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক সঙ্কট নিরসন হয়েছে, ২৫.৮৩% উপকারভোগী এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন। ৪২.৫০% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তার প্রাপ্তির মাধ্যমে তাদের বাসস্থান মেরামতের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, ৫৬.৬৭% উপকারভোগী এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন।

সারণি-২০: আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তি আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে কি? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে কি?	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
হ্যাঁ	১২০	১০০.০০
না	০	০.০০
মোট	১২০	১০০.০০

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-২০ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের মর্যাদা বেড়েছে কি না এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে ১২০ জনই অর্থাৎ সকলেই মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

সারণি-২১: উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কি মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

যে-সকল মর্যাদা বেড়েছে	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
সকলের কাছে আমার মূল্য-মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে	১০১	৮৪.১৭
পরিবারের সদস্যরা সম্মান করে	১১৮	৯৮.৩৩
আমার নেতৃত্ব মেনে নেয়	২২	১৮.৩৩
আমার মতামতকে গুরুত্ব দেয়	১১৮	৯৮.৩৩
আমার আনুগত্য প্রকাশ করে	৫	৪.১৭

* একাধিক উত্তর গণনা করা হয়েছে উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-২১ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের অর্থ সহায়তা প্রাপ্তিতে যে-সকল মর্যাদা বেড়েছে এ সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৮.৩৩% উপকারভোগী মনে করেন পরিবারের সদস্য তার মতামতকে গুরুত্ব দেয়, এবং সম্মান করে; ৮৪.১৭% উপকারভোগী মনে করেন সকলের কাছে তার মর্যাদা বেড়েছে; ১৮.৩৩% মনে করেন সকলে তার নেতৃত্ব মেনে নেয়, এবং ৪.১৭% মনে করেন সকলে তার আনুগত্য প্রকাশ করে।

সারণি-২২: এই সহায়তা আপনার জন্য আর কি কি সহায়ক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

কি কি সহায়ক হয়েছে?	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
শিক্ষা ও চিকিৎসা	৪৬	৩৮.৩৩
আয় বেড়েছে	৪৫	৩৭.৫০
বাসস্থান চাহিদা	২০	১৬.৬৭
জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করেছে	৬৩	৫২.৫০
নিত্য চাহিদা পূরণে সহায়ক	৬	৫.০০
খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ	৩৩	২৭.৫০

* একাধিক উত্তর গণনা করা হয়েছে উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-২২ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের কোন কোন বিষয়ে সহায়ক হয় সে বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এক্ষেত্রে একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৫২.৫০% উপকারভোগী মনে করেন এই অর্থ সহায়তা তাদের জীবন যাত্রার মান বাড়িয়েছে, ৩৮.৩৩% উপকারভোগী মনে করেন এই অর্থ সহায়তা তাদের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে, ৩৭.৫০% উপকারভোগী মনে করেন তাদের আয় বেড়েছে, ১৬.৬৭% উপকারভোগী মনে করেন তাদের বাসস্থান সমস্যার সমাধান হয়েছে, ২৭.৫০% উপকারভোগী মনে করেন তাদের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়েছে।

চিত্র-২১: এই অর্থ সহায়তা প্রদান কোন সময়ে অধিক উপযোগী বলে আপনি মনে করেন?[নমুনার সংখ্যা-১২০]

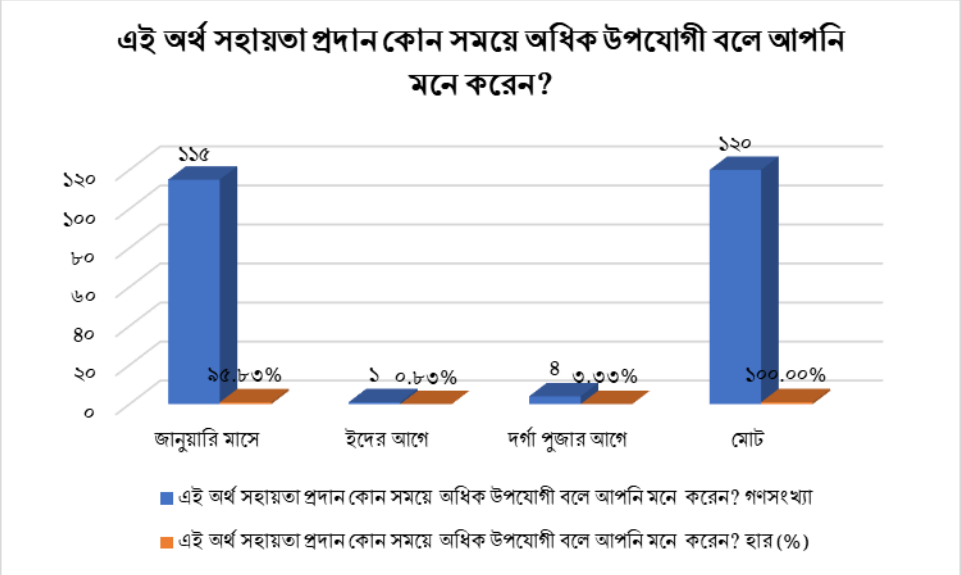

উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

চিত্র-২১ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির উপযোগী সময় সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৫.৮৩%

উপকারভোগী মনে করেন জানুয়ারি মাস অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সময়। এ সময়ে সহায়তার অর্থ পেলে তাদের বেশি উপকার হয়, ৩.৩৩% উপকারভোগী মনে করেন দুর্গা পুজার আগে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সময় এবং ০.৮৩% % উপকারভোগী মনে করেন ইদের আগে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সময়।

৩.৬ আপদকালীন অর্থ সহায়তা সম্পর্কিত উত্তরদাতাদের সুপারিশ

জরিপের মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীদের প্রাপ্ত অর্থ সহায়তার পরিমাণ সম্পর্কে উপকারভোগীদের মধ্যে ১২০ জনের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ কর্মসূচি কার্যকর করতে তাদের সুপারিশ সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশ নিম্নরূপ:

সারণি-২৩: অর্থ সহায়তার পরিমাণ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? [নমুনার সংখ্যা-১২০]

পরিমাণ সম্পর্কে মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা (%)
১২০০০ টাকা	৪২	৩৫.০০
১০০০০ টাকা	৩৩	২৭.৫০
পরিমাণ বাড়াতে হবে	৬৪	৫৩.৩৩
সকলকে সহায়তা দিতে হবে	৫২	৪৩.৩৩
সন্তানদের শিক্ষা উপবৃত্তি দিতে হবে	২৭	২২.৫০

* একাধিক উত্তর গণনা করা হয়েছে উৎস: ফিল্ড ওয়ার্ক

সারণি-২৩ এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের অর্থ সহায়তার পরিমাণ কত হওয়া প্রয়োজন সে সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৫৩.৩৩% উপকারভোগী মনে করেন অর্থ সহায়তার পরিমাণ বাড়াতে হবে, ৪৩.৩৩% উপকারভোগী মনে করেন সকল চা-শ্রমিককে অর্থ সহায়তার আওতায় আনতে হবে, ২৭.৫০% উপকারভোগী মনে করেন অর্থ সহায়তারপরিমাণ বাড়িয়ে ১০০০০/- টাকা করতে হবে, এবং ৩৫.০০% উপকারভোগী মনে করেন অর্থ সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়ে ১২,০০০/- টাকা করতে হবে, এবং ২২.৫০% উপকারভোগী মনে করেন তাদের সন্তানদের শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় আনতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

গুণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪. গুণগত গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

৪.১ কেস স্টাডি-১

বিউটি বেগম (ছদ্ম নাম), বয়স আনুমানিক ৪০ বছর। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার নেপচুন চা-বাগানের বাসিন্দা। তিনি একজন চা-শ্রমিক। খুব অল্প বয়সে লেখাপড়া না শিখিয়ে তার বাবা সাহাব মিয়া দরিদ্রতার কারণে একজন চা-শ্রমিক আবুল কাশেমের সাথে বিয়ে দেন। ফলে তার লেখাপড়া করা আর সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে স্বামীর সাথে বাগান প্রদত্ত পুরোনো একটি আধা-পাকা বাড়িতে বসবাস করছেন। তার স্বামীও একজন চা-শ্রমিক। কাজ করে যা আয় করেন তা দিয়েই কোনো রকম সংসার চলে। দুই ছেলেমেয়ের লেখা পড়ার খরচ চলে। পরিবারের সদস্যরা তার মতামতের গুরুত্ব দেয়। চা-শ্রমিকের মজুরি এতো কম যে তারা দুজনে যা আয় করে তা দিয়ে সংসার চলে না ঠিকমতো। কোনো টাকা সঞ্চয়ও করতে পারেন না। ফলে আপদকালীন সময়ে খাদ্য সংকট সহ নানা মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যায় পড়তে হতো। কিন্তু তিনি ২০১৬ সাল থেকে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত আপদকালীন অর্থ সহায়তা পাচ্ছেন। যদিও তার স্বামী এই আপদকালীন অর্থ সহায়তা পাচ্ছেন না। এই অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পর খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয়েছে। তার সন্তানেরা লেখাপড়া করতে পারছেন। অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে ছেলেমেয়ের স্কুল ও কোচিং এর বেতন পরিশোধ করতে পারতেন না এমনকি ঠিকমতো বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করতে পারতেন না, পছন্দমত পোশাক ও পরিধান করতে পারতেন না। বর্তমানে এ সকল সমস্যার ও সমাধান হয়েছে।

২০১৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত তিনি খাদ্য সহায়তা পেয়েছেন দুই বার এবং দুইবারে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নগদ অর্থ সহায়তা পেয়েছেন। বাগান কর্তৃপক্ষ এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তিনি সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত আপদকালীন অর্থ সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারেন। তবে জানুয়ারি মাসে এ অর্থ সহায়তা পেলে ভাল হয়। তিনি বলেন " চা-শ্রমিকের কাজ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব নয়। তাই এই অর্থ সহায়তা পেলে একটু ভালোভাবে জীবিকা নির্বাহ করা যায়।" তিনি আরো বলেন, "আপদকালীন সময়ে বা অবসর সময়ে অন্য কোন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যদি যুক্ত করতে পারি। যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অনুদান পেলে পশুপালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসাসহ কিছু করে আয় করতে পারি ও কিছু সঞ্চয় করতে পারি। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ ও অর্থের অভাবে কিছু করে উঠতে পারি না।"

তিনি জানান, অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পর NGO এর ঋণ পরিশোধে সহায়ক হচ্ছে। প্রতিদিন বাজার করা সম্ভব হচ্ছে। প্রায় সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়েছে। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি এবং আমার মতামতের প্রাধান্য দেওয়া হয়। তিনি বলেন "দারিদ্র বিমোচনে অর্থসহায়তা অনেকাংশে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু আয়ের কোন অংশ সঞ্চয় করা যায় না।" অর্থ সহায়তা প্রাপ্তিতে মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হলেও তার পক্ষে NGO এর ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছেনা। প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ সম্ভব হলেও উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ সম্ভব হয় না।

অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির ফলে তিনি কোনরূপ সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। কেউ তাকে হেয় করে দেখেনা। সবাই সহযোগিতা করে। এ অর্থ সহায়তা তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তাদের ভোটার লিস্টে নাম আছে এবং তারা নির্বাচনে ভোট দিতে পারে। তবে তিনি প্রত্যাশা করেন জন্ম নিবন্ধনসহ

অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে যেন তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। তিনি যুক্ত করেন "আমার পরিবারের সদস্য যারা চা শ্রমের সাথে সম্পৃক্ত নয় তারা ঋণ গ্রহণ করে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হতে পারে। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হতে পারে।"

তিনি জানান, অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তার সব চাহিদা পূরণ হতো না। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া এবং চিকিৎসার খরচ মিটতো না। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ হতো না। পুষ্টির চাহিদাও অপূর্ণ থাকত। এই অর্থ সহায়তা তার চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে। তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বর্তমানে কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না।

তিনি প্রত্যাশা করেন, চা শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সমাজসেবা অধিদপ্তর কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেন "সকল চা-শ্রমিককে এই অর্থ সহায়তার আওতায় আনতে হবে; বাগানের ভিতরে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে; জানুয়ারি মাসে অর্থ সহায়তা প্রদান করতে হবে; যখন কোন কাজ থাকে না সেই সময়ের জন্য কোন আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা; চা-শ্রমিকের পরিবারের সদস্যদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; প্রশিক্ষণ পরবর্তী অনুদান/ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা; এবং চা-শ্রমিকরা বাগানে কাজ করার পাশাপাশি যেন গবাদি পশুপালন সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসা করতে পারে সে জন্য ঋণ/ অনুদানের ব্যবস্থা করা। বিউটি বেগম মনে করেন চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে উপরিউক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪.২ কেস স্টাডি-২

জুলেখা (ছদ্ম নাম), বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তিনি বর্তমানে মৌলভীবাজার জেলার, শ্রীমঙ্গল উপজেলার সাতগাও চা-বাগানের একজন চা-শ্রমিক। মাত্র ১৪ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। তার বাবা জয়শ্রী একজন চা শ্রমিক। দরিদ্রতার কারণে তিনি মেয়েকে কোনো লেখা পড়া না শিখিয়ে বিয়ে দেন। বর্তমানে তিনি ছেলে ও স্বামীর সাথে বাগান প্রদত্ত জরাজীর্ণ একটি টিনের বাড়িতে বসবাস করছেন। তার একজন মেয়ে আছে যাকে তিনি S.S.C পর্যন্ত পড়াশুনা করিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। আর ছেলে এখন কলেজে পড়ছে।

তিনি চা বাগানে কাজ করলেও তার স্বামী গবাদি পশু পালন করেন। এককালীন অর্থ সহায়তার টাকা নিজের জমানো টাকার সাথে মিলিয়ে তারা গরু ও ছাগল ক্রয় করেছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে যা আয় করেন তা দিয়েই কোনো রকম সংসার চলে। ছেলের লেখা পড়ার খরচ চলে। পরিবারে তার মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় এবং পরিবারের সদস্যরা তাকে সম্মান করে। চা শ্রমিকের মজুরি এত কম যে তারা দুজনে যা আয় করে তা দিয়ে সংসার চলে না ঠিকমতো। কোনো টাকা সঞ্চয় ও করতে পারেন না। ফলে আপদকালীন সময়ে খাদ্য সংকট সহ নানা মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যায় পড়তে হত। তাদের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তিনি এই আপদকালীন অর্থ সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি ২০২০ সাল থেকে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত আপদকালীন অর্থ সহায়তা পাচ্ছেন। আপদকালীন সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে খাদ্য সমস্যা। এই অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পর খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয়েছে। তিনি বলেন "সহায়তা প্রাপ্তির ফলে আমাদের সকল ক্ষেত্রেই সহায়ক হয়। কেউ আমরা খাদ্যের পাশাপাশি পোশাক কিনি, ছেলে মেয়েদের স্কুল কলেজের বেতন দেই। বই পুস্তক কিনি...."

তিনি সন্তানের লেখাপড়া করাতে পারছেন। অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। তিনি বলেন " সমাজসেবার সহায়তা পাওয়ার পূর্বে আরও অনেক কষ্টে ছিলাম। খাদ্য সমস্যার সাথে সাথে সন্তানের পড়াশোনা, ঘরের সমস্যা, NGO এর কিস্তির সমস্যাসহ নানা সমস্যায় ছিলাম।..... প্রথম অর্থ সহায়তার টাকা পেয়ে ঘরের চালার জন্য টিন কিনি। ঘর মেরামতের কাজ করি। পরের বছর একটা ছাগল কিনি। ছেলের যাওয়া অসার খরচ, দোকান বাকি পরিশোধসহ নানা কাজে লাগে। ...এই টাকাটা যদি বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে পাই তাহলে খুব বেশি উপকার হয়"।

তিনি যুক্ত করেন "বাগানের ভিতর কোন মতে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, কিন্তু মানসম্মত শিক্ষক নেই। মাধ্যমিক স্তরে গেলে বাইরে পড়াতে হয়। .....যাতায়াতেও খরচ হয়। এই সহায়তার টাকা আমাদের খুবই উপকারে আসে। এই সহায়তা জানুয়ারি অর্থাৎ বছরের শুরুতে পেলে বেশি উপকার হয়"। তাদের বাসস্থানের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। স্যানিটেশন ব্যবস্থাও নাজুক। তিনি বলেন "আমরা বাগানের দেয়া ঘরে বসবাস করি। আমাদের ঘরগুলি টিনের চালা বিশিষ্ট। টয়লেটের অবস্থা ভালো ছিল না NGO থেকে ঋণ নিয়ে টয়লেট করেছি" । বাগানে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও বড় ধরনের রোগ হলে বাইরে চিকিৎসা নিতে হয়। তিনি আরও জানান "আমরা চিত্তবিনোদনের খুব একটা সুযোগ পাই না। চা বাগানের কাজের পরে সংসারের অন্যান্য কাজ করে আর সময় থাকে না। কখনও সুযোগ পেলে টিভি দেখি।"
চা-শ্রমিকের কাজ করে প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক জীবন যাপন প্রায় অসম্ভব। তাই এই অর্থ সহায়তা পেলে একটু ভালোভাবে জীবিকা নির্বাহ করা যায়। অর্থসহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে প্রাত্যহিক জীবনধারণের জন্য ননা সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। তিনি বলেন, "আপদকালীন সময়ে অর্থসহায়তার টাকা দিয়ে ছাগল ক্রয় করি ও চীনা হাস ক্রয় করি এবং সেগুলো লালন পালন করে আয় বাড়িয়ে পড়াশুনার খরচ, খাদ্য ঘাটতি, পরিবারের সদস্যদের পোষাক ক্রয় ও সংসারের অন্যান্য চাহিদা পূরণ করতে পারি, যেটা সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে অনেক কষ্ট সাধ্য ছিল অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব ছিল।"

তিনি জানান অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পর NGO এর ঋণ পরিশোধে সহায়তা হচ্ছে। প্রায় সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়েছে। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারে তার সিদ্ধান্ত এবং মতামতের প্রাধান্য দেওয়া হয়। তিনি বলেন "এ অর্থ সহায়তার কারণে পরিবারের সকলে আমাকে অনেক বেশি সম্মান করে। আমার মতামতের আরও বেশি গুরুত্ব দেয়। আমি বাড়িতে ছোট করে হলেও প্রতিমার জন্য ঘর তৈরি করতে পেরেছি। এ কাজে পরিবারের সকলে আমাকে সহযোগিতা করেছে" । এই সহায়তা তাদের অনেকাংশে সহায়ক হলেও আয়ের কোনো অংশ সঞ্চয় করা যায় না। অর্থ সহায়তা প্রাপ্তিতে মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হলেও তার পক্ষে NGO এর ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছেনা। প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ সম্ভব হলেও উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ সম্ভব হয় না।

অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির ফলে তিনি কোনরূপ সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। কেউ তাকে হেয় করে দেখেনা। সবাই সহযোগিতা করে। এ অর্থ সহায়তা তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তিনি যুক্ত করেন "...সামাজিকভাবে আমরা তেমন কোন সমস্যা ফেস করি না....পানির সমস্যা আমাদের কমন সমস্যা। এছাড়া স্যানিটেশন সমস্যা চা-শ্রমিকদের আরেকটি বড় সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানের জন্য টিউবওয়েল স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট স্থাপন করা জরুরি।" তিনি জানান, অর্থ সহায়তা পূর্বে তার সব চাহিদা পূরণ হতো না। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া এবং চিকিৎসার খরচ মিটতো না। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ

হতো না। পুষ্টির চাহিদাও অপূর্ণ থাকত। এই অর্থ সহায়তা তার চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে। তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বর্তমানে কোনো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না।

তিনি প্রত্যাশা করেন, চা শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সমাজসেবা অধিদপ্তর কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেন "সকল চা-শ্রমিককে এই অর্থ সহায়তার আওতায় আনতে হবে; সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে; জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ বছরের শুরুতে অর্থ সহায়তার টাকা পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে; শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে; যাদের পরিবারে কর্মক্ষম মানুষ রয়েছে তাদেরকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে; শিক্ষিত ছেলেদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিলে উপকার এবং পরিবারের সদস্যদের গবাদি পশু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিলে উপকার হয়"।

জুলেখা মনে করেন চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে উপরিউক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪.৩ কেস স্টাডি-৩

মিন্টু বসাক (ছদ্ম নাম), বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। তিনি বর্তমানে সিলেট জেলার, সদর উপজেলার খাদিম চা বাগানের একজন চা শ্রমিক ও মেশিন অপারেটর। স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে তিনি খাদিম চা বাগানে কাজ ও বসবাস করেন। তিনি একক পরিবারেই বাস করেন তার ভাইদের আলাদা সংসার আছে। তিনি পরিবার নিয়ে বাগান প্রদত্ত জরাজীর্ণ একটি টিনের বাড়িতে বসবাস করছেন। তার একজন মেয়ে ৯ম শ্রেণীতে পড়ে এবং অন্যজন ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে আর ছেলে নার্সারিতে পড়ে।

তিনি চা বাগানে কাজ করে যা আয় করেন তা দিয়ে কোন রকম সংসার চলে। তাদের রয়েছে বাসস্থানের কষ্ট এবং যা আয় হয় তা দিয়ে তিন ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার খরচ বহন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তিনি বলেন "এককালীন অর্থ সহায়তা চেকের মাধ্যমে ৫০০০/- টাকা একবার এবং মোবাইলে ২ বার পেয়েছি.....অর্থ সহায়তা ছেলে-মেয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে। তাদের স্কুলের বেতনাদি এবং বই-পত্র ক্রয় করি এবং ঘরের চালও মেরামত করেছি।"

টাকা দিয়ে তারা ছাগল ও ক্রয় করেছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে যা আয় করেন তা দিয়েই কোনো রকম সংসার চলে। ছেলে-মেয়েদের লেখা পড়ার খরচ চলে। পরিবারে তার মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় এবং পরিবারের সদস্যরা তাকে সম্মান করে। চা শ্রমিকের মজুরি এত কম যে তা দিয়ে সংসার চলে না ঠিকমতো। কোনো টাকা সঞ্চয়ও করতে পারেন না। ফলে আপদকালীন সময়ে খাদ্য সংকট সহ নানা মৌলিক চাহিদা পূরণে সমস্যায় পড়তে হতো। তাদের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তিনি এই আপদকালীন অর্থ সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারেন। আপদকালীন সময়ে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে খাদ্য সমস্যা। এই অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পর খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয়েছে। তিনি বলেন "অন্য সময় কোন রকম খাদ্যের চাহিদা পূরণ হয় কিন্তু আপদকালীন সময়ে খাবারের চাহিদা পূরণে সমস্যায় পড়তে হয়। সুষম খাবার গ্রহণ সম্ভব

হয় না। অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পর খাদ্য চাহিদা কিছু পূরণ হলেও সুষম খাবার গ্রহণ করা সবসময় সম্ভব হয় না।"

অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। মৌলিক চাহিদা পূরণ হত না ঠিকমতো। তিনি বলেন "বর্তমানের আয় দিয়ে ছেলেমেয়ের শিক্ষার ব্যয় করার পর পোশাকের চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না ঠিকমতো। অর্থ সহায়তা পাওয়ার পর আমরা বছরে একবার পোশাক ক্রয় করে থাকি।" বাগানে ভালো কোন স্কুল নেই। তাই শিক্ষার বিষয়ে তাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তিনি বলেন " ...বাগানে শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। তাই মাধ্যমিকে পড়াতে গেলে বাগানের বাইরের স্কুলে যেতে হয়। এ অবস্থায় অর্থ সহায়তার টাকা দিয়ে আমি ছেলেমেয়ের স্কুলের বেতন ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করি।" অর্থ সহায়তার টাকা পেয়ে ঘরের চালার জন্য টিন কিনে ঘর মেরামতের কাজ করেছেন। পরের বছর একটা ছাগল কেনেন। ফলে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। বাগানের চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি জানান "বাগানে যে চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে আমরা তা গ্রহণ করি। বড় ধরনের কোন রোগ হলে বাইরে যেতে হয়। এখানে কোন অ্যাম্বুলেন্স নেই। অ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করলে ভালো হয়"। তিনি যুক্ত করেন তাদের বাসস্থানের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। স্যানিটেশন ব্যবস্থাও নাজুক। তিনি আরও জানান "চা বাগানের কাজের পরে তেমন আর সময় থাকে না। সময় পেলে মাঝে মাঝে টিভি দেখি।"

চা-শ্রমিকের কাজ করে প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক জীবন যাপন অসম্ভব প্রায়। তাই এই অর্থ সহায়তা পেলে একটু ভালোভাবে জীবিকা নির্বাহ করা যায়। "অর্থসহায়তা দিয়ে খাদ্যের ও শিক্ষার চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়েছে। অর্থসহায়তা দিয়ে ছাগল ক্রয় করেছি। ছাগল পালনের মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান হয়েছে।" অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তাদেরকে প্রাত্যহিক জীবনধারণের জন্য ননা সমস্যার সম্মুখীন হতে হত। তিনি বলেন, "অর্থসহায়তার টাকা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হয়েছে।"

তিনি জানান প্রায় সকল মৌলিক চাহিদা পূরণে এই অর্থ সহায়তা সহায়ক হয়েছে। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারে তার সিদ্ধান্ত এবং মতামতের প্রাধান্য দেওয়া হয়। তিনি বলেন "এ অর্থ সহায়তা আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। পরিবারে এবং সমাজে সকলে সম্মান করে।" তিনি আরও জানান " ৫০০০/- টাকা করে ৩ বার সহায়তা পেয়েছি। বাগান পঞ্চায়েত এর মাধ্যমে খবর পেয়েছিলাম। পূজার শুকনার মাঝে টাকা পেলে ভালো হয়।" এই সহায়তা তাদের অনেকাংশে সহায়ক হলেও আয়ের কোন অংশ সঞ্চয় করা যায় না। তিনি জানান "NGO তে সঞ্চয় হয় সপ্তাহে ২০ টাকা মাত্র" অর্থ সহায়তা মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হলেও NGO এর ঋণ সময়মতো পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছেনা। প্রাথমিক চিকিৎসা গ্রহণ সম্ভব হলেও উন্নত চিকিৎসা গ্রহণ অসম্ভব।

অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির ফলে তিনি কোনরূপ সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। কেউ তাকে হেয় করে দেখেনা। সবাই সহযোগিতা করে। এ অর্থ সহায়তা তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। অর্থ সহায়তা পূর্বে তার সব চাহিদা পূরণ হতো না। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া খরচ মিটতো না। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ হতো না। এই অর্থ সহায়তা তার চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়েছে। তার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বর্তমানে কোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না।

তিনি প্রত্যাশা করেন, চা শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সমাজসেবা অধিদপ্তর কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেন "ছেলে মেয়েদের শিক্ষা উপবৃত্তির ব্যবস্থা করলে উপকার হয়; সকল চা-শ্রমিককে এই অর্থ সহায়তার আওতায় নিয়ে আসা; সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো; এবং পরিবারের সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।"

৪.৪ ফোকাস দল আলোচনা-১

ফোকাস দল আলোচনাটি চট্টগ্রাম জেলাধীন ফটিকছড়ি উপজেলার নেপচুন চা-বাগানে (Khadim Tea Estate) অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, চা-বাগানের ম্যানেজার, চা-শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি এবং নেপচুন চা বাগানের সরদারসহ কয়েকজন চা-শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বয়স ছিল ৩৫ থেকে ৫২ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির উদ্দেশ্য ছিল সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চা-শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তায় কীরূপ প্রভাব রাখছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর আর ও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

ফোকাস দল আলোচনায় জানা যায়, চা-বাগানে স্থায়ী এবং অস্থায়ী দুই ধরনের চা-শ্রমিক আছে। সাধারণত ১৮-৬০ বছরের মধ্যে যাদের বয়স তারাই চা-শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। তবে ১৮ বছরের নিচেও কিছু চা-শ্রমিক আছে। যারা স্থায়ী চা-শ্রমিক তারা বাগানের ভিতরে বাগান কর্তৃপক্ষের দেয়া ঘরে বসবাস করে এবং সকল নাগরিক সুবিধা ভোগ করে। আর যারা অস্থায়ী চা-শ্রমিক তারা বাগানের আশেপাশে বাস করে এবং সকল নাগরিক সুবিধা পায়। চা-শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় অফিস লেবার হাউজ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

বাগানে তারা পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো। তাদের মাঝে পিতৃপ্রধান ও মাতৃপ্রধান উভয় ধরনের পরিবার কাঠামো দেখা যায়। তবে বাগানের ঘর সাধারণত মহিলাদের নামেই বরাদ্দ দেয়া হয়। অর্থসহায়তা প্রাপ্তির কারণে তাদের পরিবারে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদেরকে পরিবারে মূল্যায়ন ও সম্মান করা হয়। তাদের একটি সংগঠন ও আছে।

অর্থ সহায়তা ব্যবহার ও উপকারিতা সম্পর্কে একজন সদস্য বলেন "অর্থ সহায়তা সাধারণত খাদ্য ক্রয়, সন্তানের লেখাপড়ার কাজে, ছাগল ক্রয় কাজে, পোশাক ক্রয় ও ঔষধ ক্রয়ের কাজে লাগে। এই টাকার পরিমাণ কম হলেও আপদকালীন সময়ে আমাদের অনেক কাজে লাগে। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে আমাদের ভালো হয়।" এই অর্থ সহায়তা দিয়ে তাদের খাদ্য, পোশাক ও সন্তানের শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বাগানের বাইরে উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা আছে সেখানে তাদের সন্তানরা বেতন দিয়ে লেখাপড়া করে। অর্থ সহায়তা দিয়ে তারা সন্তানদের স্কুলের বেতন দেয়। একজন সদস্য বলেন "অর্থ সহায়তা আমাদের জন্য অনেকটা সহায়ক। আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তা সবচেয়ে বেশি উপকারী। জানুয়ারি মাসে এই টাকাটা পেলে সবচেয়ে বেশি উপকার দেয়। এই একমাসে আয় করার সুযোগ কম।" দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অন্য আরেকজন সদস্য বলেন, "অর্থ সহায়তার চা-শ্রমিকদের আয়ের পরিমাণ বেড়েছে।

তবে তারা কিছু সঞ্চয় করতে পারেনা বা আগ্রহী হয় না। আপদকালীন সময়ে প্রয়োজন হলে তারা লোন নিয়ে প্রয়োজন পূরণ করে। তাই অর্থ সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।"

দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী বাগানের ম্যানেজার বলেন "এই অর্থ সহায়তা তাদের প্রয়োজন পূরণে মোটামুটি কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। অন্য সময়ে তাদের ইনকাম চলনসই হলেও আপদকালীন সময়ে তারা সপ্তাহে মাত্র ১,২৫০/- টাকা করে আয় করে যা দিয়ে চা-শ্রমিকদের জীবন ধারণ দুরূহ হয়ে পড়ে। তাই এই সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা দরকার।" চা শ্রমিকরা আপদকালীন সময়ে দোকান থেকে বাকিতে দ্রব্যাদি ক্রয় করেন যা তারা অর্থ সহায়তার টাকা দিয়ে পরিশোধ করেন এবং গৃহ শিক্ষকের বেতনও পরিশোধ করেন।

সামাজিক নিরাপত্তায় বিধানে সমাজসেবা অধিদপ্তর চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আরেকজন সদস্য বলেন, "অর্থ সহায়তা কেউ পাচ্ছে, কেউ পাচ্ছে না । আপদকালীন সময়টা সবার জন্য। এই অর্থ সহায়তাটা সবার পাওয়া উচিত। সবাই পেলে সকলে মিলে ভালো থাকবো। জানুয়ারি -মার্চ এই তিন মাস আপদকালীন সময়। সহায়তার টাকাটা জানুয়ারি মাসে দিলে ভাল হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন প্রায় ১২০০ জন চা-শ্রমিক থাকলেও মাত্র ৫৪৭ জন চা- শ্রমিক এই সহায়তা পেয়ে থাকেন। তারা প্রত্যাশা করেন সকল চা-শ্রমিকই যেন এই সহায়তা পায় এবং সহায়তার পরিমাণ ও বৃদ্ধি করা। গুরুতর রোগীরা যেন দ্রুত Ambulance সেবা পায় সে বিষয় নিশ্চিত করা। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি সদস্য বলেন, "অমরা চাই সরকার যেন চা-শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের জন্য আয়বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। কম্পিউটার, ড্রাইভিং মেকানিকাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিলে ভালো হয়।"

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত অর্থ সহায়তা চা-শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করছে। তাদের সামাজিক সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত করছে। তবে চা-শ্রমিকদের জীবনমানের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য জানুয়ারি মাসেই অর্থ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে পাশাপাশি অর্থ সহায়তার পরিমাণ ৬০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করতে হবে।

৪.৫ ফোকাস দল আলোচনা-২

ফোকাস দল আলোচনাটি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার জেলার আওতাধীন সাতগাও চা বাগানে (Satgaon Tea Estate) অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, চা বাগানের ম্যানেজার, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং সাতগাও চা বাগানের সরদারসহ কয়েকজন চা-শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বয়স ছিল ৩০ থেকে ৫৬ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির উদ্দেশ্য ছিল সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চা-শ্রমিকদের সামাজিক

নিরাপত্তায় কীরূপে প্রভাব রাখছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর আর ও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

ফোকাস দল আলোচনায় জানা যায়, সাতগাও চা বাগানে ৬০০ জন স্থায়ী চা-শ্রমিক রয়েছে এবং ৪০০ জন অস্থায়ী চা-শ্রমিক রয়েছে। তার মধ্যে ২৮৫ জন ৫০০০/- টাকা করে অর্থ সহায়তা পায়। আলোচনায় আরো জানা যায়, পঞ্চায়েত সভাপতি, সেক্রেটারি, বাগান ব্যবস্থাপক এবং ইউপি চেয়ারম্যান সমন্বিত তালিকা দেন। সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়। এই বাগানে বেকারের সংখ্যা ২০০০-২৫০০ জন।

বাগানে তারা পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করে। তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালো। পরিবার প্রধান পুরুষ। ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন সদস্য বলেন "বাগানে যেহেতু মহিলারা বেশি কাজ করে তাই তাদের সিদ্ধান্ত বেশি বাস্তবায়িত হয়। মহিলা শ্রমিকের সংখ্যাও বেশি। তারা সামাজিকভাবে বসবাস করে। সামাজিক মর্যাদা আছে। পরিবারে তাদের মূল্য দেওয়া হয়।"

অর্থ সহায়তার ব্যবহার ও উপকারিতা সম্পর্কে একজন সদস্য বলেন "অর্থ সহায়তা দিয়ে সাধারণত খাদ্যদ্রব্য ক্রয়, ঘরের টিন লাগায়, ছাগল ক্রয়, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যয়, মুরগী পালন, গরু পালন, কাপড় ক্রয়ে ব্যয় করে থাকে।" আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের খাদ্য চাহিদা পূরণে কতটুকু সহায়ক এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে একজন সদস্য জানান "অর্থ সহায়তা দিয়ে চাউল ক্রয়, খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয়, সবজি চাষ, বাজার-সদায় সম্পন্ন করা হয়, হাস-মুরগী পালন.....সন্তানের লেখাপড়ার কাজে ব্যয় করা যায়, দোকান বাকী পরিশোধ করা যায়.."

এই অর্থ সহায়তা দিয়ে তাদের খাদ্য, পোশাক ও সন্তানের শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বাগানের বাইরে উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা আছে সেখানে তাদের সন্তানরা বেতন দিয়ে লেখাপড়া করে। অর্থ সহায়তা দিয়ে তারা সন্তানদের স্কুলের বেতন দেয়। একজন সদস্য বলেন অর্থ সহায়তা তাদের জন্য খুবই সহায়ক। আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তা সবচেয়ে বেশি উপকারী। তিনি আরও বলেন "জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসে টাকা পেলে উপকার হয় বেশি। তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশি উপকার হতো। ভর্তি ফি, উপকরণ ক্রয়ে বেশি উপকার হয়।" চিকিৎসার বিষয়ে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অন্য আরেকজন সদস্য বলেন, ".....বাগান কর্তৃপক্ষ স্থায়ী শ্রমিকদের ফ্রি চিকিৎসা দেয় কিন্তু মানসম্মত নয় অস্থায়ী শ্রমিকদের চিকিৎসা দেয় না। অর্থ সহায়তার টাকা দিয়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ও উপকারে আসে।"

অর্থ সহায়তার উপকারিতা সম্পর্কে একজন সদস্য বলেন "অর্থ সহায়তার টাকা দিয়ে লেখাপড়ার খরচ, দোকানে বাকী পরিশোধ, ঋণের কিস্তি পরিশোধ, মাস্টারের বেতন, টিউশন ফি ও হাস-মুরগী ক্রয় করি.....হাস মুরগী পালন করলে, ছাগল পালন করলে, গাভি পালন তরলে উপকার বেশি হয়। আমাদের অনেকেই এ কাজ করে..।" চা-শ্রমিকদের আয়ের পরিমাণ খুব কম তাই তারা কিছু সঞ্চয় করতে পারেনা বা সুযোগ হয় না।

চা-শ্রমিকরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয় তাদের সমস্যা নিয়ে একজন সদস্য বলেন “আমাদের পানির সমস্যা, স্যানিটারি সমস্যা রয়েছে....অনেককে খোলা পায়খানা ব্যবহার করতে হয়। টিউবওয়েল যেটা আছে সেখান থেকে শুধু খাবার পানির জোগান দেয়। পানির লেয়ার নিচে নেমে যাওয়ায় সহজে টিউবওয়েলেরে পানি পাওয়া যায় না। এটা সবচেয়ে বড় সমস্যা। সরকার থেকে যে টিউবওয়েল দেওয়া হয় সেটার কোন মনিটরিং নেই।” সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়ে অন্য একজন সদস্য বলেন “সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করতে হবে; ওয়াটার হার্ভেস্ট এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে.....দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা সমাধানের দিকে যাওয়া উচিত।”

এই অর্থ সহায়তা তাদের প্রয়োজন পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল হচ্ছে। অন্য সময়ে তাদের ইনকাম চলনসই হলেও আপদকালীন সময়ে তাদের তেমন আয় থাকেনা। সুতরাং তাদের জীবন ধারণ খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

সামাজিক নিরাপত্তায় বিধানে সমাজসেবা অধিদপ্তর চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আরেকজন সদস্য বলেন, “সকলে সহায়তা পায় না, যেটা দরকার; সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন; গবাদি পশু পালনে প্রশিক্ষণ সেলাই প্রশিক্ষণ প্রয়োজনও সকলে যেন সহায়তা পায় সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি” অর্থ সহায়তা সকলে পাচ্ছে না । আপদকালীন সময়তো সকলেই সম্মুখীন হয় তাই এই অর্থ সহায়তা সবার পাওয়া উচিত। জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাস আপদকালীন সময়। সহায়তার টাকাটা জানুয়ারি মাসে দিলে ভাল হয়। । আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন প্রায় ৬০০ জন চা-শ্রমিক থাকলেও মাত্র ২৮৭ জন চা- শ্রমিক এই সহায়তা পেয়ে থাকেন। তারা প্রত্যাশা করেন সকল চা-শ্রমিকই যেন এই সহায়তা পায় এবং সহায়তার পরিমাণ ও বৃদ্ধি করা।

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত অর্থ সহায়তা চা-শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করছে। তাদের সামাজিক সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত করছে। তবে চা-শ্রমিকদের জীবনমানের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সকল শ্রমিককে সহায়তা দিতে হবে, জানুয়ারি মাসেই অর্থ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে পাশাপাশি অর্থ সহায়তার পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে।

৪.৬ ফোকাস দল আলোচনা-৩

ফোকাস দল আলোচনাটি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সদর, সিলেট জেলার আওতাধীন খাদিম চা বাগানে (Khadim Tea Estate) অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, চা বাগানের পঞ্চায়েত সভাপতি, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং খাদিম চা বাগানের কয়েকজন চা-শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বয়স ছিল ৩৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। ফোকাস দল আলোচনাটির উদ্দেশ্য ছিল সমাজসেবা অধিদপ্তর

পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চা-শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তায় কীরূপে প্রভাব রাখছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর আর ও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়।

ফোকাস দল আলোচনায় জানা যায়, খাদিম চা-বাগানে ৪২১ জন স্থায়ী চা-শ্রমিক রয়েছে। তাদের সকলের বয়স ১৮-৬০ বছরের মধ্যে। তার মধ্যে ৩২১ জন ৫,০০০/- টাকা করে অর্থ সহায়তা পায়। আলোচনায় আরো জানা যায় পঞ্চায়েত সভাপতি, সেক্রেটারি, বাগান ব্যবস্থাপক এবং ইউপি চেয়ারম্যান নীতিমালা অনুসরণপূর্বক বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই বাগানে বেকারের সংখ্যা অনেক।

বাগানে তারা পারিবারিক পরিবেশ এ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। বাগানে পঞ্চায়েত প্রথা রয়েছে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো। তাদের পরিবার কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক এবং পরিবার প্রধান পুরুষ। তারা সমাজবদ্ধ এবং পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করেন। ফোকাস দল আলোচনায় অংশগ্রহণকারী একজন সদস্য বলেন "...উপকারভোগীদেরকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মূল্যায়ন করে.... তাদের নেতৃত্ব মেনে নেয়"।

অর্থ সহায়তা ব্যবহার ও উপকারিতা সম্পর্কে একজন সদস্য বলেন, অর্থ সহায়তার টাকা তারা বিভিন্ন খাতে ব্যয় করে। তিনি জানান "তাদের ব্যয়ের খাতগুলো হল ছাগল ক্রয়,হাস-মুরগী ক্রয়, লেখা পড়ার পিছনে ব্যয়, ঘরের মেরামত কাজে ব্যয় এবং বাজার করার কাজে ব্যয়"। আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের খাদ্য চাহিদা পূরণে কতটুকু সহায়ক এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে একজন সদস্য জানান " আপদকালীন অর্থ সহায়তা তাদের খাদ্য চাহিদা পূরণে সহায়ক.....তারা সুষম খাবার গ্রহণ করে থাকে। এই সহায়তার অর্থ আপদকালীন সময়ের শুরুতে প্রদান করলে ভালো হবে। তারা সুষম খাবার সহজে পাবে। এ সময় দোকানে বাকী এবং অনেকক্ষেত্রে ঋণ নিয়ে চলে এবং অর্থ সহায়তার টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করে।"

এই অর্থ সহায়তা দিয়ে তাদের খাদ্য, পোশাক ও সন্তানের শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বাগানের বাইরে স্কুল কলেজে তাদের সন্তানরা বেতন দিয়ে লেখাপড়া করে। অর্থ সহায়তা দিয়ে তারা সন্তানদের স্কুলের বেতন দেয়। একজন সদস্য বলেন অর্থ সহায়তা তাদের জন্য খুবই সহায়ক। আপদকালীন অর্থ সহায়তা তাদের বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। একজন সদস্য বলেন "ঘরের টিন লাগানোর কাজে অনেকে ব্যয় করে থাকে। আবার কেহ ঘরের অন্যান্য মেরামতের কাজে লাগায়। অনেকে বাগানের দেয়া ঘর বর্ধিত করণের কাজে ব্যয় করে থাকে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেলে তখন আর দুই রুমে সংকুলান হয় না।" আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তা সবচেয়ে বেশি উপকারী। তিনি আরও বলেন ".....বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে ভর্তি ও বই পত্র কেনার উপযুক্ত সময়। ঐ সময়ে অর্থসহায়তা প্রদান করলে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উপকার হয়।"

চিকিৎসার বিষয়ে দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অন্য আরেকজন সদস্য বলেন, "বাগানের অভ্যন্তরে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। একটু গুরুতর হলেই বাগানের বাইরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়। এক্ষেত্রে বাগান কর্তৃপক্ষ কোন কিছু করে না। এ সহায়তার টাকা তাদের সময়ে অনেক উপকারে আসে"। আপদকালীন অর্থ সহায়তার টাকা তাদের বিনোদনের কাজে ও লাগে। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী

অন্য একজন সদস্য বলেন, "…. কেউ কেউ খাদ্য সামগ্রীর পাশাপাশি বিনোদনের জন্য, খেলার জন্য উপকরণাদি ক্রয় করে থাকে।"

অর্থ সহায়তার উপকারিতা সম্পর্কে একজন সদস্য বলেন "অর্থ সহায়তার টাকা তাদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে কাজে আসছে। তারা এ টাকা দিয়ে ছাগল ক্রয়, শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করছে। চিকিৎসার প্রয়োজনে ও ব্যবহার করেছে। কেহ কৃষি কাজে ব্যবহার করে আয়ের পরিমাণ বাড়াচ্ছে।"

চা-শ্রমিকরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয় তাদের সমস্যা নিয়ে একজন সদস্য বলেন "বাহিরের পরিবেশের সাথে আমাদের খাপ খাওয়াতে সমস্যা হয়। তারা ভিন্ন চোখে দেখে। পানির বড় সমস্যা এখানে (মাত্র ২ টি ডিপ টিউবওয়েল) । স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। ৪/৫ বাড়ির মধ্যে ১ বাড়িতে টয়লেট আছে।" ১০০০-১৫০০ পরিবার বাগানের ভিতরে থাকে অথচ তারা প্রায় সকল নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। সমস্যা সমাধানের উপায় নিয়ে অন্য একজন সদস্য বলেন "সরকারিভাবে উদ্যোগে নিয়ে পানি সমস্যার সমাধান করা। ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা। স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা। স্কুল তৈরির ব্যবস্থা করা….।" এই অর্থ সহায়তা তাদের প্রয়োজন পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তায় বিধানে সমাজসেবা অধিদপ্তর চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী আরেকজন সদস্য বলেন, "মোবাইলে টাকা গ্রহণে বেশি সমস্যা হচ্ছে, উপকারভোগীদের অধিকাংশের মোবাইল নেই: তাদের সচেতনতার অভাব, কখনও তারা দোকানে গিয়ে: পনি নম্বর বলে দেয় এজন্য নগদ টাকা অথবা চেকের মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে অথবা ব্যাংক হিসাবের দেওয়া যেতে পারে।"

সকলে সহায়তা পায় না কিন্তু সবাইকে দেওয়া প্রয়োজন। সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো। আপদকালীন সময়তো সকলের হয় তাই এই অর্থ সহায়তা সবার পাওয়া উচিত। জানুয়ারি -মার্চ এই তিন মাস আপদকালীন সময়। সহায়তার টাকাটা জানুয়ারি মাসে দিলে ভাল হয়। । আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা মনে করেন প্রায় ১০০০-১৫০০ চা শ্রমিক থাকলেও মাত্র ৩২১ জন চা-শ্রমিক এই সহায়তা পেয়ে থাকেন। তাছাড়া শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করা ও গবাদি পশু পালনে প্রশিক্ষণের বিষয়ে মতামত দেন।

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত অর্থ সহায়তা চা-শ্রমিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করছে। তাদের সামাজিক সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত করছে। তবে চা-শ্রমিকদের জীবনমানের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সকল শ্রমিককে সহায়তা দিতে হবে, জানুয়ারি মাসেই অর্থ সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে পাশাপাশি অর্থ সহায়তার পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে।

মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার

৪.৭ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-১

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চা-শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তায় কীরূপ প্রভাব রাখছে এবং কীভাবে আরও বেশি কার্যকর ফলাফল পাওয়া যায় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর আরও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎকার দেন রাজীব আচার্য, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। সাক্ষাৎকারে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জানান "নীতিমালা অনুসারে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উন্মুক্ত অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে প্রথমে উপজেলা কমিটি এবং জেলা কমিটির অনুমোদন ও যাচাই বাছাই সাপেক্ষে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়।"

চা-শ্রমিকদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে উপজেলা সমাজসেবা অফিসার বলেন, "চা-শ্রমিকদের সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। কিন্তু সিদ্ধান্ত সব সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করে নেওয়া হয়।" সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, এককালীন অর্থ সহায়তার অর্থ ব্যবহার এবং উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন "অর্থ সহায়তা সাধারণত চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে যখন চা-শ্রমিকদের কাজ থাকে না তখন তাদের ব্যয় মেটানোর জন্য দেওয়া হয়। উক্ত অর্থ সহায়তার বেশির ভাগ অংশ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় হয়। এছাড়া, সন্তানের শিক্ষার জন্য এবং চিকিৎসার কাজে ব্যয় হয়"।

এককালীন অর্থ সহায়তা সাধারণত চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য দেওয়া হয়। এ বিষয়ে উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জানান "অর্থ সহায়তার বেশির ভাগ অংশ খাদ্য চাহিদা পূরণে ব্যয় হয়। তারা সুষম খাবার গ্রহণ করে কিন্তু পরিমাণমতো না..... আপদকালীন অর্থ সহায়তার কিছু অংশ পোশাকের চাহিদা পূরণে ব্যয় করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়..... আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করা হয় না। তবে, সমাজসেবা অধিদপ্তরের চা-শ্রমিকের আবাসন কর্মসূচির আওতায় ঘর সেমিপাকা করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি মালিক পক্ষও সেমিপাকা ঘর করেন।..... উপকারভোগীর সন্তানেরা বাগানের পাশে অবস্থিত স্কুলে যায়। উক্ত অর্থ সহায়তা দিয়ে শিক্ষা উপকরণ কিনতে পারে..... প্রাপ্ত অর্থ সহায়তার কিছু অংশ উপকারভোগীদের চিকিৎসা ও ঔষধ-পথ্য ক্রয়ে ব্যয় হয়। এছাড়া, বাগান মালিকপক্ষের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চা বাগানের অভ্যন্তরে ছোট হাসপাতালও রয়েছে...."। আপদকালীন অর্থ সহায়তা সাধারণত চা-শ্রমিকরা চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করে না। চা বাগান কর্তৃপক্ষ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন রকম খেলাধুলার আয়োজন করে থাকেন।

এই অর্থ সহায়তার চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত অর্থ সহায়তার উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন "চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ সহায়তার আওতায় উক্ত নেপচুন চা বাগানের ৫৪৭ (পাঁচশত সাতচল্লিশ) জন শ্রমিক অর্থ সহায়তা পেয়ে থাকেন। সহায়তার টাকা উপকারভোগীদের সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য

ভূমিকা পালন করে।....তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে।" আপদকালীন অর্থ সহায়তার কারণে উপকারভোগীদের আয় বেড়েছে কি না বা তারা কোন অংশ সঞ্চয় করে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন "আপদকালীন অর্থ সহায়তার কারণে উপকারভোগীদের যে আয় বেড়েছে তা খুবই নগণ্য। যেহেতু, আপদকালীন অর্থ সহায়তার সম্পূর্ণ অংশ উপকারভোগীদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যয় হয়ে যায়। বিধায়, তারা কোন অংশ সঞ্চয় করেন না"।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তিনি জানান "চা-শ্রমিকদের Ambulance সেবা বা জটিল রোগের চিকিৎসা সেবা অপ্রতুল। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে সকল শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত না। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে শ্রমিকদের কাজ কম থাকে। প্রতিবছর জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থ সহায়তা দিতে পারলে তা অধিক কার্যকর হবে .... চা বাগানের সকল শ্রমিককে উক্ত কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে রোগী কল্যাণ সমিতি ছাড়াও আলাদা চিকিৎসা সহায়তা দেওয়া যেতে পারে এবং চা-শ্রমিকদের" পরিবারের সদস্যদের জন্য আয়বর্ধনমূলক ট্রেডে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।" চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

৪.৮ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-২

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চা-শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তায় কীরূপ প্রভাব রাখছে এবং কীভাবে আরও বেশি কার্যকর ফলাফল পাওয়া যায় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর আর ও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎকার দেন, মোঃ সুয়েব হোসেন চৌধুরী, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। সাক্ষাৎকারে তিনি উপকারভোগীদের সম্পর্কে জানান "চা-শ্রমিকরা সংশ্লিষ্ট চা-বাগানে বসবাস করে। বাগান কর্তৃপক্ষ স্থায়ী শ্রমিকদের আবাসন এর ব্যবস্থা করে। চা-শ্রমিকরা সমাজের অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদা বসবাস করে। তাদের আচার অনুষ্ঠান অন্যান্যদের থেকে ভিন্ন। চা-শ্রমিকরা সর্বনিম্ন ১৮ বছর হতে ৬০ বছর পর্যন্ত কাজ করে।"

চা-শ্রমিকদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, "চা-শ্রমিকরা মূলত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত, পরিবারের প্রধান পুরুষ। অন্যান্য মানুষদের সাথে সম্পর্ক বন্ধুসুলভ। তারা খুব সহজ সরল প্রকৃতির। সাংগঠনিকভাবে তারা খুব দুর্বল। পরিবারে নারী পুরুষ উভয়ত্র মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হয়।" সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, এককালীন অর্থ সহায়তার অর্থ ব্যবহার এবং উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন ".....অর্থ সহায়তার টাকা তারা খাদ্যদ্রব্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় করে থাকে। শুকনো মৌসুমে যখন তাদের উপার্জনে চরম ঘাটতি থাকে এ সময় উক্ত অনুদান তাদের জন্য খুবই ফলদায়ক হয়।"

এককালীন অর্থ সহায়তা সাধারণত চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য দেওয়া হয়। আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের খাদ্য চাহিদা পূরণে কতটুকু সহায়ক জানতে

চাইলে তিনি জানান "এককালীন অনুদান পেয়ে অনেক উপকারভোগী বাজার থেকে সুষম খাবার ক্রয় করে থাকে। চা-শ্রমিকরা সাধারণত মাছ-মাংস খুবই কম গ্রহণ করে থাকে। কারণ, তাদের উপার্জনের সাথে উক্ত খাদ্য ক্রয় করা অসংগতিপূর্ণ"। তিনি আরও জানান "চা-শ্রমিকরা চাহিদা অনুযায়ী পোশাক ক্রয় করতে অসমর্থ। কিছু চা-শ্রমিক উক্ত অনুদান পেয়ে পোশাকের চাহিদা কিয়দাংশ পূরণ করে থাকে।"

আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের গৃহায়নে কেমন ভূমিকা রাখে জানতে চাইলে তিনি বলেন "চা-শ্রমিকদের বাসস্থান খুবই জরাজীর্ণ.....অনেক চা-শ্রমিক উক্ত অর্থ দিয়ে তাদের জরাজীর্ণ বাসস্থান মেরামত করে থাকেন।" আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের অধিকাংশের শিক্ষার চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তিনি জানান "বেশিরভাগ চা-শ্রমিক তাদের সন্তানের শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের কাজে অর্থসহায়তার টাকা ব্যয় করে থাকেন। বর্তমানে বেশিরভাগ চা-শ্রমিক তাদের সন্তানদের প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করে থাকে"। তিনি জানান, "চা বাগানের স্থায়ী শ্রমিকরা বাগান কর্তৃক চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকে। কিছু শ্রমিক অনুদান দিয়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে থাকে"। আপদকালীন অর্থ সহায়তা সাধারণত চা-শ্রমিকরা চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করে না। চিত্তবিনোদনের জন্য তারা সাধারণত টিভি দেখে থাকে।

এই অর্থ সহায়তার চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত অর্থ সহায়তার উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন "চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ সহায়তা শুকনো মৌসুমে তাদের ব্যাপক সহায়তা করে।.....খুব কম সংখ্যক চা শ্রমিক উক্ত টাকা আয়বর্ধক কর্মসূচিতে ব্যয় করে থাকেন। কিছু সংখ্যক শ্রমিক হাস-মুরগী ও ছাগল ক্রয় করে পালন করেন।" চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উক্ত সাতগাও চা বাগানের ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) জন শ্রমিক অর্থ সহায়তা পেয়ে থাকেন। সহায়তার টাকা উপকারভোগীদের সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে। আপদকালীন অর্থ সহায়তার কারণে উপকারভোগীদের আয় বেড়েছে কি না বা তারা কোন অংশ সঞ্চয় করে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, আপদকালীন অর্থ সহায়তার কোন অংশই তারা সঞ্চয় করতে পারেন না। কারণ, অর্থ সহায়তার সম্পূর্ণ অংশ উপকারভোগীদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যয় হয়ে যায়।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তিনি জানান চা-শ্রমিকদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের এবং স্যানিটেশন এর সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া, বাসস্থানের সমস্যাও রয়েছে। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে সকল শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত না। তিনি বলেন "মোট চা-শ্রমিকের তুলনায় বরাদ্দ কম থাকায় মাঠ পর্যায়ে তালিকা প্রণয়নে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়"। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে শ্রমিকদের কাজ কম থাকে। তার মতে "জানুয়ারি- এপ্রিল মাসের সময়ে অর্থ সহায়তা দিলে তা অধিক কার্যকর হবে .... চা শ্রমিকদের টেকসই আবাসন নির্মাণ করা প্রয়োজন"। এছাড়া, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এবং তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য চা বাগানের সকল শ্রমিককে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

৪.৯ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৩

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চা-শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তায় কীরূপে প্রভাব রাখছে এবং কীভাবে আরও বেশি কার্যকর ফলাফল পাওয়া যায় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর আর ও কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎকার দেন, নুসরাত-এ-ইলাহী, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সদর, সিলেট। উপকারভোগী চা-শ্রমিকরা সাধারণত চা বাগানে বসবাস করে। বাগান কর্তৃপক্ষ স্থায়ী শ্রমিকদের আবাসন এর ব্যবস্থা করে। চা-শ্রমিকরা সমাজের অন্যান্য মানুষ থেকে আলাদা বসবাস করে। তাদের আচার অনুষ্ঠান অন্যান্যদের থেকে ভিন্ন। তিনি জানান "চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচিটি অত্যন্ত কার্যকর। সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় উল্লিখিত কমিটি অনুযায়ী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।"

চা-শ্রমিকদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, "উপকারভোগীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা পিতৃপ্রধান পরিবার। অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির ফলে মর্যাদাগত ভিত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।"। সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, এককালীন অর্থ সহায়তার অর্থ ব্যবহার এবং উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন " অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের তাৎক্ষণিক খাদ্য চাহিদা পূরণে যথেষ্ট সহায়ক। তবে, এটা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় প্রদান করা হয়।"

এককালীন অর্থ সহায়তা সাধারণত চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য দেওয়া হয়। আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের খাদ্য চাহিদা পূরণে কতটুকু সহায়ক জানতে চাইলে তিনি জানান "উপকারভোগীরা যেহেতু এটা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে পায়। তাও এ সময় তারা সুষম খাবার গ্রহণ করে উৎসব উদ্‌যাপনের মত।" তিনি আরও জানান, "এই অর্থ সহায়তা বস্ত্র/পোশাকের চাহিদা পূরণে সহায়ক.... এই অর্থ সহায়তা বাসস্থান/গৃহায়নের প্রয়োজনীয় মেরামত সংশ্লিষ্ট কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।" চা বাগানের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন "বাগানে সরকারি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, তবে বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা যথেষ্ট নয়। এই অর্থ সহায়তার টাকা দিয়ে তারা শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করে থাকে।" তিনি আরও জানান "বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে তবে তা যথেষ্ট নয়। সে ক্ষেত্রে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তরা প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা কাজে ব্যয় করে থাকে।" চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত প্রয়োজন পূরণে অর্থ সহায়তা কতটুকু সহায়ক প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, চিত্তবিনোদনে যেমন তাদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে অর্থ সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"

এই অর্থ সহায়তা চা-শ্রমিকদের সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত অর্থ সহায়তার উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন "এককালীন আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন এই বাগানে ৩২১ জন। সহায়তার টাকা উপকারভোগীদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে তাদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।" চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের নানামুখী উপকারে আসে। তিনি জানান "এককালীন আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে উপকারভোগীরা অনেক

সময় তাদের ঘর-বাড়ি ঠিক করে, গবাদি পশু কেনে ও চিকিৎসার কাজে ব্যয় করে। এই অর্থ তাদের চাহিত প্রয়োজনের কিছুটা পূরণে ভূমিকা পালন করে। তারা আর্থিক ভাবে কিছু সংখ্যক স্বাবলম্বী হচ্ছে।" সহায়তার টাকা উপকারভোগীদের সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করছে। আপদকালীন অর্থ সহায়তার টাকা উপকারভোগীদের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যয় হয়। তিনি বলেন, আপদকালীন অর্থ সহায়তার টাকা "উপকারভোগীদের কারো কারো ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে।"

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তিনি জানান "চা-শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম, স্বাস্থ্য সেবা অপ্রতুল, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা নাই বললেই চলে।" বিশুদ্ধ পানীয় জলের এবং স্যানিটেশন এর সমস্যা রয়েছে। এছাড়া, বাসস্থানের সমস্যাও রয়েছে। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে সকল শ্রমিক অন্তর্ভুক্ত না এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। তিনি বলেন "অর্থ সহায়তার ক্ষেত্রে উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা, মোবাইল ব্যাংকিং এর পরিবর্তে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান, শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি গ্রহণ, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা করা।"

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং এর উন্নয়নে জন্য তিনি কিছু মতামতও দেন। তিনি জানান, "স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় ধরনের শ্রমিকদের সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা। চাহিদার তুলনায় বরাদ্দ প্রাপ্যতার হার অনেক কম। এমনভাবে বরাদ্দ দিতে হবে যেন সকলে সহায়তার অন্তর্ভুক্ত হয়।" তার মতে ডিসেম্বর-জানুয়ারীর দিকে অর্থ সহায়তা দিলে তা অধিক কার্যকর হবে। এছাড়া, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এবং তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য চা বাগানের তিনি কিছু সুপারিশ করেন। তিনি মনে করেন "উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। প্রথাগত পূর্বপুরুষ ভিত্তিক চা-শ্রমিক পেশার পাশাপাশি অন্যকোনো পেশায় উদ্বুদ্ধ করা, শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির ব্যবস্থা।" সকল শ্রমিককে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা যেতে পারে। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

৪.১০ মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার-৪

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি চা-শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তায় কীরূপে প্রভাব রাখছে এবং কীভাবে আরও বেশি কার্যকর ফলাফল পাওয়া যায় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর আরো কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন জনাব মোঃ শাহ জাহান, উপপরিচালক, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, সমাজসেবা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। সাক্ষাৎকারে উপপরিচালক মহোদয় জানান "চা বাগানের পঞ্চায়েত কমিটি, সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে উপকারভোগী নির্বাচিত হন। অত্যন্ত নিম্নমানের জীবন-যাপনকারী চা-শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দৈহিক পুষ্টিমান বৃদ্ধির জন্য বার্ষিক ৬,০০০/- টাকা হারে ষাট হাজার জন শ্রমিককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।"

চা-শ্রমিকদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, "৯৫ টি জাতী গোষ্ঠীর মানুষের সমন্বয়ে গঠিত চা শ্রমিক জনগোষ্ঠী। ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত ঐতিহ্যের ভিত্তিতে তাদের পরিবার গঠিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরিবার প্রধান পুরুষ। নারীরা পরিবারের মূল চালিকাশক্তি। পুরুষগণ সাধারণত মদে আসক্ত। বাড়ি এবং বাইরের বেশিরভাগ কাজই নারীরা করে থাকেন। তবে, নারীদের মতামতের গুরুত্ব কম।"

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, এককালীন অর্থ সহায়তার অর্থ ব্যবহার এবং উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন "সরকারি কর্মসূচি তাদের খাদ্য চাহিদা পূরণে বড় ভূমিকা রাখে। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীদের সহায়তার অর্থ পুরুষগণ জোরপূর্বক হাতিয়ে নিয়ে ব্যক্তিগত ফুর্তির কাজেও ব্যবহার করার নজির রয়েছে।"

এককালীন অর্থ সহায়তা সাধারণত চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য দেওয়া হয়। এ বিষয়ে উপপরিচালক মহোদয় জানান "সরকারি সহায়তার অর্থ চা-শ্রমিক পরিবারের খাদ্য চাহিদা কিছুটা অংশ পূরণ করে। চা শ্রমিকের আয় এবং সহায়তার অর্থ সম্মিলিত ভাবেও পরিবারের সুষম খাদ্য চাহিদার পুরোটা পূরণে সমর্থ নয়.... চা শ্রমিকের আয় সীমিত হওয়ার কারণে তাদের ক্রয় ক্ষমতাও সীমিত। বস্ত্রসহ সকল চাহিদা সম্পূর্ণরূপে পূরণ সম্ভব নয়...চিকিৎসা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য অংশ পূরণ করে...বিনোদনের খুব সামান্য অংশ পূরণ করে।

এই অর্থ সহায়তা চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত অর্থ সহায়তার উপকারিতা সম্পর্কে তিনি বলেন "এই অর্থ সহায়তার তেমন কোন অপকারিতা নেই। সম্পূর্ণ অংশই প্রয়োজনীয়।" লক্ষাধিক চা-শ্রমিক থাকলেও, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মাত্র ৬০,০০০ জন শ্রমিক অর্থ সহায়তা পেয়ে থাকেন। যা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। সহায়তার টাকা উপকারভোগীদের সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়েছে। আপদকালীন অর্থ সহায়তার কারণে উপকারভোগীদের আয় বেড়েছে কি না বা তারা কোন অংশ সঞ্চয় করে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন "চা শ্রমিকগণ অত্যন্ত দরিদ্র জীবন যাপন করেন। বিধায়, এই অর্থ হতে কিছু অংশ সঞ্চয়ের সুযোগ নেই।" এই অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের পরিবার ও সমাজে গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তিনি বলেন "এই সহায়তা নারীদের পরিবারে গুরুত্ব বৃদ্ধি করে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগামী করে।"

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তিনি জানান "চা-শ্রমিকগণ ও তাদের পরিবারের সদস্যগণের প্রধান সমস্যা হল তাদের আয় দ্বারা মৌলিক চাহিদা পূরণে সমর্থ নন।" সমস্যা সমাধানের বিষয়ে তিনি জানান "চা-বাগানের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা যাতে করে পরিবারের কর্মহীন সদস্যগণ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন।" তিনি আরও যুক্ত করেন "সারা দেশে প্রায় দুই লক্ষ সাট হাজার স্থায়ী ও অস্থায়ী চা শ্রমিক আছে। তাদের সবাইকে এই অর্থ সহায়তার আওতায় আনা প্রয়োজন। একই সাথে বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা জরুরি।"

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় চা-শ্রমিকদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে বলে তিনি মনে করেন। তার সুপারিশসমূহ হল “চা-শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি ও শ্রমিকদের পরিবারের বেকার সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা যেতে পারে।” চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য উপরিউক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

৪.১১ গুণগত গবেষণার প্রধান ফলাফল

সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন শীর্ষক গবেষণার পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ করে ফলাফল বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই গবেষণায় গুণগত তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে ফোকাস দল আলোচনা (FGDs), কেস স্টাডি (Case Study) ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) পরিচালনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে গবেষণার উদ্দেশ্য ভিত্তিক প্রস্তুতকৃত গাইডলাইন ব্যবহার করে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ফোকাস দল আলোচনা (FGDs), কেস স্টাডি (Case Study) ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত গুণগত তথ্য পর্যালোচনায় চা-শ্রমিকদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তারা কেমনভাবে জীবনযাপন করেন, তাদের পারিবারিক বন্ধন কেমন, তাদের পরিবার প্রধান কে? পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ধরন কেমন? প্রভৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। ফোকাস দল আলোচনা (FGDs), কেস স্টাডি (Case Study) এবং মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে চা-শ্রমিকদের জীবন-যাপন, প্রধান প্রধান সমস্যা, সমস্যার সমাধান এবং সমাজসেবা অধিদপ্তরের নিকট তাদের প্রত্যাশা সম্বন্ধে জানা যায়। ফোকাস দল আলোচনায় জানা যায়, চা বাগানে স্থায়ী এবং অস্থায়ী দুই ধরনের চা-শ্রমিক আছে। সাধারণত ১৮-৬০ বছরের মধ্যে যাদের বয়স তারাই চা-শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। তবে ১৮ বছরের নিচেও কিছু চা- শ্রমিক আছে। যারা স্থায়ী চা-শ্রমিক তারা বাগানের ভিতরে বাগান কর্তৃপক্ষের দেয়া বাড়িতে বসবাস করে এবং সকল নাগরিক সুবিধা ভোগ করে। আর যারা অস্থায়ী চা-শ্রমিক তারা বাগানের ভিতরে ও বাহিরে আশেপাশে বাস করে এবং সকল নাগরিক সুবিধা পায় না।

বাগানে তারা পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক ভালো। পিতৃপ্রধান ও মাতৃপ্রধান উভয় ধরনের পরিবার কাঠামো দেখা যায়। তবে, বাগানের ঘর সাধারণত মহিলাদের নামেই দেওয়া হয়। অর্থসহায়তা প্রাপ্তির কারণে তাদের পরিবারে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদেরকে পরিবারে মূল্যায়ন ও সম্মান করা হয়। তাদের একটি সংগঠনও আছে। চা-শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় অফিস শ্রীমঙ্গল, লেবার হাউজ।

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে চা-শ্রমিকরা চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ও আপদকালীন অর্থ সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারেন। ফোকাস দল আলোচনায় জানা যায়, চা বাগানে স্থায়ী ও অস্থায়ী চা-শ্রমিক রয়েছে। তাদের মধ্যে বাছাইকৃত স্থায়ী চা-শ্রমিকরা সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আপদকালীন অর্থ সহায়তা পান। আলোচনায় আরো জানা যায়, পঞ্চায়েত সভাপতি, সেক্রেটারি, বাগান ব্যবস্থাপক এবং ইউপি চেয়ারম্যান সমন্বিত তালিকা দেন। সেখান থেকে ধারাবাহিকভাবে অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়।

বাগানে তারা পারিবারিক পরিবেশে বসবাস করে। তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো। তাদের পরিবার প্রধান পুরুষ। ফোকাস দল আলোচনা-২ এ অংশগ্রহণকারী একজন সদস্য বলেন “বাগানে যেহেতু মহিলারা বেশি কাজ করে তাই তাদের সিদ্ধান্ত বেশি বাস্তবায়িত হয়। মহিলা শ্রমিকের সংখ্যাও বেশি। তারা সামাজিকভাবে বসবাস করে। সামাজিক মর্যাদা আছে। পরিবারে তাদের মূল্য দেওয়া হয়।”

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, এককালীন অর্থ সহায়তার অর্থ ব্যবহার এবং উপকারিতা সম্পর্কে মুখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী রাজীব আচার্য, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম বলেন "অর্থ সহায়তা সাধারণত চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে যখন চা-শ্রমিকদের কাজ থাকে না তখন তাদের ব্যয় মেটানোর জন্য দেওয়া হয়। উক্ত অর্থ সহায়তার বেশির ভাগ অংশ খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় হয়। এছাড়া, সন্তানের শিক্ষার জন্য এবং চিকিৎসার কাজে ব্যয় হয়"। অর্থ সহায়তার ব্যবহার ও উপকারিতা সম্পর্কে ফোকাস দল আলোচনা-১ এ অংশগ্রহণকারী একজন সদস্য বলেন "অর্থ সহায়তা সাধারণত খাদ্য ক্রয়, সন্তানের লেখাপড়ার কাজে, ছাগল ক্রয় কাজে , পোশাক ক্রয় ও ঔষধ ক্রয়ের কাজে লাগে। এই টাকার পরিমাণ কম হলেও আপদকালীন সময়ে আমাদের অনেক কাজে লাগে। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে আমাদের ভালো হয়।" এই অর্থ সহায়তা দিয়ে তাদের খাদ্য, পোশাক ও সন্তানের শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বাগানের বাইরে উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা আছে। সেখানে তাদের সন্তানরা বেতন দিয়ে লেখাপড়া করান। অর্থ সহায়তা দিয়ে তারা সন্তানদের স্কুলের বেতন দেয়। একজন সদস্য বলেন "অর্থ সহায়তা আমাদের জন্য অনেকটা সহায়ক। আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তা সবচেয়ে বেশি উপকারী। জানুয়ারি মাসে এই টাকাটা পেলে সবচেয়ে বেশি উপকার হয়। এই সময়ে আয় করার সুযোগ কম।" দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারী অন্য আরেকজন সদস্য বলেন, "অর্থ সহায়তার চা-শমিকদের আয়ের পরিমাণ বেড়েছে। তবে তারা কিছু সঞ্চয় করতে পারেনা বা আগ্রহী হয় না। আপদকালীন সময়ে প্রয়োজন হলে তারা লোন নিয়ে প্রয়োজন পূরণ করে। তাই অর্থ সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।"

কেস স্টাডি-১ এ অংশগ্রহণ করেন বিউটি বেগম (ছদ্মনাম), তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম জেলার, ফটিকছড়ি উপজেলার নেপচুন বাগানের একজন চা শ্রমিক। ২০১৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত তিনি খাদ্য সহায়তা পেয়েছেন দুই বার এবং দুইবারে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নগদ অর্থ সহায়তা পেয়েছেন। বাগান কর্তৃপক্ষ এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তিনি সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত আপদকালীন অর্থ সহায়তা সম্পর্কে জানতে পারেন। তবে জানুয়ারি মাসে এ অর্থ সহায়তা পেলে ভালো হয়। তিনি বলেন "চা-শ্রমিকের কাজ করে স্বাভাবিক জীবন যাপন সম্ভব নয়। তাই, এই অর্থ সহায়তা পেলে একটু ভালোভাবে জীবিকা নির্বাহ করা যায়।" তিনি আরো বলেন, "আপদকালীন সময়ে বা অবসর সময়ে অন্য কোন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যদি যুক্ত করতে পারি। যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অনুদান পেলে পশুপালন ও ক্ষুদ্র ব্যবসা সহ কিছু করে আয় করতে পারি ও কিছু সঞ্চয় করতে পারি। কিন্তু আমাদের ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ ও অর্থের অভাবে কিছু করে উঠতে পারি না।" এই অর্থ সহায়তা দিয়ে তাদের খাদ্য, পোশাক ও সন্তানের শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বাগানের বাইরে স্কুল কলেজে তাদের সন্তানরা বেতন দিয়ে লেখাপড়া করে। অর্থ সহায়তা দিয়ে তারা সন্তানদের স্কুলের বেতন দেয়।

ফোকাস দল আলোচনা-৩ এ অংশগ্রহণকারী একজন সদস্য বলেন বলেন " অর্থ সহায়তা তাদের জন্য খুবই সহায়ক। আপদকালীন অর্থ সহায়তা তাদের বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে"। তিনি আরও বলেন "ঘরের টিন লাগানোর কাজে অনেকে ব্যয় করে থাকে। আবার কেহ ঘরের অন্যান্য মেরামতের কাজে লাগায়। অনেকে বাগানের দেয়া ঘর বর্ধিতকরণের কাজে ব্যয় করে থাকে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেলে তখন আর দুই রুমে সংকুলান হয় না।" আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তা সবচেয়ে বেশি উপকারী। তিনি আরও বলেন "…..বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে ভর্তি ও বই পত্র কেনার উপযুক্ত সময়। ঐ সময়ে অর্থ সহায়তা প্রদান করলে এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উপকার হয়।"

এককালীন অর্থ সহায়তা সাধারণত চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য দেওয়া হয়। আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের খাদ্য চাহিদা পূরণে কতটুকু সহায়ক জানতে চাইলে মুখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী নুসরাত-এ-ইলাহী, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সদর, সিলেট জানান "উপকারভোগীরা যেহেতু এটা বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে পায়। তাই এ সময় তারা সুষম খাবার গ্রহণ করে উৎসব উদ্‌যাপনের মত।" তিনি আরও জানান "এই অর্থ সহায়তা বস্ত্র/ পোশাকের চাহিদা পূরণে সহায়ক.... এই অর্থ সহায়তা বাসস্থান/ঘরের প্রয়োজনীয় মেরামত সংশ্লিষ্ট কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।" চা বাগানের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন "বাগানে সরকারি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, তবে বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যা যথেষ্ট নয়। এই অর্থ সহায়তার টাকা দিয়ে তারা শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করে থাকে।" তিনি আরও জানান "বাগান ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে, তবে তা যথেষ্ট নয়। সেক্ষেত্রে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তরা প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা কাজে ব্যয় করে থাকে।"

সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সমাজসেবা অধিদপ্তর চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। ফোকাস দল আলোচনা-৩ এ অংশগ্রহণকারী একজন সদস্য বলেন," মোবাইলে টাকা গ্রহণে বেশি সমস্যা হচ্ছে, উপকারভোগীদের অধিকাংশের মোবাইল নেই, তাদের সচেতনতার অভাব, কখনও তারা দোকানে গিয়ে, পিন নম্বর বলে দেয় এজন্য নগদ টাকা অথবা চেকের মাধ্যমে প্রদান করা যেতে পারে অথবা ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে" ।

সকলে সহায়তা পায় না। কিন্তু, সবাইকে দেওয়া প্রয়োজন। সহায়তার পরিমাণ বাড়ানো প্রয়োজন। আপদকালীন সময়তো সকলের একই রকম। তাই, এই অর্থ সহায়তা সবার পাওয়া উচিত। জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাস আপদকালীন সময়। সহায়তার টাকাটা জানুয়ারি মাসে দিলে ভাল হয়। তাছাড়া, শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করা ও গবাদি পশু পালনে প্রশিক্ষণের বিষয়ে মতামত দেন। কেস স্টাডি-২, এ অংশগ্রহণ করেন জুলেখা (ছদ্মনাম), মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার সাতগাও চা-বাগানের একজন চা-শ্রমিক। তিনি প্রত্যাশা করেন, চা শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সমাজসেবা অধিদপ্তর কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেন "সকল চা-শ্রমিককে এই অর্থ সহায়তার আওতায় আনতে হবে; সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে; জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ বছরের শুরুতে অর্থ সহায়তার টাকা পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে; শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে; যাদের পরিবারে কর্মক্ষম মানুষ রয়েছে তাদেরকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে; শিক্ষিত ছেলেদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দিলে উপকার এবং পরিবারের সদস্যদের গবাদি পশু পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিলে উপকার হয়"। মুখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী জনাব মোঃ শাহজাহান, উপপরিচালক, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, সমাজসেবা অধিদপ্তর. আগারগাঁও, ঢাকা প্রত্যাশা করেন "চা শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি ও শ্রমিকদের পরিবারের বেকার সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।"

পঞ্চম অধ্যায়

প্রধান ফলাফল ও সার্বিক আলোচনা

প্রধান ফলাফল ও সার্বিক আলোচনা (Major Findings and Discussion)

৫.১ গবেষণার প্রধান ফলাফল

“সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন” শীর্ষক গবেষণার পরিমাণগত ও গুণগত উভয় পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করে ফলাফল বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য জরিপ পদ্ধতি এবং গুণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য ফোকাস দল আলোচনা (FGDs), কেস স্টাডি (Case Study) ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) পরিচালনা করা হয়েছে। পরিমাণগত তথ্য তৃতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত গুণগত তথ্য তথা ফোকাস দল আলোচনা (FGDs), কেস স্টাডি (Case Study) ও মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (KIIs) এর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করা হয়েছে। তথ্য পর্যালোচনা ও গবেষণা ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ সহায়তার প্রভাবে চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। তাদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জিত হচ্ছে। সমাজে এবং পরিবারে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চা শ্রমিকের কাজের পাশাপাশি কেউ কেউ নিজেদের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণের হাস মুরগী, গরু ছাগল পালন করছে। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ সহায়তার প্রভাবে চা-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে; পারিবারে তাদের মতামতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে; তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। আপদকালীন সময়ে তারা প্রধানত যে খাদ্য সমস্যার সম্মুখীন হতো অর্থ সহায়তার মাধ্যমে তাদের খাদ্যের সংকট পূরণ হচ্ছে। ঘরে-বাইরে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে। তাদের সন্তানেরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে। বাংলাদেশে বর্তমানে চা-শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ভূমিকা কতটা যথার্থ তার মূল্যায়নে গবেষণার পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত চিত্র পাওয়া যায়-

(ক) চা-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা

গবেষণায় পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে ৩টি চা বাগানের মোট ১২০ জন সদস্যের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। চা-শ্রমিকরা অর্থ সহায়তার টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাতে ব্যবহার করে। উপকারভোগীর নিকট হতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে একাধিক উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের প্রাপ্ত অর্থ ব্যয়ের খাত সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৫.০০% উপকারভোগী খাদ্য দ্রব্য ক্রয় খাতে ব্যয় করেন, ৬৬.৬৭% উপকারভোগী শিক্ষা বাবদ ব্যয় করেন, ৪৯.১৭% উপকারভোগী চিকিৎসা বাবদ ব্যয় করেন, ৪৭.৫০% উপকারভোগী বাসস্থান মেরামত খাতে ব্যয় করেন, ১৩.৩৩% উপকারভোগী ছাগল ক্রয় খাতে ব্যয় করেন এবং ২.৫০% উপকারভোগী হাস-মুরগী ক্রয় খাতে ব্যয় করেন, ১.৬৭% উপকারভোগী বৈদ্যুতিক বিল প্রদান খাতে ব্যয় করেন, এবং ০.৮৩% উপকারভোগী কৃষি কাজে ব্যয় করেন।

অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে সদস্যদের মৌলিক/ অন্যান্য চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ হতো না। তারা নানা ধরনের প্রাত্যহিক সমস্যার সম্মুখীন হতেন। অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত হয়ে তারা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছেন। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৬৪.১৭% উপকারভোগী খাদ্য সুবিধা পেয়েছেন, ৪৫.০০% উপকারভোগী শিক্ষা সুবিধা পেয়েছেন, অপর ৩৯.১৭% উপকারভোগী চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন, ৩৪.১৭% উপকারভোগী বস্ত্র সুবিধা পেয়েছেন, ১১.৬৭% উপকারভোগী বাসস্থান মেরামতের সুযোগ পেয়েছেন, ৫.৮৩% উপকারভোগী চিত্তবিনোদন সুবিধা পেয়েছেন, ১.৬৭% উপকারভোগীর ঋণ পরিশোধে সহায়ক হয়েছে এবং ০.৮৩% উপকারভোগীর কৃষি কাজে সহায়ক হয়েছে।

ফলাফল পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, উপকারভোগীদের অধিকাংশই অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে অসচ্ছল ছিলেন, বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু অর্থ সহায়তা প্রাপ্ত হয়ে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে তারা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করছেন, ফলে তাদের আয় বেড়েছে, পরিবারে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের সন্তানদের শিক্ষা দানে সক্ষমতা অর্জন করেছেন।

(খ) মৌলিক চাহিদা পূরণ

পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষণায় পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে দেখা যায়, আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৫১.৬৭% উপকারভোগী তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ভালো, ৪৫.০০% উপকারভোগী তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা খুব ভালো, অপর ৩.৩৩% উপকারভোগী তাদের পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা স্বাভাবিক। তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, এ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তাপ্রাপ্তির পূর্বে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতেন, সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৯৫.৮৩% উপকারভোগী পুষ্টিহীনতার সম্মুখীন হতেন, ৬৪.১৭% উপকারভোগী চিকিৎসা সমস্যার সম্মুখীন হতেন, অপর ৬০.৮৩% উপকারভোগী বস্ত্রের সমস্যার সম্মুখীন হতেন, ৩০.১৭% উপকারভোগী শিক্ষা সামগ্রীর অভাবের সম্মুখীন হতেন, ১২.৫০% উপকারভোগী শিক্ষা সামগ্রীর অভাবের সম্মুখীন হতেন, ১৫.০০% উপকারভোগী বাসস্থান সমস্যার সম্মুখীন হতেন, এবং ১১.৬৭% উপকারভোগী বিনোদন সামগ্রীর অভাবের সম্মুখীন হতেন। অর্থ সহায়তাপ্রাপ্তির পর তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়ক হয়েছে। ফোকাস দল আলোচনা-২ এ অংশগ্রহণকারী একজন সদস্য বলেন *"অর্থ সহায়তার টাকা দিয়ে লেখাপড়ার খরচ, দোকানে বাকী পরিশোধ, ঋণের কিস্তি পরিশোধ, মাস্টারের বেতন, টিউশন ফি ও হাস-মুরগী ক্রয় করি.....হাস মুরগী পালন করলে, ছাগল পালন করলে, গাভী পালন করলে উপকার বেশি হয়। আমাদের অনেকেই এ কাজ করে..।"* অর্থ সহায়তার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধিত হয়েছে ফলে তাদের মতামতের গুরুত্ব বেড়েছে; পরিবারে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে; এই অর্থ সহায়তার মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) চা-শ্রমিকদের খাদ্য চাহিদা পূরণ

এই অর্থ সহায়তার মাধ্যমে সর্বমোট ১২০ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৬৪.১৭% উপকারভোগী খাদ্য সুবিধা পেয়েছেন, ৪৫.০০% উপকারভোগী শিক্ষা সুবিধা পেয়েছেন, অপর ৩৯.১৭% উপকারভোগী চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন, ৩৪.১৭% উপকারভোগী বস্ত্র সুবিধা পেয়েছেন, ১১.৬৭% উপকারভোগী বাসস্থান মেরামতের সুযোগ পেয়েছেন, ৫.৮৩% উপকারভোগী চিত্তবিনোদন সুবিধা পেয়েছেন, ১.৬৭% উপকারভোগীর ঋণ পরিশোধে সহায়ক হয়েছে এবং ০.৮৩% উপকারভোগীর কৃষি কাজে সহায়ক হয়েছে।

গুণগত গবেষণার কেস স্টাডি-২ এ অংশগ্রহণকৃত সুলেখা, মৌলভীবাজার জেলার, শ্রীমঙ্গল উপজেলার সাতগাও চা বাগানের একজন চা শ্রমিক জানান, *"সহায়তা প্রাপ্তির ফলে আমাদের সকল ক্ষেত্রেই সহায়ক হয়। কেউ আমরা খাদ্যের পাশাপাশি পোশাক কিনি, ছেলে মেয়েদের স্কুল কলেজের বেতন দেই। বই পুস্তক কিনি...."*।

(ঘ) শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ

গবেষণায় পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১২০ জন সদস্যের মধ্যে ৯৬.৬৭% উপকারভোগী মনে করেন আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তার মাধ্যমে তারা তাদের সন্তানের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করতে পারছেন। গুণগত গবেষণায় মুখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার এ অংশগ্রহণকারী জনাব মো: সুয়েব হোসেন চৌধুরী, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। তিনি বলেন "..... অর্থ সহায়তার টাকা তারা খাদ্যদ্রব্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় করে থাকেন। শুকনো মৌসুমে যখন তাদের উপার্জনে চরম ঘাটতি থাকে এ সময় উক্ত অনুদান তাদের জন্য খুবই ফলদায়ক হয়।" ফোকাস দল আলোচনা-২ এ অংশগ্রহণকারী একজন সদস্য বলেন "জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি মাসে টাকা পেলে বেশি উপকার হয়। তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশি উপকার হতো। ভর্তি ফি, উপকরণ ক্রয়ে সুবিধা হতো।"

গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায়, অর্থ সহায়তার টাকার মাধ্যমে উপকারভোগীদের সন্তানের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কেস স্টাডি-১ অংশগ্রহণকারী বিউটি বেগম, চট্টগ্রাম জেলার, ফটিকছড়ি উপজেলার নেপচুন চা-বাগানের একজন চা-শ্রমিক। "তিনি জানান, অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তার সব চাহিদা পূরণ হতো না। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া এবং চিকিৎসার খরচ মিটতো না। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ হতো না। পুষ্টির চাহিদাও অপূর্ণ থাকতো। এই অর্থ সহায়তা তার চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে। আমার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।"

(ঙ) বাসস্থানের চাহিদা পূরণ

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদত্ত অর্থ সহায়তা চা-শ্রমিকদের আবাসনের চাহিদা পূরণে সহায়তা করছে। যদিও চা-শ্রমিকরা সংশ্লিষ্ট চা বাগানে বসবাস করে। বাগান কর্তৃপক্ষ স্থায়ী শ্রমিকদের আবাসন এর ব্যবস্থা করে। গুণগত গবেষণার কেস স্টাডি-২ এ অংশগ্রহণকৃত জুলেখা (ছদ্মনাম), মৌলভীবাজার জেলার, শ্রীমঙ্গল উপজেলার সাতগাও চা বাগানের একজন চা শ্রমিক জানান, তিনি বলেন "সমাজসেবার সহায়তার পাওয়ার পূর্বে আরও অনেক কষ্টে ছিলাম। খাদ্য সমস্যার সাথে সাথে সন্তানের পড়াশোনা, ঘরের সমস্যা, NGO-এর কিস্তির সমস্যাসহ নানা সমস্যায় ছিলাম।.....প্রথম অর্থ সহায়তার টাকা পেয়ে ঘরের চালার জন্য টিন কিনি। ঘর মেরামতের কাজ করি। ...এই টাকাটা যদি বছরের শুরুতে অর্থাৎ জানুয়ারি মাসে পাই তাহলে খুব বেশি উপকার হয়"। আপদকালীন অর্থ সহায়তা তাদের বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ফোকাস দল আলোচনা-৩ এ অংশগ্রহণকারী একজন সদস্য বলেন একজন সদস্য বলেন "ঘরের টিন লাগানোর কাজে অনেকে ব্যয় করে থাকে। আবার কেহ ঘরের অন্যান্য মেরামতের কাজে লাগায়। অনেকে বাগানের দেয়া ঘর বর্ধিত করণের কাজে ব্যয় করে থাকে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেলে তখন আর দুই রুমে সংকুলান হয় না।" আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা দিয়ে ৫১ জন উপকারভোগী বাসস্থান মেরামতের কাজ করেছেন।

(চ) পোশাকের চাহিদা পূরণ

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদত্ত অর্থ সহায়তা চা-শ্রমিকদের পোশাকের চাহিদা পূরণে সহায়তা করছে। গুণগত গবেষণায় মুখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার এ অংশগ্রহণকৃত মো: সুয়েব হোসেন চৌধুরী, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার জানান " চা-শ্রমিকরা চাহিদা অনুযায়ী পোশাক ক্রয় করতে অসামর্থ্য। কিছু চা-শ্রমিক উক্ত অনুদান পেয়ে পোশাকের চাহিদা কিয়দাংশ পূরণ করে থাকে।" গুণগত গবেষণায় মুখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার-এ অংশগ্রহণকৃত নুসরাত-এ-ইলাহী, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সদর, সিলেট জানান "এই অর্থ সহায়তা বস্ত্র/পোশাকের চাহিদা পূরণে সহায়ক.... এই অর্থ সহায়তা বাসস্থান/গৃহায়নের প্রয়োজনীয় মেরামত সংশ্লিষ্ট কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।" কেস স্টাডি-২ এ অংশগ্রহণকৃত সুলেখা, মৌলভীবাজার জেলার, শ্রীমঙ্গল উপজেলার সাতগাও চা বাগানের একজন চা শ্রমিক জানান, "সহায়তা প্রাপ্তির ফলে আমাদের সকল ক্ষেত্রেই সহায়ক হয়। কেউ আমরা খাদ্যের পাশাপাশি পোশাক কিনি, ছেলে মেয়েদের স্কুল কলেজের বেতন দেই ...."। আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির ফলে ১০৯ জন উপকারভোগী তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় পোশাকের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছে।

(ছ) চিত্তবিনোদন চাহিদা পূরণ

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদত্ত অর্থ সহায়তা চা-শ্রমিকদের চিত্তবিনোদনের চাহিদা পূরণে সহায়তা করছে। এককালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির ফলে ৯৯ জন উপকারভোগী তাদের চিত্তবিনোদনের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। গুণগত গবেষণায় মুখ্য সেবাদাতার সাক্ষাৎকার এ অংশগ্রহণকৃত নুসরাত-এ-ইলাহী, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সদর, সিলেট জানান "চিত্তবিনোদনে ও তাদের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে অর্থ সহায়তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"

(জ) সামাজিক সুরক্ষা ও পারিবারিক মর্যাদা

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদত্ত অর্থ সহায়তা চা-শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ও মর্যাদা দানে সহায়ক হয়েছে। এককালীন অর্থ সহায়তা পেয়ে ১২০ জন উপকারভোগী মনে করেন তাদের মর্যাদা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে। কেস স্টাডি-২ এ অংশগ্রহণকৃত সুলেখা, মৌলভীবাজার জেলার, শ্রীমঙ্গল উপজেলার সাতগাও চা বাগানের একজন চা শ্রমিক জানান, তিনি বলেন "এ অর্থ সহায়তার কারণে পরিবারের সকলে আমাকে অনেক বেশি সম্মান করে। আমার মতামতের আরও বেশি গুরুত্ব দেয়। আমি বাড়িতে ছোট করে হলেও প্রতিমার জন্য ঘর তৈরি করতে পেরেছি। এ কাজে পরিবারের সকলে আমাকে সহযোগিতা করেছে"।

(ঝ) সামাজিক উন্নয়ন ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি

সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির এককালীন আর্থিক সহায়তা চা-শ্রমিকদের সামাজিক উন্নয়ন এবং পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। চা-শ্রমিকদের যখন কোনো কাজ থাকেনা অর্থাৎ যখন তাদের আপদকালীন সময়, তখন তাদের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এককালীন অর্থ সহায়তা তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও আত্ম মর্যাদা

বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ফলে সমাজ ও পরিবারে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ কর্মসূচির ফলে পিছিয়ে পড়া চা-শ্রমিকরা সমাজের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, যা তাদের সামাজিক মর্যাদার ভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

গবেষণার ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এককালীন আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে চা-শ্রমিকদের সন্তানের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কেস স্টাডি-১ অংশগ্রহণকারী বিউটি বেগম (ছদ্মনাম), চট্টগ্রাম জেলার, ফটিকছড়ি উপজেলার নেপচুন চা-বাগানের একজন চা-শ্রমিক। তার মতে, 'অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে তার সব চাহিদা পূরণ হতো না। ছেলেমেয়ের লেখাপড়া এবং চিকিৎসার খরচ মিটতো না। অর্থনৈতিক সকল চাহিদাও পূরণ হতো না। পুষ্টির চাহিদাও অপূর্ণ থাকতো। এই অর্থ সহায়তা তার চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে। সমাজ ও পরিবারে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।" তাছাড়া, জরিপে অংশগ্রহণকারী ১০০% চা-শ্রমিক মনে করেন এককালীন আর্থিক সহায়তা তাদের আত্ম মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

এই গবেষণায় পরিচালিত জরিপের ফলাফল, কেস স্টাডির (Case Study) ফলাফল ও ফোকাস দল আলোচনার (Focus Group Discussion) ফলাফল এবং মুখ্য সেবাদাতাদের সাক্ষাৎকার (Key Informants Information) বিশ্লেষণ করলে সার্বিকভাবে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি প্রদত্ত অর্থ সহায়তার ইতিবাচক প্রভাব ফুটে উঠেছে। উপকারভোগীরা অধিকাংশই অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে অসচ্ছল ছিলেন, বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন, পরিবারে তাদের গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির পর তারা তাদের মৌলিক চাহিদাসহ অন্যান্য চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে। ফলে তাদের আয় বেড়েছে, পরিবারে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে, তারা নিজেদেরকে আত্মনির্ভরশীল করতে সক্ষম হচ্ছেন, তাদের সন্তানদের শিক্ষা দানে সক্ষম হচ্ছেন এবং তাদের কেউ কেউ আয়ের একটা অংশ সঞ্চয় করতে সক্ষম হচ্ছেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপকারভোগী চা-শ্রমিকদের ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে; তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে; এই অর্থ সহায়তা তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে সহায়ক হয়েছে। সমাজ ও পরিবারে তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার ও সুপারিশমালা

৬.১ উপসংহার ও সুপারিশমালা

গবেষণার পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, চা-শ্রমিকরা চরম দারিদ্র্য এবং নানা ধরনের সামাজিক বৈষম্যের শিকার। চা-শ্রমিকরা সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তারা পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার। তারা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং মানবাধিকার সমুন্নত রাখার জন্য চা-শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এটি সামাজিক পরিবর্তনের ভিত্তি তৈরিতে সহায়তা করে। চা-শ্রমিকদের জীবনমানের উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর চা-শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে তাদের আপদকালীন সময়ের জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। ফলে চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ে মৌলিক চাহিদাসহ অন্যান্য প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হয়েছে।

আপদকালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপদকালীন সময়ে চা-শ্রমিকদের ও তার পরিবারের মৌলিক ও অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো না। তারা অসচ্ছল জীবন যাপন করতো। অর্থ সহায়তা সাধারণত খাদ্য ক্রয়, সন্তানের লেখাপড়ার কাজে, ছাগল ক্রয় কাজে, পোশাক ক্রয় ও ঔষধ ক্রয়ের কাজে লাগে। এই আর্থিক সহায়তা পরিমাণে কম হলেও আপদকালীন সময়ে তাদের অনেক উপকারে আসে। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে ভালো হয়। এই অর্থ সহায়তা দিয়ে তাদের খাদ্য, পোশাক ও সন্তানের শিক্ষা উপকরণ ক্রয় ও বাগানের বাইরে উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা আছে সেখানে তাদের সন্তানরা বেতন দিয়ে লেখাপড়া করে। অর্থ সহায়তা দিয়ে তারা সন্তানদের স্কুলের বেতন দেয়। জানুয়ারি মাসে এই টাকাটা পেলে সবচেয়ে বেশি উপকার হয়। জানুয়ারি-মার্চ এই তিন মাসে তাদের আয় করার সুযোগ কম। অর্থ সহায়তায় চা-শ্রমিকদের আয়ের পরিমাণ বেড়েছে। তবে, তারা কিছু সঞ্চয় করতে পারেনা বা আগ্রহী হয় না। আপদকালীন সময়ে প্রয়োজন হলে তারা লোন নিয়ে প্রয়োজন পূরণ করে। তাই অর্থ সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচিটি আরো বেশি গতিশীল করার জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে নিম্নবর্ণিত মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরা হলো:

- চা-শ্রমিকদের মজুরি অনেক কম। তারা তাদের আয় দ্বারা মৌলিক চাহিদা পূরণে সমর্থ নন। চা বাগানের কাজের পাশাপাশি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা যেতে পারে যেন তাদের পরিবারের কর্মহীন সদস্যগণ কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন। সারাদেশে প্রায় দুই লক্ষ ষাট হাজার স্থায়ী ও অস্থায়ী চা শ্রমিক আছে। তাদের সবাইকে এই এককালীন আর্থিক সহায়তার আওতায় আনা প্রয়োজন। একই সাথে বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে তাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা জরুরি;
- সকল চা-শ্রমিক অর্থ সহায়তা পাচ্ছে না। পর্যায়ক্রমে সকল স্থায়ী এবং অস্থায়ী চা-শ্রমিককে এই অর্থ সহায়তার আওতায় আনতে হবে। কারণ, আপদকালীন সময়টা সবার জন্য একই রকম। এই অর্থ সহায়তাটা সবার পাওয়া উচিত। সবাই পেলে সকলে মিলে তারা ভালো থাকতে পারবে;
- জানুয়ারি-মার্চ মাস চা-শ্রমিকদের সবচেয়ে আপদকালীন সময়। সেকারণে, চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময়ের শুরুতে তথা জানুয়ারি মাসে অর্থ সহায়তার টাকা উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ নিশ্চিত করলে এ কর্মসূচি আরও বেশি কার্যকর হবে;

- আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। যে পরিমাণ অর্থ সহায়তা দেওয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাই অর্থ সহায়তার পরিমাণ ৬,০০০/- টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০,০০০/- টাকা করা যেতে পারে;
- চা-শ্রমিকদের জটিল রোগের চিকিৎসা সেবা অপ্রতুল। বাগানের ভিতরে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে। গুরুতর রোগীরা যেন দ্রুত Ambulance সেবা পায় সে বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে রোগী কল্যাণ সমিতি ছাড়াও আলাদা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে;
- চা-শ্রমিকদের বিশুদ্ধ পানীয় জলের এবং স্যানিটেশন এর সমস্যা রয়েছে। নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা সর্বত্র নাই বললেই চলে। তাদের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন এর ব্যবস্থা করতে হবে;
- প্রত্যেকটি বাগানে চা-শ্রমিকদের বসবাসের জন্য বাসস্থান ভিন্ন ধরনের। কোনো চা বাগান প্রদত্ত ঘর বা বাসস্থান বসবাসের উপযোগী; আবার, কোনো চা বাগান কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত বাসস্থান বসবাসের উপযোগী নয়। কখনও তারা নিজেদের মত করে মেরামত করে, আবার কখনও বর্ধিতকরণ করে বসবাস করে। বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে চা শ্রমিকদের জন্য টেকসই আবাসন নির্মাণ করা যেতে পারে;
- যখন কোনো কাজ থাকে না সেই সময়ের জন্য কোন আয় বর্ধনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে;
- স্কুলে শিশুদের ভর্তি বাধ্যতামূলক করা এবং তাদের স্কুল ও কলেজগামী সন্তানদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- চা-শ্রমিকের পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী অনুদান/ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রতিটি পরিবারের শিক্ষিত সদস্যদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
- চা-শ্রমিকদের পরিবারের আগ্রহী সদস্যদের জন্য ড্রাইভিং ও মেকানিকাল বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে, এবং পরিবারের সদস্যদের গবাদি পশু পালন এবং সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে;
- চা-শ্রমিকরা বাগানে কাজ করার পাশাপাশি যেন গবাদি পশুপালন সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসা করতে পারে সে জন্য সুদমুক্ত ঋণ/ অনুদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;
- তাদের খেলাধুলা ও চিত্ত বিনোদনের উপযুক্ত পরিবেশ নাই। তাদের খেলাধুলার জন্য মাঠ এবং এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- চা বাগান মালিক ও চা-শ্রমিকদের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; এবং
- মোবাইলে টাকা গ্রহণে তাদের বেশি সমস্যা হচ্ছে। কারণ, উপকারভোগীদের অধিকাংশের মোবাইল নেই। তাদের সচেতনতার অভাব, কখনও তারা দোকানে গিয়ে পিন নম্বর বলে দেয় এবং প্রতারণার শিকার হয়। এজন্য নগদ টাকা অথবা চেকের মাধ্যমে অর্থ সহায়তার টাকা প্রদান করা যেতে পারে অথবা ব্যাংক হিসাবে এককালীন আর্থিক সহায়তার অর্থ প্রদান করা যেতে পারে।

উপরিউক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত অর্থ সহায়তা চা-শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। তাদের সামাজিক সুরক্ষা ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) ১ (সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান), ২ (ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার), ৩ (সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ), জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র (NSSS) এবং সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

তথ্যসূত্র

বাংলাদেশ চা বোর্ড. (২০২৩, সেপ্টেম্বর ২৭). *চা বাগানের তালিকা.* বাংলাদেশ চা বোর্ড. Retrieved এপ্রিল ২৪, ২০২৫, from https://teaboard.gov.bd/site/page/77c5802c-8aa8-4d93-ad31-07807f4edd0f/%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE

Azorin, J. M., & Cameron, R. (2010). The application of mixed methods in organizational research: A literature review, *The Electronic Journal of Business Research Methods*, 8(2), 95e105

Kamruzzaman, P. (2014). *Poverty Reduction Strategy in Bangladesh: Re-thinking Participation in Policy Making*. Policy Press

Miles, M.B. & A. M. Huberman (1994) *An Expanded Sourcebook: Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks, CA: SAGE.

Department of Social Services. (2024, August 12). *Tea-Laborer-and-Underprivileged*. Department of Social Services. Retrieved on March 09, 2025, from Tea-Laborer-and-Underprivileged - Department of Social Services-Government of the People\'s Republic of Bangladesh

Ministry of Social Welfare. (2022, December 12). *Living standard Development program for Tea Garden Labours*. Retrieved on March 09, 2025, from Tea-Garden-Labour - Ministry of Social Welfare-Government of the People\'s Republic of Bangladesh

Bangladesh Bureau of Statistics. (2022, March 5). Latest Publications. Retrieved on March 09, 2025, from - - Bangladesh Bureau of Statistics-Government of the People\'s Republic of Bangladesh

Bangladesh Tea Board (2022, March 03). Annual Reports. Retrieved on March 09, 2025, from Publications- - Bangladesh Tea Board-Government of the People\'s Republic of Bangladesh

সমাজসেবা অধিদপ্তর (২০২৪, আগস্ট ১২). *চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি.* সমাজসেবা অধিদপ্তর. Retrieved এপ্রিল ৩০, ২০২৫, from https://dss.gov.bd/site/page/03c042fc-956e-4e36-9694-11f2efdffb74/%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%93-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%B0

দেবু, দ., & সরকার, ক. (২০২১, মে ২০). *যে জীবন চা-শ্রমিকদের.* (২০২১, মে ২০). newsbangla.com Retrieved মে ১৫, ২০২৫, from **https://www.newsbangla24.com/special/138282/%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-**

আজিজ, আ. (২০২৫, মে ১). চা শ্রমিকদের জীবন: সামান্য বেতনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম. রাইজিং বিডি. Retrieved মে ০২, ২০২৫, from https://www.risingbd.com/bangladesh/news/৬০৪৫৬৯

বিডি নিউজ ২৪. (২০২৫, মে ১). *মৌলভীবাজারের চা শ্রমিকদের বঞ্চনার জীবন.* বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর. Retrieved মে ৫, ২০২৫, from **https://bangla.bdnews24.com/samagrabangladesh/ac9d24a115e1**

চৌধুরী, প. হ. (২০২১, জুন ২১). *চা শ্রমিকদের জীবন কাহিনি.* বাংলা ট্রিবিউন. Retrieved এপ্রিল ২৫, ২০২৫, from **https://www.banglatribune.com/others/686617/%E0%A6%9A%E0%A6%BE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%80**

পরিশিষ্ট সমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি
আগারগাঁও, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-১

গবেষণার শিরোনাম: **সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন**

সাক্ষাৎকার অনুসূচি (Interview Schedule)

[এই গবেষণাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, আগারগাঁও, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত। এ গবেষণায় সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নে নিম্নোক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এবং সেক্ষেত্রে আপনার মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করছি। নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলি কেবল গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে]

"ক" বিভাগ: জনমিতিক ও আর্থ-সামাজিক তথ্য

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
০১.	উত্তরদাতার নাম:	
০২.	পিতার নাম:	
০৩.	মাতার নাম:	
০৪.	স্বামীর নাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):	
০৫.	বয়স:	…….. বছর……মাস
০৬.	শিক্ষাগত যোগ্যতা:	১. নিরক্ষর ২. সাক্ষরজ্ঞান ৩. প্রাথমিক ৪. মাধ্যমিক ৫. উচ্চ মাধ্যমিক ৬. স্নাতক ৭. স্নাতকোত্তর ৮. অন্যান্য…… (নির্দিষ্ট করুন)
০৭.	পেশা:	
০৮.	ধর্ম:	১. মুসলিম ২. হিন্দু ৩. বৌদ্ধ ৪. খ্রিষ্টান ৫. অন্যান্য…… (নির্দিষ্ট করুন)
০৯.	বর্তমান ঠিকানা:	গ্রাম:……, ডাকঘর: …….. উপজেলা:……, জেলা: ……..
১০.	স্থায়ী ঠিকানা:	গ্রাম: ……., ডাকঘর: …… উপজেলা: ……., জেলা: …… ফোন/মোবাইল:
১১.	পরিবারের সদস্য সংখ্যা:	
১২.	উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা:	

“খ” বিভাগঃ শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য, গৃহায়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
১.	বর্তমানে আপনি কি চা বাগানের কাজ ব্যতিত অন্য কোন আয়বর্ধনমূলক কাজের বা পেশার সাথে যুক্ত আছেন?	১. হ্যাঁ ২. না
২.	উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি বর্তমানে অন্য কোন পেশা/কাজের সাথে যুক্ত আছেন?	
৩.	আপনার প্রদিনের আয় কত? বা মাসে আপনি কত টাকা বেতন পান?	
৪.	আপনি কি বর্তমানে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ আছেন?	১. হ্যাঁ ২. না
৫.	উত্তর না হলে, আপনি বর্তমানে কোন কোন স্বাস্থ্য সমস্যায়/ রোগে ভুগছেন? (একাধিক উত্তর গ্রহণযোগ্য)	১. ২.
৬.	আপনি বর্তমানে কি কোন মানসিক সমস্যায় ভুগছেন? ভুগলে কি কি সমস্যায় আছেন?	১. দুশ্চিন্তা ২. বিষণ্ণতা ৩. মানসিক অবসন্নতা ৪. মানসিক বিকৃতি ৫. ভয়/ অবিশ্বাস ৬. অন্যান্য…….. (নির্দিষ্ট করুন)
৭.	আপনার বসতবাড়ি/ ঘর কোন ধরনের?	১. পাকা বাড়ি (ইটের তৈরি) ২. কাঁচা বাড়ি (মাটির তৈরি) ৩. টিনের ঘর ৪. বাঁশ পাতার ছাউনি ৫. সরকারি আবাসন প্রকল্পে ৬. অন্যান্য…… (নির্দিষ্ট করুন)
৮.	আপনি যে বাড়িতে বসবাস করছেন তার মালিকানা নির্দেশ করুনঃ	১. নিজের বাড়ি ২. ভাড়া বাসা ৩. আত্মীয়ের বাড়ি ৪. অন্যান্য……(নির্দিষ্ট করুন)
৯.	আপনি বা আপনারা যেখানে বসবাস করেন তা আপনার বসবাসের উপযোগী কিনা?	১. খুব বেশি ২. বেশি ৩. স্বাভাবিক ৪. কম ৫. খুব কম
১০.	আপনার কাজ কি স্থায়ী না কি অস্থায়ী?	১. স্থায়ী ২. অস্থায়ী
১১.	অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাইরে আপনি আর কি কি কাজ করতে পছন্দ করেন?	১. বিনোদন ২. গান-বাজনা ৩. রূপসজ্জা ৪. খেলাধুলা ৫. অন্যান্য…… (নির্দিষ্ট করুন)
১২.	আপনার পরিবার আপনার মতামতকে কেমন গুরুত্ব দেয়?	১. খুব গুরুত্ব দেয় ২. গুরুত্ব দেয় ৩. মোটামুটি গুরুত্ব দেয় ৪. কম গুরুত্ব দেয় ৫. খুবই কম গুরুত্ব দেয়

"গ" বিভাগ: পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক সম্পর্কিত তথ্যাবলি

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
১.	আপনি কি আপনার পরিবারের সাথে বসবাস করেন?	১. হ্যাঁ ২. না
২.	উত্তর হ্যাঁ হলে, পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?	১. খুব ভালো ২. ভালো ৩. স্বাভাবিক ৪. খারাপ ৫. খুব খারাপ
৩.	উত্তর না হলে, আপনি কাদের সাথে বসবাস করেন?	১. আত্মীয়ের সাথে ২. এককভাবে বসবাস ৩. পেইং গেস্ট হিসেবে ৪. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৪.	আপনি যাদের সাথে বসবাস করেন তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন?	১. খুব ভালো ২. ভালো ৩. স্বাভাবিক ৪. খারাপ ৫. খুব খারাপ
৫.	পরিবারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কেমন?	১. খুব ভালো ২. ভালো ৩. স্বাভাবিক ৪. খারাপ ৫. খুব খারাপ

"ঘ" বিভাগ: আপদকালীন অর্থ সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যাবলী [অর্থ সহায়তা প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে]

ক্রমিক	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
১.	প্রাপ্ত অর্থ সহায়তার পরিমাণ	
২.	প্রথম অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির সময়/ তারিখ	
৩.	আপনার অর্থ সহায়তা পেতে কত মাস/ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে?	১. ১ মাস ২. ৩ মাস ৩. ৬ মাস ৬. ১২ মাস (১ বছর)
৪.	এ পর্যন্ত আপনি কত টাকা অর্থ সহায়তা পেয়েছেন এবং কতবার পেয়েছেন?	.....টাকা
৫.	আপদকালীন অর্থ সহায়তা ব্যতিত অর্থ প্রাপ্তির আপনার অন্য কোন উৎস আছে কি?	১. হ্যাঁ ২. না
৬.	থাকলে, উৎস গুলো কি কি?	১. ২. ৩.
৭.	প্রাপ্ত অর্থ আপনি প্রধানত: কোন খাতে ব্যবহার করেছেন?	১. খাদ্য দ্রব্য ক্রয় ২. শিক্ষা বাবদ ব্যয় ৩. বাসস্থান মেরামত কাজে ব্যয় ৪. চিকিৎসা বাবদ ব্যয় ৫. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
৮.	অর্থ সহায়তার কারণে কি আপনার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে?	১. হ্যাঁ ২. না

ক্রমিক	প্রশ্ন	কোডিং ক্যাটাগরি
৯.	আয় বৃদ্ধি পেলে মাসিক বা বাৎসরিক কত টাকা বেড়েছে?	
১০.	আপনি কি আয়ের কোন অংশ সঞ্চয় করেন?	১. হ্যাঁ ২. না
১১.	উত্তর হ্যাঁ হলে, কোথায় সঞ্চয় করেন?	১. ব্যাংক ২. ব্যক্তিগত তহবিল ৩. কোন ব্যক্তির কাছে জমা ৪. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
১২.	এ পর্যন্ত আপনি কত টাকা সঞ্চয় করেছেন?	.....টাকা
১৩.	অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপনার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?	১. সচ্ছল ২. অসচ্ছল ৩. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
১৪.	অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপনার মৌলিক/ অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো কি?	১. হ্যাঁ ২. না
১৫.	উত্তর না হলে, কোন কোন মৌলিক/ অন্যান্য চাহিদা পূরণে আপনি ব্যর্থ হতেন?	১. খাদ্যের চাহিদা ২. বস্ত্রের চাহিদা ৩. শিক্ষার চাহিদা ৪. চিকিৎসার চাহিদা ৫.বাসস্থানের চাহিদা ৬. চিত্তবিনোদন চাহিদা ৫. অন্যান্য.....(নির্দিষ্ট করুন)
১৬.	আপনার মৌলিক চাহিদা পূরণে এ অর্থ কতটুকু সহায়ক?	১. অধিক ২. মোটামুটি ৩. কম সহায়ক ৪. সহায়ক নয়
১৭.	আপদকালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপনার প্রাত্যহিক জীবনধারণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতেন কি'না?	১. হ্যাঁ ২. না
১৮.	উত্তর হ্যাঁ হলে, আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতেন?	১. পুষ্টিহীনতা ২. চিকিৎসার অভাব ৩. বিনোদন সামগ্রীর অভাব ৪. বস্ত্রের অভাব ৫. আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার অক্ষমতা ৬. নিরাপত্তার অভাব ৭. আত্মীয়/বন্ধুদের সহায়তা প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া ৮. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
১৯.	বর্তমানে এই অর্থ প্রাপ্তির ফলে আপনি কি কি সুবিধা পাচ্ছেন?	১. খাদ্য সুবিধা ২. বস্ত্র সুবিধা ৩. শিক্ষা সুবিধা ৪. চিকিৎসা সুবিধা ৫. বাসস্থান সুবিধা ৬. চিত্তবিনোদন সুবিধা ৫. অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)
২০.	আপনার মৌলিক চাহিদা পূরণে এই অর্থ কতটুকু সহায়ক?	১. অধিক সহায়ক ২. মোটামুটি ৩. কম সহায়ক ৪. সহায়ক নয় ৫. অন্যান্য ..... (নির্দিষ্ট করুন)

"ঙ" বিভাগ: সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারিতা এবং অপকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাবলী

[চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারিতা এবং অপকারিতা সম্পর্কিত নির্ধারক সম্পর্কে আপনার মতামত দিন]

ক্রমিক	বিষয়	হ্যাঁ	না	মন্তব্য নাই
১.	আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা পেয়ে আমি স্বাভাবিকভাবে জীবন নির্বাহ করতে পেরেছি।			
২.	আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা পেয়ে আমি আমার খাদ্য চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ করতে পেরেছি।			
৩.	আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা আমার সন্তানের শিক্ষা ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।			
৪.	আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা আমার বাসস্থানের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে।			
৫.	আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে আমার অর্থনৈতিক সংকট নিরসন হয়েছে।			
৬.	আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির ফলে আমার নিত্য প্রয়োজনীয় পোশাকের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছি।			
৭.	আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তাথেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে আমি আমার চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ করতে পেরেছি।			
৮.	আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত হয়ে আমি আমার চিত্তবিনোদন চাহিদা পূরণ করতে পেরেছি।			
৯.	প্রাপ্ত আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তায় আমার পুষ্টি চাহিদা পুরন করতে পেরেছে।			
১০.	আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত হয়ে বর্তমানে পরিবার ও সমাজ জীবনে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।			
১১.	সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা পেয়ে আমার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে।			

১২.	আপদকালীন সময়ে এককালীন অর্থ সহায়তা প্রাপ্তি আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে কি?	১. হ্যাঁ ২. না
১৩.	উত্তর হ্যাঁ হলে, কি কি মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে?	১. সকলের কাছে আমার মূল্য-মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ২. পরিবারের সদস্যরা সম্মান করে ৩. আমার নেতৃত্ব মেনে নেয় ৪. আমার মতামতকে গুরুত্ব দেয় ৫. আমার আনুগত্য প্রকাশ করে ৬. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
১৪.	উত্তর না হলে, কি কি মর্যাদা কমিয়েছে/হ্রাস করেছে?	১. ২. ৩. ৪. অন্যান্য..... (নির্দিষ্ট করুন)
১৫.	এই সহায়তা আপনার জন্য আর কি কি সহায়ক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?	১. ২. ৩.

“চ” বিভাগ: বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে সুপারিশমালা

চ.	সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি অধিকতর কার্যকর করতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?	
১.	কোন সময় অর্থ সহায়তা প্রদান অধিকতর উপযোগী বলে মনে করেন?	১. ২.
২.	অর্থ সহায়তার পরিমাণ সম্পর্কে মতামত (যদি থাকে)	১. ২.
৩.	অন্যান্য বিষয়ে মতামত (যদি থাকে)	১. ২. ৩. ৪. ৫.

শত ব্যস্ততার মাঝে সময় দিয়ে ধৈর্য ধরে উপাত্ত প্রদানের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ!

উপাত্ত সংগ্রহকারীর স্বাক্ষরঃ.....

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি
আগারগাঁও, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-২

গবেষণার শিরোনাম: **সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন**

কেস স্টাডি নির্দেশিকা (Case Study Guideline)

[এই গবেষণাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত গবেষণায় সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নে নিম্নোক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এবং সেক্ষেত্রে আপনার মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করছি। নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলি কেবল গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার পরিচয় সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে]

উত্তরদাতার নাম:	
পিতার নাম:	
মাতার নাম:	
বয়স:	
শিক্ষাগত যোগ্যতা:	
পেশা:	
ধর্ম:	
বর্তমান ঠিকানা:	গ্রাম:……………………………, ডাক: ………………………………, উপজেলা:…………………………, জেলা:…………………………………
স্থায়ী ঠিকানা:	গ্রাম:……………………………, ডাক: ………………………………, উপজেলা:…………………………, জেলা: …………………………………

১. পারিবারিক তথ্য:

আপনার পারিবারিক বিষয় যদি বলেন (আপনার পরিবারে কে কে আছেন? পরিবার কি একক নাকি যৌথ পরিবার? পরিবারের প্রধান কে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)? সবিস্তারে বলুন)

২. সহায়তা প্রাপ্তি সংক্রান্ত:

সমাজসেবা অধিদপ্তরের অর্থ সহায়তা সম্পর্কে বলুন। (আপনি সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে অর্থ সহায়তা পান কি না? পেয়ে থাকলে কবে থেকে পান? অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপনার পরিবারে সমস্যা হতো কি না? প্রাপ্তির পর থেকে কি কি সুবিধা পাচ্ছেন বলে মনে করেন। সবিস্তারে বলুন)

৩. খাদ্য:

আপনার খ্যাভ্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন (অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে সমস্যা হতো কি না? বর্তমানে আপনার খাদ্য গ্রহণের রুটিন এবং খাদ্য তালিকা সম্পর্কে অনুগ্রহ করে বলুন। খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য চাহিদার মধ্যে মিল আছে কি না? প্রতিদিন সুষম খাদ্য গ্রহণ করেন কি না? সবিস্তারে বলুন)

৪. বস্ত্র/পোষাক:

আপনার চাহিদামত পোশাক প্রাপ্তিতে ঘাটতি আছে কিনা? (অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে সমস্যা হতো কি না? আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী পান কিনা? প্রত্যাশা অনুযয়ী প্রাপ্তিতে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা? সবিস্তারে বলুন)

৫. শিক্ষা:

আপনার সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (শিক্ষাক্ষেত্রে বা লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়গুলো কি ছিল/ পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কারো থেকে উৎসাহ বা আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন কিনা তা উল্লেখ করুন, আর পড়ালেখা না করলে তার কারণ-স্বরূপ বর্ণনা করুন।

৬. স্বাস্থ্য:

আপনার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন (কোন সমস্যায় থাকলে তা উল্লেখ করুন এবং চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকলে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন)

৭. বাসস্থান:

আপনি বর্তমানে যে বাড়ি/ ঘরে বসবাস করছেন তার বর্ণনা দিন (বসতবাড়ির ধরণ এবং মালিকানা, কাঁচা/পাকা, কতটি ঘর, কতজন বসবাস করেন তা উল্লেখ করুন)

৮. চিত্তবিনোদন:

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বাইরে আপনি আর কি কি কাজ (যেমনঃ বিনোদন, গান-বাজনা, রূপসজ্জা, পায়ে হাটা, এবাদত করা, বই পড়া, খেলাধুলা ইত্যাদি) করতে পছন্দ করেন? (বিস্তারিত বলুন)

৯. নেতৃত্ব ও সম্মান:

আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে আপনার ব্যক্তিগত অবস্থান, মর্যাদাগত ভিত্তি, নেতৃত্ব, সাংগঠনিক যোগ্যতা এবং সম্প্রদায়ে আপনার মতামতের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

১০. পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা:

আপনার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (এক্ষেত্রে পরিবারে কাদের সাথে বসবাস করছেন, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন, আপনার বিপদ-আপদে তারা আপনাকে কতটুকু সহযোগিতা করে সে সম্পর্কে বলুন)

১১. আপদকালীন অর্থ সহায়তা:

৯.১ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ সহায়তা সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (এক্ষেত্রে প্রাপ্ত সহায়তার পরিমাণ, প্রাপ্ত সহায়তার সময়কাল, মোট সহায়তার পরিমাণ এবং আপনি কার মাধ্যমে এ কমর্মসূচি সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এ সম্পর্কে বলুন। কোন সময় এ সহায়তা পেলে আরও বেশি উপকার হয়? সহায়তার পরিমাণ, প্রভৃতি সম্পর্কে সবিস্তারে বলুন)

১১.২ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত সহায়তা ব্যতিত আপদকালীন সময়ে আপনার আর অন্য আয়ের উৎস, ব্যয়ের প্রধান ও অন্যান্য খাত সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

১১.৩ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বের এবং পরের আপনার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

১১.৪ সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে অর্থ সহায়তা গ্রহণের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

১১.৫ আপদকালীন সময়ে অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপনার মৌলিক/অন্যান্য চাহিদা পূরণ হতো কি? না হলে, কোন কোন মৌলিক/ অন্যান্য চাহিদা পূরণে আপনি ব্যর্থ হতেন? এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

১১.৬ অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পূর্বে আপনার প্রাত্যহিক জীবনধারণে আপদকালীন সময়ে আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতেন এবং অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির পর সে সমস্যাগুলো কতটুকু সমাধান করতে পেরেছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।
১১.৭ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির মাধ্যমে আপনার কি কি উপকার সাধিত হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন (যেমন; মৌলিক চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক সঙ্কট নিরসন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পোশাকের চাহিদা পূরণ এবং চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি)

১১.৮ সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রদত্ত অর্থ সহায়তা আপনার জীবনমান উন্নয়নে কি কি অবদান রেখেছে বলে, আপনি মনে করেন? (আপনার সন্তানের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কিনা, চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে কি না? বিস্তারিত বলুন)

১১.৯ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ সহায়তার অপকারিতা অর্থাৎ অর্থ সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে এর কোন নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে কি'না সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

১১.১০ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক অর্থ সহায়তা প্রাপ্তি কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে বা কমিয়েছে/ হ্রাস করেছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

১১.১১ আপনার দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থ সহায়তা কতটুকু সহায়ক হয়েছে বলে আপনি মনে করেন, তার বর্ণনা দিন। (বিশেষ করে আপনার আয়ের কোন অংশ সঞ্চয় হয় কি না?)

১২. উপকারভোগীর সমস্যা এবং সমাধানের উপায়:

১২.১ আপনার প্রাত্যহিক জীবনে আপনি বর্তমানে কোন কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (যেমন- সামাজিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা বা মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত সমস্যা ইত্যাদি)

১২.২ আপনি বর্তমানে কি কি সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (যেমন; অর্থ সহায়তা গ্রহণের কারণে হেয় করে দেখা, বন্ধুত্ব করতে না চাওয়া; ও সহযোগিতা করতে না চাওয়া ইত্যাদি)

১২.৩ আপনি বর্তমানে কি কি অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (যেমন; ঋণগ্রস্ততা, দারিদ্রতা, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি)

১২.৪ আপনার বর্তমানে মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত কি কি সমস্যা রয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (যেমন; পুষ্টিহীনতা, চিকিৎসার অভাব ও বাসস্থানের সমস্যা ইত্যাদি)

১২.৫ আপনার বর্তমানে কি কি রাজনৈতিক সমস্যা/অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (যেমন; ভোট দিতে না পারা, ভোট লিস্টে নাম না আসা ও মতামতের গুরুত্ব না দেয়া ইত্যাদি)

১২.৬ আপনার প্রাত্যহিক জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত, রাজনৈতিক এবং অধিকার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কি কি পদক্ষেপ নিলে সমস্যার সমাধান হবে বলে আপনি মনে করেন?

১৩. চা-শ্রমিকদের সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়ন:

১৩.১ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে নিজে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

১৩.২ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে পরিবারের থেকে আপনাদের প্রত্যাশা গুলো কি কি বা পরিবার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

১৩.৩ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে আপনাদের প্রত্যাশা গুলো কি কি বা সমাজসেবা অধিদপ্তর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে আপনি মনে করেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।

শত ব্যস্ততার মাঝে দীর্ঘসময় ধরে সময় দিয়ে ধৈর্য সহকারে উপাত্ত প্রদানের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ!

উপাত্ত সংগ্রহকারীর স্বাক্ষরঃ.....

পরিশিষ্ট-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমাজসেবা অধিদপ্তর

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

আগারগাঁও, ঢাকা।

গবেষণার শিরোনাম: **সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন**

FGD নির্দেশিকা (FGD Guideline)

[এই গবেষণাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত গবেষণায় সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নে নিম্নোক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এবং সেক্ষেত্রে আপনার মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করছি। নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী কেবলমাত্র গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং তথ্য প্রদানকারীর পরিচয় সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে]

অংশগ্রহণকারীগণের পরিচিতি:

ক্র: নং	নাম	বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা	ঠিকানা
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					

ক. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে ধারনা

১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীদের সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। (চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীরা কোথায় বসবাস করে, তাদের জন্য কি স্বতন্ত্র আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে, সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন, চা-শ্রমিক হিসেবে সর্বনিম্ন কত বছর থেকে কত বছর পর্যন্ত কাজ করতে পারে? চা-শ্রমিক সম্প্রদায়ের সদস্যদের বসবাসের ধরণ সম্পর্কে বলুন):

২. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বলুন। (চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগীদের পরিবারের ধরন কেমন, পরিবারের প্রধান কে? সমাজের অন্যান্য মানুষের সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান, মর্যাদাগত ভিত্তি, নেতৃত্ব, সাংগঠনিক যোগ্যতা এবং পরিবারে তাদের মতামতের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৩. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ সহায়তা ব্যবস্থা, এককালীন অর্থ সহায়তার ব্যবহার এবং অর্থ সহায়তার উপকারিতা সম্পর্কে বলুন। (এই বাগানে কতজন অর্থ সহায়তা পেয়েছে, এককালীন অর্থ সহায়তার টাকা তারা সাধারনত: কোন খাতে, কীভাবে ব্যবহার করে, অর্থ সহায়তা এবং এর মাধ্যমে তারা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

খ. মৌলিক মানবিক চহিদা সংক্রান্ত

১. আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের খাদ্য চাহিদা পূরণে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তারা সুষম খাবার গ্রহণ করে কিনা? পরিমাণমত গ্রহণ করে কিনা? বিস্তারিত বলুন)

২. আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের বস্ত্র/পোশাকের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তারা চাহিদামত পোশাক পরিধান করে কিনা? ক্রয় করতে পারে কিনা? বিস্তারিত বলুন)

৩. আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের বাসস্থান/গৃহায়নের প্রয়োজন পূরণে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তাদের বাসস্থান কেমন? মালিকানা কার? নিজস্ব না কি অন্যের? সবিস্তারে বলুন।)

৪. আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজন পূরণে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তাদের সন্তানরা স্কুলে যায় কিনা? শিক্ষা উপকরন কিনতে পারে কিনা? বিস্তারিত বলুন)

৫. অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের চিকিৎসা প্রয়োজন পূরণে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তারা ঠিকমত চিকিৎসা গ্রহণ করে কিনা? বাগানের অভ্যন্তরে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা? চিকিৎসার ব্যয় বহণ করতে পারে কিনা? বিস্তারিত বলুন)

৬. আপদকালীন অর্থ সহায়তার উপকারভোগীদের চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত প্রয়োজন পূরণে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তাদের চিত্তবিনোদনের ধরন কেমন? উপযুক্ত সুযোগ আছে কিনা? বিস্তারিত বলুন।)

গ. আপদকালীন অর্থ সহায়তার উপকারিত/অপকারিতা:

১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ সহায়তার উপকারিতা সম্পর্কে বলুন। (সংশ্লিষ্ট বাগানে কতজন অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, সহায়তার টাকা উপকারভোগীদের সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন)

২. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে উপকারভোগীরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছে? এ অর্থ তাদের প্রয়োজন পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে কি না? তারা আর্থিকভাবে সাবলম্বী হচ্ছে কিনা? সে সম্পর্কে বলুন।

৩. আপদকালীন অর্থ সহায়তার কারণে উপকারভোগীদের আয় বেড়েছে কি না? তারা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের পরে আয়ের কোন অংশ সঞ্চয় করেন কি না? সঞ্চয় করলে কোথায় করেন, কীভাবে করেন বলে আপনি মনে করেন?

৪. অর্থ সহায়তার উপকারভোগীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কি কি ভূমিকা পালন করে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। (এ কর্মসূচির অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের শিক্ষা গ্রহণ, তাদের স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে কি না? সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন)

৫. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সস্যদের সমস্যা বর্ণনা করুন। (উপকারভোগীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ উল্লেখ করুন)

৬. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সস্যদের সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (উপকারভোগীদের সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ উল্লেখ করুন)

ঘ. কর্মসূচির চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং এর উন্নয়নে সুপারিশসমূহ

১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং এর উন্নয়নে সুপারিশসমূহ সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করুন।

২. চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময় মূলত: কখন? সঠিক সময়ে প্রদান করা হচ্ছে কিনা? (কখন শ্রমিকদের কাজ কম থাকে, আয় কম হয়, কোন সময়ে অর্থ সহায়তা অধিক কার্যকর, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৩. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে এ কর্মসূচির মাধ্যমে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। (চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

শত ব্যস্ততার মাঝে দীর্ঘসময় ধরে সময় দিয়ে এই আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে/আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ!

পরিশিষ্ট-৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সমাজসেবা অধিদপ্তর
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি
আগারগাঁও, ঢাকা।

গবেষণার শিরোনাম: **সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়ন**

KIIs নির্দেশিকা (KIIs Guideline)

[এই গবেষণাটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত। উক্ত গবেষণায় সামাজিক নিরাপত্তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব মূল্যায়নে নিম্নোক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর এবং সেক্ষেত্রে আপনার মূল্যবান মতামত প্রত্যাশা করছি। নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলি কেবল গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হবে, অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হবে না]

অংশগ্রহণকারীর তথ্য:

০১.	নাম:	
০২.	পিতার নাম:	
০৩.	মাতার নাম:	
০৪.	বয়স:	
০৫.	শিক্ষাগত যোগ্যতা:	
০৬.	ধর্ম:	
০৭.	বর্তমান ঠিকানা:	
০৮.	স্থায়ী ঠিকানা:	গ্রাম: ----------, ডাকঘর: ---------- থানা: ----------, জেলা: ----------
০৯.	যোগাযোগ:	

ক. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা

১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পর্কে আপনার মতামত দিন (চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া, এবং কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলুন):

২. এ কর্মসূচির উপকারভোগীদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বলুন। (এ কর্মসূচির উপকারভোগীদের পরিবারের ধরন কেমন, পরিবারের প্রধান কে? তাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান, মর্যাদাগত ভিত্তি, নেতৃত্ব, সাংগঠনিক যোগ্যতা এবং পরিবারে তাদের মতামতের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৩. এ কর্মসূচির ব্যবস্থাপনা, এককালীন অর্থ সহায়তার অর্থ ব্যবহার এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে বলুন। (এই বাগানে কতজন কর্মসূচির অর্থ সহায়তা পেয়েছে, সহায়তার টাকা তারা সাধারনত কোন খাতে, কীভাবে ব্যবহার করে এবং এ সহায়তার মাধ্যমে তারা কতটুকু উপকৃত হচ্ছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

খ. মৌলিক মানবিক চহিদা সংক্রান্ত

১. আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের খাদ্য চাহিদা পূরণে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তারা সুষম খাবার গ্রহণ করে কিনা? পরিমাণমত গ্রহণ করে কিনা? বিস্তারিত বলুন)

২. আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের বস্ত্র/পোশাকের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তারা চাহিদামত পোশাক পরিধান করে কিনা? ক্রয় করতে পারে কিনা? বিস্তারিত বলুন)

৩. আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের বাসস্থান/গৃহায়নের প্রয়োজন পূরণে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তাদের বাসস্থান কেমন? মালিকানা কার? নিজস্ব না কি অন্যের? সবিস্তারে বলুন।)

৪. আপদকালীন অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজন পূরণে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তাদের সন্তানরা স্কুলে যায় কিনা? শিক্ষা উপকরন কিনতে পারে কিনা? বিস্তারিত বলুন)

৫. অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত উপকারভোগীদের চিকিৎসা প্রয়োজন পূরণে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তারা ঠিকমত চিকিৎসা গ্রহণ করে কিনা? বাগানের অভ্যন্তরে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা? চিকিৎসার ব্যয় বহণ করতে পারে কিনা? বিস্তারিত বলুন)

৬. আপদকালীন অর্থ সহায়তার উপকারভোগীদের চিত্তবিনোদন সংক্রান্ত প্রয়োজন পূরণে কতটুকু সহায়ক বলে আপনি মনে করেন? (তাদের চিত্তবিনোদনের ধরন কেমন? উপযুক্ত সুযোগ আছে কিনা? বিস্তারিত বলুন।)

গ. আপদকালীন অর্থ সহায়তার উপকারিত/অপকারিতা:

১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ সহায়তার উপকারিতা সম্পর্কে বলুন। (সংশ্লিষ্ট বাগানে কতজন অর্থ সহায়তা পেয়েছেন, সহায়তার টাকা উপকারভোগীদের সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা পালন করছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন)

২. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে উপকারভোগীরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছে? এ অর্থ তাদের প্রয়োজন পূরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে কি না? তারা আর্থিকভাবে সাবলম্বী হচ্ছে কিনা? সে সম্পর্কে বলুন।

৩. আপদকালীন অর্থ সহায়তার কারণে উপকারভোগীদের আয় বেড়েছে কি না? তারা তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের পরে আয়ের কোন অংশ সঞ্চয় করেন কি না? সঞ্চয় করলে কোথায় করেন, কীভাবে করেন বলে আপনি মনে করেন?

৪. অর্থ সহায়তার উপকারভোগীরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কি কি ভূমিকা পালন করে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। (এ কর্মসূচির অর্থ সহায়তা উপকারভোগীদের শিক্ষা গ্রহণ, তাদের স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে কি না? সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন)

৫. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সস্যদের সমস্যা বর্ণনা করুন। (উপকারভোগীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক বা মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ উল্লেখ করুন)

৬. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সস্যদের সমস্যাসমূহ সমাধানের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন। (উপকারভোগীদের সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ উল্লেখ করুন)

ঘ. কর্মসূচির চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং এর উন্নয়নে সুপারিশসমূহ

১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা এবং এর উন্নয়নে সুপারিশসমূহ সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করুন।

২. চা-শ্রমিকদের আপদকালীন সময় মূলত: কখন? সঠিক সময়ে প্রদান করা হচ্ছে কিনা? (কখন শ্রমিকদের কাজ কম থাকে, আয় কম হয়, কোন সময়ে অর্থ সহায়তা অধিক কার্যকর, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

৩. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে এ কর্মসূচির মাধ্যমে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত ব্যক্ত করুন। (চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সমাজসেবা অধিদপ্তর কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন):

শত ব্যস্ততার মাঝে দীর্ঘসময় ধরে সময় দিয়ে এই আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাকে/আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ!

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি
সমাজসেবা অধিদপ্তর